আসাদ ও তাঁর চাচাতো ভাইয়ের মৃত্যুদণ্ড
পৃষ্ঠা ২৪

প্রথম আলো

Prothom Alo North America
Thursday, 13 August 2026, 10th Year, Issue 491, 40 Pages

আলোচনায় ওকাসিও
পৃষ্ঠা ২০

বৃহস্পতিবার, ১৩ আগস্ট ২০২৬, ২৯ শ্রাবণ ১৪৩৩, ১ রবিউল আউয়াল ১৪৪৮, ১০ম বর্ষ, সংখ্যা ৪৯১, পৃষ্ঠা ৪০

সরে দাঁড়াচ্ছেন লিভিট

কে হচ্ছেন হোয়াইট হাউসের নতুন প্রেস সেক্রেটারি

বিশেষ প্রতিনিধি

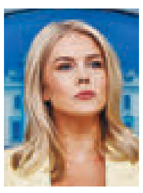

ক্যারোলিন লিভিট

প্রেসিডেন্ট ডোনাল্ড ট্রাম্প বুধবার জানিয়েছেন, হোয়াইট হাউসের প্রেস সেক্রেটারি ক্যারোলিন লিভিট এই মাসের শেষেই দায়িত্ব ছেড়ে দিচ্ছেন। ট্রুথ সোশ্যালে দেওয়া এক পোস্টে তিনি লিভিটকে তাঁর “সবচেয়ে বিশ্বস্ত সহযোগীদের একজন” আখ্যা দিয়ে লেখেন, পরিবার ও সন্তানদের সঙ্গে বেশি সময় কাটানোর জন্য তিনি এই সিদ্ধান্ত নিয়েছেন, যা তিনি “পুরোপুরি বোঝেন ও শ্রদ্ধা করেন” বলে জানান।

২৮ বছর বয়সী লিভিট এক্স-এ দেওয়া দীর্ঘ এক বিবৃতিতে লেখেন, গত দেড় বছর হোয়াইট হাউস প্রেস সেক্রেটারি হিসেবে কাজ করাটা ছিল তাঁর জীবনের সবচেয়ে বড় সম্মান ও রোমাঞ্চকর অভিজ্ঞতা। মে মাসে দ্বিতীয় সন্তান, কন্যা ভিভিয়ানার জন্মের পর মাতৃত্বকালীন ছুটি শেষে গত মাসেই তিনি কাজে ফিরেছিলেন। তবে বিবৃতিতে তিনি খোলাখুলি স্বীকার করেন, “মেয়ের জন্মের পর হোয়াইট হাউসে ফেরার পর থেকেই আমি অন্তর

এরপর পৃষ্ঠা ১০ কলাম ১

প্রভাষক থেকে বঙ্গভবনে

রাষ্ট্রপতি হওয়ার পথে মির্জা ফখরুল

বিএনপির চূড়ান্ত মনোনয়ন

বৃহস্পতিবার সচিবালয়ে বিএনপির উচ্চপর্যায়ের বৈঠকে মির্জা ফখরুলকে রাষ্ট্রপতি প্রার্থী হিসেবে চূড়ান্ত করা হয়।

মির্জা ফখরুল ইসলাম আলমগীর

ইফতেখার ইসলাম

বিএনপির দীর্ঘদিনের মহাসচিব মির্জা ফখরুল ইসলাম আলমগীর এবার দেশের ২৩তম রাষ্ট্রপতি হওয়ার পথে। বৃহস্পতিবার (১৩ আগস্ট) রাষ্ট্রপতি পদে তাঁর মনোনয়ন চূড়ান্ত করেছে বিএনপি। একই দিন নির্বাচন কমিশনে তাঁর

এরপর পৃষ্ঠা ১০ কলাম ২

শেখ হাসিনার সামনে দেশে ফেরার পথ কতটা খোলা?

নিজস্ব প্রতিবেদক

শেখ হাসিনা

ভারতের নয়াদিল্লি থেকে সাবেক প্রধানমন্ত্রী শেখ হাসিনার দেশে ফেরার ঘোষণা বাংলাদেশের রাজনীতিতে নতুন করে আলোচনার জন্ম দিয়েছে। ৫ আগস্ট এক ভার্চ্যুয়াল সংবাদ সম্মেলনে তিনি ডিসেম্বরের মধ্যে বাংলাদেশে ফেরার ইচ্ছার কথা জানান। এর আগে জুলাই মাসেও রয়টার্সকে দেওয়া এক সাক্ষাৎকারে তিনি ডিসেম্বরের দিকে দেশে ফেরার পরিকল্পনার কথা জানিয়েছিলেন।

কিন্তু রাজনৈতিক ঘোষণা আর বাস্তবে দেশে ফেরা—দুটি বিষয় এক নয়।

এরপর পৃষ্ঠা ১০ কলাম ৪

সমঝোতা নিয়ে ইরান ও যুক্তরাষ্ট্রের মতপার্থক্য বাড়ছে

উত্তর আমেরিকা ডেস্ক

মধ্যপ্রাচ্য সংঘাত থামাতে ইরান ও যুক্তরাষ্ট্রের মধ্য চূড়ান্ত চুক্তি নিয়ে মতপার্থক্য দিন দিন স্পষ্ট হয়ে উঠছে। এই পরিস্থিতিতে আবারও আলোচনায় উঠে এসেছে হরমুজ প্রণালি। মার্কিন প্রেসিডেন্ট ট্রাম্প দাবি করেছেন, এই প্রণালি এখন তাঁদের নিয়ন্ত্রণে।

তবে ইরান বলছে, তাদের দাবি না মানা পর্যন্ত এই প্রণালি বন্ধই থাকবে। এই পরিস্থিতিতে ইয়েমেনের ইরান-সমর্থিত হুতিদের হামলায় লোহিতসাগরে জাহাজে ছয়জন নিহত হয়েছে।

যুক্তরাষ্ট্র ও ইসরায়েল গত ২৮ ফেব্রুয়ারি ইরানে হামলার মধ্য দিয়ে মধ্যপ্রাচ্যে সংঘাত ছড়িয়ে পড়ে। এরপর ইরানের পাল্টা হামলায় আক্রান্ত হয় ওমান, জর্ডান, কুয়েত, ইসরায়েল, সংযুক্ত আরব আমিরাত ও সৌদি আরব। এই সংঘাত থেকে বেরিয়ে আসতে গত জুনে ইরান ও যুক্তরাষ্ট্রের মধ্যে ৬০ দিনের একটি লোহিতসাগরে বলেন, মধ্যস্থতাকারীদের মাধ্যমে আলোচনার একটি বিষয় হলো—হুতিদের হামলায় যুক্তরাষ্ট্র ফিরে ৬ জন নিহত অন্তর্বর্তী চুক্তিও হয়।

এ চুক্তিতে সব ফ্রন্টে সামরিক অভিযান ‘অবিলম্বে ও স্থায়ীভাবে’ বন্ধ করার কথা বলা হয়েছিল। তবে চুক্তিটি দ্রুত ভেঙে পড়ে। ৭ জুলাই ট্রাম্প

এরপর পৃষ্ঠা ১০ কলাম ১

ট্রাম্পের নতুন শব্দ ‘জিহাদি’, লক্ষ্য এবার মুসলিম প্রার্থীরা

সামনে মধ্যবর্তী নির্বাচন

বিশেষ প্রতিনিধি

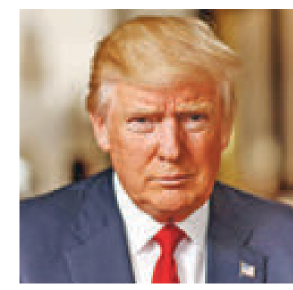

প্রেসিডেন্ট ডোনাল্ড ট্রাম্প

মধ্যবর্তী নির্বাচনের আর মাস তিনেকও বাকি নেই, আর ঠিক এই সময়েই প্রেসিডেন্ট ডোনাল্ড ট্রাম্পের রাজনৈতিক অভিধানে যুক্ত হলো আরেকটি নতুন শব্দ। সোমবার ওভাল অফিসে সাংবাদিকদের সঙ্গে কথা বলার সময় তিনি দাবি করেন, “আমরা দেখছি জায়গায় জায়গায় জিহাদিরা নির্বাচিত হচ্ছে” — যদিও কোনো নির্দিষ্ট প্রার্থীর নাম উল্লেখ করেননি। সঙ্গে জুড়ে দেন, ডেমোক্র্যাটদের মধ্যে এখন “কমিউনিজম আর জিহাদিজম” দুটোই একসঙ্গে দেখা যাচ্ছে বলে তাঁর ধারণা।

শব্দটা যে হঠাৎ মাথায় এসেছে তা নয় — ট্রাম্প নিজেই জানিয়েছেন, এক বন্ধু তাঁকে পরামর্শ দিয়েছিলেন এই শব্দ ব্যবহারের। কারণ তাঁর ভাষায় “এটাই তো আসলে ঘটছে।” আর কাদের নিয়ে এই মন্তব্য, তা বুঝতে খুব বেশি জল্পনার দরকার হয় না। ট্রাম্প নিজেই উদাহরণ হিসেবে সোমালিয়ার মতো দেশ থেকে আসা প্রার্থীদের কথা টেনেছেন। যা সরাসরি ইঙ্গিত করে মিনেসোটার কংগ্রেসওম্যান ইলহান ওমরের দিকে, যাঁকে ট্রাম্প এর আগেও একাধিকবার আক্রমণ করেছেন এবং “যেখান থেকে এসেছেন সেখানেই ফিরে যান” বলে মন্তব্য করেছিলেন।

তবে এবারের আক্রমণের প্রধান লক্ষ্য মিশিগানের সিনেট প্রার্থী আবদুল আল-সাইদ। লাস ভেগাসে এক প্রচার সমাবেশে ট্রাম্প তাঁকে সরাসরি “ইহুদি-বিদ্বেষী ও ইসরায়েল-বিদ্বেষী” বলে আখ্যা দেন। যদিও আল-সাইদের অবস্থান মূলত ইসরায়েলি সরকারের সমালোচনার মধ্যেই সীমাবদ্ধ। সপ্তাহান্তে ট্রাম্প নিজের ও ফার্স্ট লেডি মেলানিয়ার একটি ছবির পাশে আল-সাইদ ও তাঁর হিজাব পরিহিত স্ত্রী সারাহ জুকাকুর ছবি জুড়ে দিয়ে ক্যাপশনে লেখেন, “দুটি সম্পূর্ণ ভিন্ন আমেরিকা।” এর জবাবে আল-সাইদ সিএনএনের এক অনুষ্ঠানে বলেন, ট্রাম্পের কথা ঠিক আছে বটে, তবে

এরপর পৃষ্ঠা ১০ কলাম ১

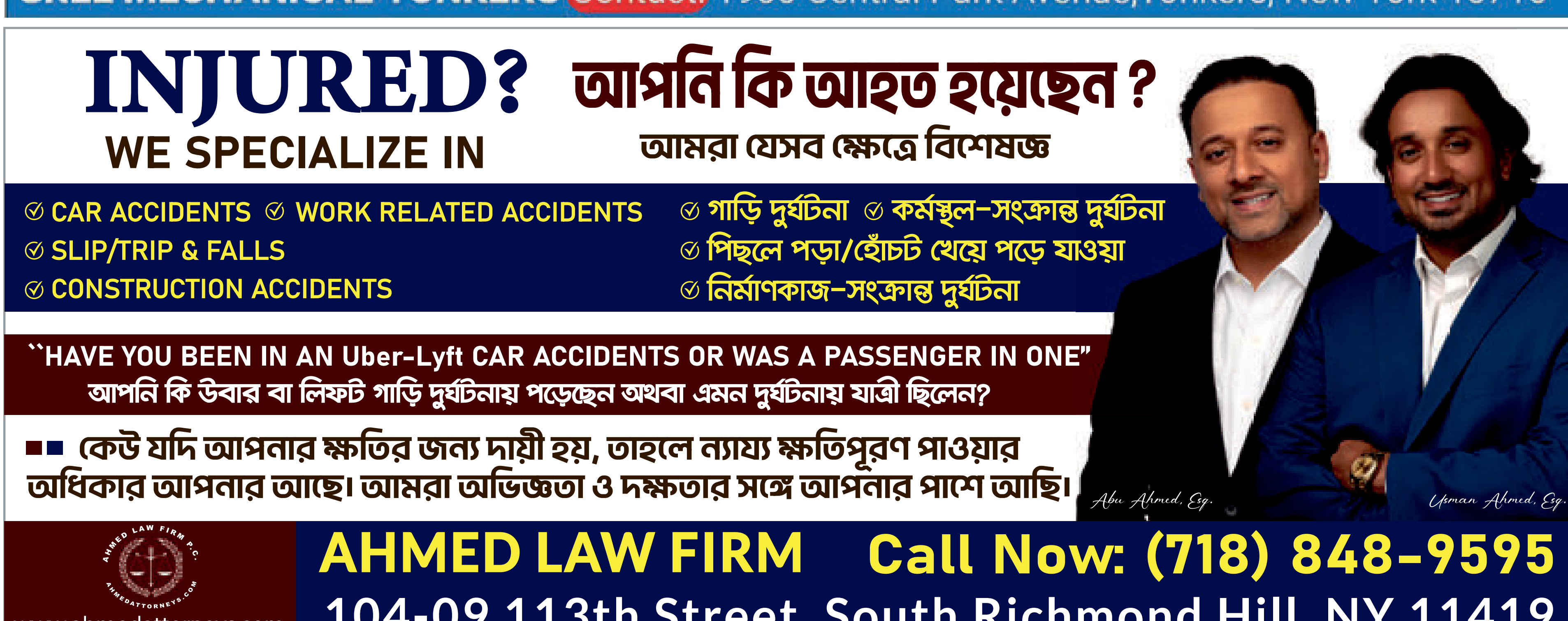

Queens Social Adult Day Care Center Inc

কুইন্স সোসাল এডাল্ট ডে-কেয়ার সেন্টার ইন্‌ক

কুইন্স সোসাল এডাল্ট ডে-কেয়ার সেন্টার ইন্‌ক একটি ডে-কেয়ার সার্ভিস সেন্টার। আমরা লিঙ্গ, জাতি অথবা ধর্ম বৈষম্যহীনভাবে সবধরণের গ্রাহক সেবা প্রদান করি। আমরা দুরারোগে অসুস্থ্য এবং প্রতিবন্ধী গ্রাহকদের, প্রবীণ ব্যক্তিদের নিরাপদ এবং উপযুক্ত ডে-কেয়ার সার্ভিস প্রদান করে থাকি। আমরা নিশ্চিত করি যেন গ্রহক মানসম্পন্ন সেবা আমাদের সেন্টার থেকে পেতে পারেন যাতে করে তাকে কোন নার্সিং হোমে যেতে না হয়। মেট্রোপলিটন এলাকায় আমাদের অভিজ্ঞ কর্মীরা সর্বাত্মক ডে-কেয়ার সেবা প্রদান করে থাকেন।

ব্যক্তিগত পরিচর্যা

আমাদের প্রাথমিক লক্ষ্য গ্রাহককে সাহায্য করা। আমরা গ্রাহকের ব্যক্তিগত চাহিদা সম্পর্কে পরিপূর্ণ পরিচর্যার পরিকল্পনা তৈরী করি। পরিচর্যা পরিকল্পনাসমূহ হচ্ছেঃ

- নাস্তা ও দুপুরের খাবার পরিবেশন (হালাল)
- ফিল্ডট্রিপস্ (পিকআপ এন্ড ড্রপস্)
- ডায়াবেটিক প্রতিরোধক কার্যক্রম
- নিম্নলিখিত সেবাসমূহে আবেদনে সহায়তা (মেডিকেইড, মেডিকেয়ার, ফুড স্ট্যাম্প, এসএসআই, উইক, অক্ষমতা আয়, চাইল্ড সাপোর্ট, নগদ সহায়তা, ভাড়া, এইচইএপি)
- চুলকাটা ও প্রসাধনী সহায়তা
- ওজু ও নামাজের ব্যবস্থা
- টেলিভিশন, ইন্টারনেট ও কম্পিউটার
- ইংরেজী ও কম্পিউটার ক্লাস
- সংগীত চর্চা ও শোনার ব্যবস্থা

শিক্ষা কার্যক্রম

- কম্পিউটার ও প্রযুক্তি দক্ষতা প্রশিক্ষণ
- গ্রন্থাগার

শারিরীক স্বাস্থ্য কার্যক্রম

- ইয়োগা, তাইচি, ব্যয়াম ও জিমের ব্যবস্থা
- ফিজিক্যাল থেরাপী

মানসিক স্বাস্থ্য পরামর্শ

- রিলাক্সেশন স্কিল ট্রেনিং
- পরামর্শ এবং সহায়তা গ্রুপ
- মানসিক স্ট্রেস ম্যানেজমেন্ট

বিনোদনমূলক কার্যক্রম

- পিকনিক
- যাদুঘর ভ্রমণ
- সমদ্র সৈকতে পার্টি
- নৌ-ভ্রমণ ও মৎস শিকার

আধ্যাত্মিক কার্যক্রম

- শান্ত সময়
- ধ্যান

অবসর কার্যক্রম

- কেরাম বোর্ড
- লুডু
- দাবা
- ধাঁধা
- অধ্যায়ন

We speak
Spanish, Urdu, Hindi & Arabic

আমরা নিজস্ব ট্রান্সপোর্টে ফ্রি পিকআপ এবং ড্রপস করে থাকি

আমরা ৭ দিনই খোলা

For details information please contact

ENGINEER MAHFUZUL HAQUE

MS in Telecom (Pace University, NY), US Coast Guard Licensed Captain

148-41 Hillside Ave, Jamaica, NY 11435

718-647-4444, 646-591-6782 | info@qsadcc.com | www.qsadcc.com

ABRAMS
LAW GROUP
24/7

SERIOUS ACCIDENT AND INJURY ATTORNEYS
CALL NOW
718.997.9797
আমরা বাংলা কথা বলি

CAR ACCIDENTS
CONSTRUCTION ACCIDENTS
TRUCK ACCIDENTS

Millions of Dollars
RECOVERED FOR OUR CLIENTS

Melanie Abrams
NY Injury Attorney

Office Locations:
Forest Hills   Valley Stream

INJURED
আপনি কি দূর্ঘটনায় আহত হয়েছেন?

abramslawgroupny.com

জ্যামাইকার সাটফিন বুলেভার্ডে এই প্রথম বাংলাদেশি ডাক্তার

আমরা ইমিগ্রেশনের জন্য মেডিকেল করি

মোহাম্মদ এ. ওয়াহিদ, এমডি
বোর্ড সার্টিফাইড মেডিসিন বিশেষজ্ঞ

আমাদের সেবাসমূহ
- যত্নসহকারে পূর্ণাঙ্গ স্বাস্থ্যসেবা দেওয়া হয়
- প্রাইমারি কেয়ার/ইন্টারনাল মেডিসিন
- রক্ত, প্রস্রাব, ইকেজি, সনোগ্রাম, এলার্জি পরীক্ষার ব্যবস্থা আছে
- হজ ও ওমরাহ যাত্রীদের জন্য ফ্লু-ভ্যাকসিন
- জব, স্কুল, টিএলসি সম্পর্কিত শারীরিক পরীক্ষা (ফিজিক্যাল এক্সাম)
- হেলথ ইনসুরেন্স ছাড়া রোগীদের বিশেষভাবে চিকিৎসার ব্যবস্থা আছে
- ফ্রি ব্লাড প্রেসার ও ডায়াবেটিস পরীক্ষার ব্যবস্থা আছে
- স্কুল ফর্ম পূরণ, WIC ফর্ম, PAP Smear পরীক্ষা, ড্রাগ টেস্ট করা হয়
- স্কুল-কলেজের জন্য প্রয়োজনীয় টিকা দেওয়া হয়।
- প্রেগন্যান্সি টেস্ট করা হয়।
- অন্য সব ধরনের চিকিৎসা অত্যন্ত যত্নসহকারে করা হয় এবং পরামর্শ দেওয়া হয়।
- আমরা প্রায় সব ধরনের ইনসুরেন্স গ্রহণ করে থাকি।

আমাদের অফিস প্রায় ৭ দিনই খোলা।

আপনি জানেন কি?
- বাংলাদেশি ও ভারতীয় অভিবাসীদের হৃদরোগের আশঙ্কা অন্যান্য আমেরিকানদের চেয়ে বেশি।
- আপনার কোলেস্টেরল, ব্লাড প্রেসার, ডায়াবেটিস, হার্টের অসুখ, থাইরয়েড, অ্যাজমা (হাঁপানি), বাতের ব্যথা, চর্মরোগ, এলার্জি, যৌন রোগসহ যাবতীয় মেডিকেল সমস্যার জন্য পরীক্ষা এবং চিকিৎসা করিয়ে নিন।
- নিয়মিত শারীরিক পরীক্ষা ও বয়স অনুযায়ী নির্ধারিত SCREEN করিয়ে ভবিষ্যৎ রোগের আশঙ্কা সম্পর্কে জেনে নিন।

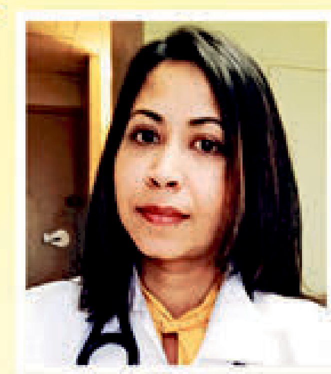

রুবিনা আক্তার, এমডি
বোর্ড সার্টিফাইড মেডিসিন বিশেষজ্ঞ

WAHID MEDICAL PLLC
147-28, Hillside Avenue, Jamaica, NY-11435
Tel: 718-487-3671, Fax: 718-487-3715

Gehi & Associates
ATTORNEYS AT LAW
www.gehilaw.com

Grand Opening
আমরা এখন Jackson Height
ফ্রি কনসালটেশন

74-09 37th Ave, Suite 205, Jackson Heights, NY 11372
104-05 Liberty Ave, Ozone Park, NY-11417
173-29, Jamaica Ave, Jamaica, NY-11432

TEL: 718-263-5999
TEL: 718-577-0711
TEL 718-764-6911

*ইমিগ্রেশন *ব্যাংক্রাপসি *ক্রেডিট কার্ড মেটার *ডিভোর্স *সিটিজেনশিপ *চাইল্ড কাস্টডি
*চাইল্ড সাপোর্ট অর্ডার অব প্রোটেকশন *সব ধরনের ভিসা ও ফিয়ানসি ভিসা প্রসেসিং

আমরা বাংলায় কথা বলি

- Do you want apply for a green card?
- Are you having credit card problems?
- Has your bank account been sealed?
- Are you being deported?
- Are you unable to pay your debts?
- Are you getting harrassed by creditors?

WE ARE OPEN 7 DAYS a week

IF YOU ANSWERED YES, WE CAN HELP YOU TO RESOLVE YOUR DEBT, IMMIGRATION, BANKRUPTCY AND CREDIT CARD MATTERS.

ON MANY OCCASIONS, OUR CLIENTS DEBTS WERE CLEARED WITHOUT PAYING ANYTING TO THEIR CREDITORS, PRIOR RESULTS DO NOT GUARANRTEE FUTURE OUTVCOME

CALL: 718-263-5999

*তুলনামূলকভাবে কম ফি *সন্ধ্যা এবং সাপ্তাহান্তে এপয়েন্টমেন্টের সুযোগ

আসিফ মুর্তজা

মিশিগানে মুনার নর্থ জোনের দাওয়াহ কনফারেন্স

পার্থ সারথী দেব, মিশিগান

যুক্তরাষ্ট্রের মিশিগানে বিপুল উৎসাহ-উদ্দীপনার মধ্য দিয়ে মুসলিম উম্মাহ অব নর্থ আমেরিকা (মুনা) নর্থ জোনের দাওয়াহ কনফারেন্স অনুষ্ঠিত হয়েছে।

রোববার (৯ আগস্ট) ওয়ারেন শহরের ইসলামিক সেন্টার অব নাইন মাইল ব্যাংকুয়েট হলে দিনব্যাপী এ সম্মেলনের আয়োজন করা হয়। এতে মিশিগানসহ পার্শ্ববর্তী বিভিন্ন অঙ্গরাজ্য থেকে বিপুল সংখ্যক প্রবাসী অংশ নেন।

ক্বারী শায়খ আব্দুল মুকিতের কুরআন তিলাওয়াতের মধ্য দিয়ে অনুষ্ঠানের সূচনা হয়। এরপর রেনেসাঁ কালচারাল গ্রুপ অব মিশিগানের শিল্পীরা ইসলামি নাশিদ পরিবেশন করেন।

মুনা নর্থ জোনের প্রেসিডেন্ট নেসার উদ্দিন আহমদের সভাপতিত্বে এবং সেক্রেটারি আনোয়ার হোসেনের সঞ্চালনায় সম্মেলনে প্রধান অতিথি হিসেবে বক্তব্য দেন মুনার সাবেক প্রেসিডেন্ট ডা. সায়ীদুর রহমান চৌধুরী। প্রধান আলোচক হিসেবে উপস্থিত ছিলেন বাংলাদেশ লইয়ার্স কাউন্সিলের ভাইস প্রেসিডেন্ট এডভোকেট এহসানুল মাহবুব জুবায়ের।

সম্মেলনে অন্যান্যের মধ্যে বক্তব্য দেন ওয়েইন স্টেট ইউনিভার্সিটির অধ্যাপক ড. রামজি মুহাম্মদ, মুনার সহকারী নির্বাহী পরিচালক হাফেজ আবদুল্লাহ আল আরিফ, এমসিএম মসজিদের ইমাম শায়খ তারিক আদনান, দারুল কুরআন মসজিদের ইমাম শায়খ সাঈদ আহমদ এবং মুনার কেন্দ্রীয় প্রকাশনা সম্পাদক খাইরুল হাসান রফিকসহ স্থানীয় নেতৃবৃন্দ।

সম্মেলনে বক্তারা বলেন, ইসলামের সুমহান আদর্শ ছড়িয়ে দেওয়া এবং সমাজে নৈতিক ও মানবিক মূল্যবোধ প্রতিষ্ঠায় দাওয়াহর ভূমিকা অপরিসীম। শুধু আনুষ্ঠানিক আলোচনার মধ্যে সীমাবদ্ধ না থেকে নিজেদের ব্যক্তিগত চরিত্র, সততা, সুসংহত আচরণ ও মানবিক কাজের মাধ্যমে ইসলামের প্রকৃত সৌন্দর্য ফুটিয়ে তুলতে হবে।

বক্তারা নতুন প্রজন্মকে ইসলামের শিক্ষা ও মানবিক মূল্যবোধের সঙ্গে সম্পৃক্ত করতে পরিবার ও সচেতন কমিউনিটিকে আরও কার্যকর ও দায়িত্বশীল ভূমিকা পালনের আহ্বান জানান।

সম্মেলন শেষে বিশেষ দোয়া পরিচালনা করেন সিডিআর মসজিদের ইমাম শায়খ নেছার উদ্দিন।

মির্জা ফখরুল বক্তব্যের প্রতিবাদে রংপুরে জামায়াতের বিক্ষোভ

ঢাকা ডেস্ক

রংপুরের মানুষের ভোটের পছন্দের সঙ্গে উন্নয়নকে যুক্ত করে স্থানীয় সরকার, পল্লী উন্নয়ন ও সমবায়মন্ত্রী মির্জা ফখরুল ইসলাম আলমগীরের দেওয়া বক্তব্যের প্রতিবাদে বিক্ষোভ মিছিল ও সমাবেশ করেছেন জামায়াতে ইসলামীর নেতা–কর্মীরা।

বুধবার দুপুরে জামায়াতে ইসলামী রংপুর মহানগরের উদ্যোগে নগরীর পাবলিক লাইব্রেরি মাঠ থেকে বিক্ষোভ মিছিল বের হয়। মিছিলটি সিটি বাজার, পায়রা চত্বর, জাহাজ কোম্পানি মোড়, প্রেসক্লাব ও গ্র্যান্ড হোটেল মোড় ঘুরে শাপলা চত্বরে গিয়ে শেষ হয়। পরে সেখানে সমাবেশ অনুষ্ঠিত হয়।

সমাবেশে সভাপতিত্ব করেন মহানগর জামায়াতের আমির এটিএম আজম খান। সঞ্চালনা করেন মহানগর জামায়াতের সেক্রেটারি কে এম আনোয়ারুল হক কাজল। বক্তব্য দেন জেলা জামায়াতের সেক্রেটারি মাওলানা এনামুল হকসহ অন্য নেতারা। এটিএম আজম খান বলেন, মন্ত্রীর বক্তব্যে এমন ধারণা পাওয়া যায় যে রংপুরের মানুষ বিএনপির পরিবর্তে জাতীয় পার্টি বা জামায়াতে ইসলামীকে ভোট দেওয়ায় এ অঞ্চল উন্নয়ন থেকে পিছিয়ে রয়েছে। এ ধরনের বক্তব্য রংপুরবাসীর রাজনৈতিক সচেতনতা ও সাংবিধানিক অধিকারকে খাটো করে। তিনি বলেন, কোন দলকে ভোট দেওয়া হবে, তা জনগণের গণতান্ত্রিক অধিকার। রাজনৈতিক পছন্দের সঙ্গে উন্নয়নকে যুক্ত করা গ্রহণযোগ্য নয়। দল-মত নির্বিশেষে সব অঞ্চলের মানুষের ন্যায্য অধিকার ও সুষম উন্নয়ন নিশ্চিত করা সরকারের দায়িত্ব।

রংপুরের বৈষম্য দূর করতে কর্মসংস্থান, শিল্পায়ন, শিক্ষা ও স্বাস্থ্যসেবার উন্নয়ন, যোগাযোগব্যবস্থার আধুনিকায়ন এবং তিস্তা মহাপরিকল্পনাসহ গুরুত্বপূর্ণ প্রকল্প বাস্তবায়নের দাবি জানান এটিএম আজম খান। সমাবেশ থেকে মির্জা ফখরুলের বক্তব্য প্রত্যাহারের আহ্বান জানানো হয়।

উল্লেখ্য, রংপুর জেলা শিল্পকলা একাডেমিতে ৯ আগস্ট এক অনুষ্ঠানে রংপুরের মানুষের রাজনৈতিক সিদ্ধান্ত নিয়ে মির্জা ফখরুল ইসলাম আলমগীর বলেন, 'রংপুরের লোকেরা, আমরা সব সময় পিছিয়ে পড়া। কেন পিছিয়ে পড়া? আমরা তো সঠিক জিনিসটাই বুঝি না। যখন বিএনপি সরকার আসবে তখন আপনারা করবেন জাতীয় পার্টি, যখন বিএনপি সরকার আসবে তখন আপনারা করবেন জামায়াত। তাহলে কেমনে হবে? পাবেন কেমনে?'

ইউএনওর বিরুদ্ধে ছাত্রদল নেতাকে পেটানোর অভিযোগ

ঢাকা অফিস

ময়মনসিংহের ত্রিশালে বালুর ঘাটের ইজারাদারের কর্মচারী সারোয়ার জাহানকে মারধরের অভিযোগ উঠেছে উপজেলা নির্বাহী কর্মকর্তা (ইউএনও) আরাফাত সিদ্দিকীর বিরুদ্ধে। এ ঘটনার একটি ভিডিও সামাজিক যোগাযোগমাধ্যমে ছড়িয়ে পড়েছে। সারোয়ার জাহান ওরফে বাচ্চু ময়মনসিংহ মহানগর ছাত্রদলের সাবেক সহসভাপতি। বুধবার দুপুরের দিকে ত্রিশাল উপজেলার কাঁঠাল ইউনিয়নের কালীরবাজারের কুলুরবাড়ি এলাকায় বালু বিক্রির পয়েন্টে এ ঘটনা ঘটে।

প্রায় তিন মিনিটের ওই ভিডিওতে ইউএনও এক ব্যক্তিকে থাপ্পড় দেওয়ার পাশাপাশি লাঠি দিয়ে আঘাত করতে দেখা গেছে। এ সময় সহকারী কমিশনার (ভূমি) মো. মাহবুবুর রহমানসহ আইনশৃঙ্খলা রক্ষাকারী বাহিনীর সদস্যরা ঘটনাস্থলে উপস্থিত ছিলেন।

ইজারাদার পক্ষের দাবি, অভিযানের সময় ইজারাদারের কর্মী সারোয়ার জাহান ওরফে বাচ্চু অভিযানে আসা কর্মকর্তাদের পরিচয় জানতে চাইলে কথা-কাটাকাটির একপর্যায়ে তাঁকে মারধর করা হয়।

ভিডিওতে দেখা গেছে, ইউএনওর নেতৃত্বে আনসার ও র‍্যাবের সদস্যরা বালু বিক্রির পয়েন্টে যান। সেখানে ইউএনও কাগজপত্র দেখতে চান। এ সময় সৃষ্টি এন্টারপ্রাইজের ব্যবস্থাপক সারোয়ার জাহান অভিযানে আসা ব্যক্তিদের পরিচয় জানতে চান। একপর্যায়ে ইউএনও তাঁকে পরপর দুটি থাপ্পড় দেন।

এরপর র‍্যাবের এক সদস্য সারোয়ারকে ঘটনাস্থল থেকে সরিয়ে নেওয়ার চেষ্টা করেন। তখন ইউএনও ওই সদস্যের কাছ থেকে একটি লাঠি নিয়ে সারোয়ারকে কয়েকবার আঘাত করেন।

এ সময় সহকারী কমিশনার (ভূমি) মো. মাহবুবুর রহমান ইউএনওকে থামানোর চেষ্টা করেন। পরে আইনশৃঙ্খলা রক্ষাকারী বাহিনীর সদস্যরা সারোয়ারকে ঘটনাস্থল থেকে সরিয়ে নেন।

ইজারাদারের পক্ষের দাবি, সারোয়ারকে পরে র‍্যাবের গাড়িতে করে ত্রিশালের ধলা এলাকায় নিয়ে যাওয়া হয়। সেখানে তাঁকে ছেড়ে দেওয়া হলে স্বজন ও ইজারাদার পক্ষের লোকজন তাঁকে উদ্ধার করে ময়মনসিংহ মেডিকেল কলেজ হাসপাতালে ভর্তি করেন। তবে তাঁর শারীরিক অবস্থার বিষয়ে তাৎক্ষণিকভাবে বিস্তারিত জানা যায়নি।

সৃষ্টি এন্টারপ্রাইজের মালিক শামসুজ্জামান মাসুদ জানান, প্রায় দুই কোটি টাকা ব্যয়ে পাঁচ থেকে ছয় মাস আগে বালুমহালটি ইজারা নিয়েছি। ইজারার প্রয়োজনীয় কাগজপত্র আমাদের কাছে রয়েছে। আমাদের কর্মী অভিযানে আসা ব্যক্তিদের পরিচয় জানতে চেয়েছিলেন। এরপরই তাঁকে মারধর করা হয়। বিষয়টি নিয়ে আমরা উদ্বিগ্ন। ঘটনাটির সুষ্ঠু তদন্ত ও প্রয়োজনীয় ব্যবস্থা নেওয়ার দাবি জানাচ্ছি।

ময়মনসিংহের জেলা প্রশাসক মো. সাইফুর রহমান বলেন, 'আমি ভিডিওটি দেখেছি। ভুক্তভোগী লিখিত অভিযোগ দিলে বিষয়টি খতিয়ে দেখে সে অনুযায়ী ব্যবস্থা নেওয়া হবে।'

1st AIDE HOME CARE INC

A licensed home care agency, NY

Dr. GeeCee Pat

DBA SARAH HOME CARE

Dr. Shahjadi Parvin (Sarah)

PCA / HHA, NURSING NHTD.PCA CERTIFICATION
OPWDD & SPECIAL CHILD SERVICE

Best Quality in Home Care Services

Call: (718) 440 - 9207

Email:info@1staidehc.com

Counties Served

Bronx, Kings, New York, Queens, Richmond, Westchester, Nassau

Contracted Insurance (MLTC)

1. Elderplan Homefirst,
2. Healthfirst
3. Anthem BCBS
4. Elderserve (River-spring)
5. Senior whole Health
6. Village Care Max
7. Centerlight
8. Hamaspik Choice
9. OPWDD/CHHA

Also we provide Social Adult Day Care Servoces & Special Child Services

We Speak Bengali, English, Hindi Urdu & Spanish

37-18 73rd St, Suite #401, Jackson Heights, NY-11372

Maa Foundation USA Inc.

A nonprofit organization 501 (c) (3) Approved

We are a Nonprofit Organization recognized as tax-exempt under section 501 (c)(3) of the Interrnal Revenue Code.

সম্পাদকীয়

বাংলাদেশ ভারত সম্পর্ক: বরফ গলছে, নাকি শুধু রোদের ছোঁয়া?

দুই বছর আগে ৫ আগস্টের যে বিকেলে শেখ হাসিনা হেলিকপ্টারে চড়ে গণভবন ছেড়েছিলেন, ঠিক সেই দিন থেকেই ঢাকা আর নয়াদিল্লির মধ্যে একধরনের বরফ জমতে শুরু করেছিল। যা গলার কোনো লক্ষণ দেখা যায়নি দীর্ঘদিন। মুহাম্মদ ইউনূসের নেতৃত্বাধীন অন্তর্বর্তী সরকারের প্রতি ভারতের অস্বস্তি ছিল প্রায় প্রকাশ্যেই। নয়াদিল্লির মূল ক্ষোভ ছিল ব্যক্তি ইউনূসকে ঘিরেই, তাঁর পশ্চিমা বিশ্বের সঙ্গে দীর্ঘদিনের সখ্য এবং ভারতবিরোধী বলে পরিচিত কিছু বক্তব্যের কারণে। মোদি-ইউনূস বৈঠকের জন্য ঢাকার বারবার অনুরোধ প্রত্যাখ্যাত হয়েছে, নিরাপত্তার অজুহাতে বাংলাদেশিদের ভিসা কার্যক্রম স্থগিত হয়েছে, সীমান্ত পারাপারের ট্রেন যোগাযোগ বন্ধ থেকেছে মাসের পর মাস — প্রতিটি পদক্ষেপই যেন জানান দিয়েছে, সম্পর্কটা আসলে কতটা ভেঙে পড়েছিল।

তবে গত কয়েক মাসে এই চিত্রে একধরনের পরিবর্তনের আভাস দেখা যাচ্ছে। তার কেন্দ্রে আছে বাংলাদেশের রাজনৈতিক পটপরিবর্তন। ত্রয়োদশ জাতীয় সংসদ নির্বাচনে বিএনপির বড় জয়ের পরপরই নরেন্দ্র মোদি বাংলা ভাষায় বার্তা পাঠিয়ে দলটির চেয়ারম্যান তারেক রহমানকে অভিনন্দন জানান। সঙ্গে একটি গণতান্ত্রিক ও প্রগতিশীল প্রতিবেশী হিসেবে বাংলাদেশের পাশে থাকার আশ্বাসও দেন। এরপর থেকে ঢাকায় নিযুক্ত ভারতীয় হাইকমিশনার দীনেশ ত্রিবেদীর তৎপরতা চোখে পড়ার মতো। তিনি প্রকাশ্যেই বলেছেন, দুই দেশের প্রধানমন্ত্রীই "জনবান্ধব ব্যক্তি"। তারেক-মোদি সরাসরি আলোচনায় বসলে অনেক জমে থাকা সমস্যার সমাধান সম্ভব। সবচেয়ে সাম্প্রতিক ঘটনা হলো, গত মঙ্গলবার নয়াদিল্লিতে দীনেশ ত্রিবেদী স্বয়ং মোদির সঙ্গে সাক্ষাৎ করে দ্বিপাক্ষিক সম্পর্ক আরও শক্তিশালী করার বিষয়ে নির্দেশনা নিয়েছেন। একই সঙ্গে দীর্ঘদিন ঝুলে থাকা তিস্তা পানিবণ্টন চুক্তি নিয়েও নতুন করে আশাবাদ তৈরি হয়েছে। কারণ এখন ভারতের কেন্দ্রীয় সরকার ও পশ্চিমবঙ্গ — দুই জায়গাতেই একই রাজনৈতিক দলের শাসন, যা এত দিনের রাজনৈতিক জটিলতা কিছুটা হলেও কমাতে পারে বলে বিশ্লেষকদের ধারণা।

কিন্তু এই ইতিবাচক আবহের মধ্যেও একটা কাঁটা রয়ে গেছে, যার নাম শেখ হাসিনা। ভারতের স্বরাষ্ট্রমন্ত্রী নিজেই একরকম স্বীকার করে নিয়েছেন এই দ্বিধার কথা। নয়াদিল্লি একদিকে "হাসিনা কার্ড" খেলার সুযোগ হাতছাড়া করতে চায় না। আবার একই সঙ্গে ঢাকার নতুন সরকারের সঙ্গেও বন্ধুত্ব চায়। যা তাঁর ভাষায় স্পষ্টতই "দুটো বিপরীতমুখী" লক্ষ্য। এই দ্বন্দ্বটা গত সপ্তাহেই আরেকবার প্রকাশ্যে এসেছে, যখন ৫ আগস্ট নয়াদিল্লিতে ফরেন করেসপন্ডেন্টস ক্লাবের এক আয়োজনে অডিও-বার্তায় হাসিনা ঘোষণা দেন, ডিসেম্বরে তিনি দেশে ফিরবেন—মৃত্যুদণ্ডাদেশ মাথায় নিয়েও। ঢাকার পররাষ্ট্র মন্ত্রণালয় তাৎক্ষণিক বিবৃতিতে এই আয়োজনকে দ্বিপাক্ষিক সম্পর্কের জন্য "ক্ষতিকর" আখ্যা দেয়। বিএনপি নেতারাও প্রশ্ন তোলেন, দুই বছর পার হওয়ার পরও ভারত কেন তাঁকে এই মঞ্চ দিল। ভারত অবশ্য বরাবরের মতোই আনুষ্ঠানিক দূরত্ব বজায় রেখেছে—বলেছে, এটি বেসরকারি আয়োজন, সরকারের কোনো সম্পৃক্ততা নেই, আর হাসিনাকে আশ্রয় দেওয়া হয়েছিল নিছক নিরাপত্তাজনিত কারণে, রাজনৈতিক কারণে নয়। তবে কূটনীতির ভাষায় নীরবতাও একধরনের বার্তা—ভারত তাঁকে থামায়নি, ফেরতও পাঠায়নি। এখানেই আসলে বাংলাদেশ-ভারত সম্পর্কের আসল পরীক্ষা। প্রতিবেশী রাষ্ট্র হিসেবে ভারত সত্যিই যদি নতুন সরকারের সঙ্গে সম্পর্ক এগিয়ে নিতে আন্তরিক হয়, তবে যাঁর বিরুদ্ধে দেশের নিজস্ব আদালতে মানবতাবিরোধী অপরাধের রায় ঘোষিত হয়েছে, তাঁকে রাজনৈতিক মঞ্চ ব্যবহারের সুযোগ দেওয়াটা কীভাবে সেই আন্তরিকতার সঙ্গে সামঞ্জস্যপূর্ণ হয়?

বাস্তবতা হলো, দক্ষিণ এশিয়ার ভূরাজনীতিতে বাংলাদেশ ও ভারতের একে অপরকে ছাড়া চলার সুযোগ সীমিত। সবকিছুতেই দুই দেশ পরস্পরের ওপর গভীরভাবে নির্ভরশীল। তাই তারেক রহমান ও নরেন্দ্র মোদির মধ্যে সরাসরি সংলাপের যে সম্ভাবনার কথা কূটনীতিকরা বলছেন, তা নিছক সৌজন্যতার বাইরে গিয়ে বাস্তব ফলাফলে রূপ নিলে তা দুই দেশের জন্যই মঙ্গলজনক হবে। কিন্তু সেই সংলাপ অর্থবহ হতে হলে ভারতকে স্পষ্ট করতে হবে, হাসিনাকে ঘিরে তাদের অবস্থান আসলে কী — নিছক মানবিক আশ্রয়, নাকি ভবিষ্যতের কোনো রাজনৈতিক বিকল্প হিসেবে রেখে দেওয়ার কৌশল। যত দিন এই প্রশ্নের স্বচ্ছ উত্তর না মেলে, তত দিন ঢাকা-দিল্লি সম্পর্কের ওপর জমে থাকা বরফ হয়তো কিছুটা গলবে রোদের ছোঁয়ায়, কিন্তু পুরোপুরি গলে যাওয়ার আগে বারবার তা জমে যাওয়ার আশঙ্কাও থেকে যাবে।

রেমিট্যান্সের আড়ালে যেন হারিয়ে না যায় মানুষের জীবন

আবু আহমেদ ফয়জুল কবির

রিয়াদে একটি সোফা তৈরির কারখানায় আগুন লেগেছিল ৯ আগস্ট। সংবাদ মাধ্যমে জানা যায়, সেই আগুন কেড়ে নিয়েছে ১৬ জন বাংলাদেশি অভিবাসী শ্রমিকের প্রাণ। কারখানায় মোট ১৭ জন বাংলাদেশি শ্রমিক কাজ করতেন। এর মধ্যে হাবিবুর রহমান নামের একজন শ্রমিক ঘটনার সময় কারখানার বাইরে থাকায় দুর্ঘটনা থেকে বেঁচে গেছেন।

এমন মর্মান্তিক ঘটনার পর আমাদের স্বাভাবিক মনোযোগ রয়েছে নিহতদের পরিচয়, মরদেহ দেশে ফিরিয়ে আনা, ক্ষতিগ্রস্ত পরিবারকে সহায়তা এবং ক্ষতিপূরণের দিকে। এসব অবশ্যই জরুরি। কিন্তু এর পাশাপাশি আরও একটি প্রশ্ন করা দরকার– বিদেশে কর্মরত বাংলাদেশি অভিবাসী শ্রমিকের জীবন ও নিরাপত্তার দায় কার?

প্রশ্নটি আরও গুরুত্বপূর্ণ হয়ে ওঠে অভিবাসী শ্রমিককে আমরা প্রায়ই অর্থনীতির একটি সংখ্যা হিসেবে দেখি। তারা বিদেশে যান, কঠোর পরিশ্রম করেন এবং দেশে রেমিট্যান্স পাঠান। সেই অর্থ আমাদের অর্থনীতিকে সচল রাখে, বৈদেশিক মুদ্রার রিজার্ভে অবদান রাখে, অসংখ্য পরিবারের জীবনযাত্রা বদলে দেয়। কিন্তু যে মানুষটি এই অর্থ পাঠান, তাঁর নিজের জীবন, নিরাপত্তা ও মর্যাদা যেন সেই হিসাবের আড়ালে হারিয়ে না যায়।

রিয়াদের এই অগ্নিকাণ্ডের ঘটনায় জানতে হবে কারখানাটিতে অগ্নিনিরাপত্তার ব্যবস্থা কেমন ছিল? পর্যাপ্ত জরুরি বহির্গমনপথ ছিল কিনা? অগ্নিনির্বাপণ ব্যবস্থা কার্যকর ছিল কিনা? কারখানায় দাহ্য পদার্থের ব্যবহার এবং বৈদ্যুতিক ব্যবস্থাপনার ঝুঁকি যথাযথভাবে মূল্যায়ন করা হয়েছিল কিনা?

অভিবাসী শ্রমিক যে দেশে কাজ করেন, সেই গন্তব্য দেশের দায়িত্ব এ ধরনের ঘটনায় সবচেয়ে বেশি। রিয়াদে যা ঘটেছে সেখানে কর্মক্ষেত্রের নিরাপত্তা নিশ্চিত করার প্রধান দায়িত্ব বর্তায় সৌদি রাষ্ট্র এবং সংশ্লিষ্ট নিয়োগকর্তার। তবে এর অর্থ এই নয় যে, শ্রমিক পাঠানো দেশ হিসেবে বাংলাদেশের কোনো দায় নেই। বরং নিরাপদ অভিবাসন নিশ্চিত করার দায়িত্ব শুরু হওয়া উচিত একজন শ্রমিক বিদেশে যাওয়ার আগেই।

একজন শ্রমিক কোথায় যাচ্ছেন, কী কাজ করবেন, তাঁর নিয়োগকর্তা কে, কর্মক্ষেত্রের ঝুঁকি কী, বেতন ও কর্মঘণ্টা কত, থাকার ব্যবস্থা কেমন– এসব তথ্য তাঁকে স্পষ্টভাবে জানানো প্রয়োজন। তিনি যে নিয়োগ চুক্তিতে সম্মতি দিচ্ছেন, সেটি তিনি বুঝতে পারছেন কিনা, নিয়োগের নামে তাঁর কাছ থেকে অতিরিক্ত অর্থ নেওয়া হচ্ছে কিনা, বিদেশে গিয়ে চুক্তির শর্ত পরিবর্তন হওয়ার আশঙ্কা আছে কিনা– এসবও নিরাপদ অভিবাসনের অংশ।

আন্তর্জাতিক শ্রম সংস্থা (আইএলও) কর্মক্ষেত্রে নিরাপত্তা ও স্বাস্থ্যকে শ্রমিকের মৌলিক অধিকারের অংশ হিসেবে স্বীকৃতি দিয়েছে। কর্মক্ষেত্রে নিরাপত্তা একজন শ্রমিকের মৌলিক অধিকার। অভিবাসী শ্রমিকদের ক্ষেত্রে বিষয়টি আরও গুরুত্বপূর্ণ। ভাষাগত সীমাবদ্ধতা, স্থানীয় আইন ও প্রশাসনিক কাঠামো সম্পর্কে অজ্ঞতা, নিয়োগকর্তার ওপর অতিরিক্ত নির্ভরশীলতা এবং অনিরাপদ আবাসন ও কর্মপরিবেশ তাদের ঝুঁকি বাড়িয়ে দেয়।

১৬ জন শ্রমিকের মৃত্যুতে তাদের পরিবার শুধু প্রিয় একজন মানুষকে হারায়নি; অনেক পরিবার হারিয়েছে

> একজন শ্রমিক বিদেশে যান শুধু নিজের জন্য নয়। তাঁর আয়ের সঙ্গে একটি পরিবার, কখনও একটি পুরো প্রজন্মের ভবিষ্যৎ জড়িয়ে থাকে। তাঁর পাঠানো অর্থ দেশের অর্থনীতিতে অবদান রাখে। কিন্তু তাঁর জীবনকে কোনোভাবেই সেই অর্থের পরিমাণ দিয়ে মূল্যায়ন করা যায় না।

তাদের প্রধান বা একমাত্র উপার্জনক্ষম ব্যক্তিকে। ফলে মরদেহ দেশে ফিরিয়ে আনা বা এককালীন কিছু আর্থিক সহায়তা দিয়ে রাষ্ট্রের দায়িত্ব শেষ হবে না। নিহতদের পরিবারকে যথাযথ ও ন্যায্য ক্ষতিপূরণ নিশ্চিত করার জন্য বাংলাদেশ সরকারকে সৌদি কর্তৃপক্ষ ও সংশ্লিষ্ট নিয়োগকর্তার সঙ্গে কার্যকরভাবে উদ্যোগ নিতে হবে। কর্মক্ষেত্রে নিরাপত্তার ঘাটতি, অবহেলা বা আইন লঙ্ঘনের প্রমাণ পাওয়া গেলে দায়ী ব্যক্তি বা প্রতিষ্ঠানের কাছ থেকে আইনানুগ ক্ষতিপূরণ আদায়ের বিষয়টি নিশ্চিত করতে হবে।

একই সঙ্গে বাংলাদেশ সরকারের নিজস্ব সহায়তার ব্যবস্থাও করতে হবে। নিহত শ্রমিকদের পরিবারকে শুধু তাৎক্ষণিক আর্থিক অনুদান নয়, প্রয়োজন অনুযায়ী দীর্ঘমেয়াদি সামাজিক সুরক্ষা, সন্তানদের শিক্ষা, পরিবারের পুনর্বাসন এবং জীবিকার সুযোগ তৈরির বিষয়টি বিবেচনায় নেওয়া উচিত। কারণ ক্ষতিপূরণ কোনো দয়া বা অনুগ্রহ নয়। কর্মক্ষেত্রে অবহেলা বা নিরাপত্তার ঘাটতির কারণে একজন শ্রমিকের মৃত্যু হলে তার পরিবারের ন্যায্য প্রতিকার পাওয়ার অধিকার রয়েছে।

অভিবাসী শ্রমিকের অধিকারকে শুধু মজুরি পাওয়ার অধিকার হিসেবে দেখলে বিষয়টির বড় অংশই বাদ পড়ে যায়। নিরাপদ ও স্বাস্থ্যকর কর্মপরিবেশ, ন্যায্য মজুরি, নির্ধারিত কর্মঘণ্টা, বৈষম্য থেকে সুরক্ষা, চিকিৎসা ও সামাজিক সুরক্ষা, মর্যাদাপূর্ণ আচরণ, অভিযোগ করার সুযোগ এবং অধিকার লঙ্ঘিত হলে কার্যকর প্রতিকার পাওয়ার অধিকার– সবই তাঁর শ্রমিক অধিকার ও মানবাধিকারের অংশ।

রিয়াদে ১৬ জন শ্রমিকের মৃত্যু তাই আমাদের অভিবাসন ব্যবস্থার দিকে নতুন করে তাকানোর দাবি তৈরি করেছে। শুধু সৌদি আরবের ওই কারখানায় কী ঘটেছিল, তা জানলেই দায়িত্ব শেষ হবে না। বাংলাদেশ থেকে প্রতিবছর বিশ্বের বিভিন্ন দেশে যাওয়া শ্রমিকদের নিয়োগ প্রক্রিয়া, কর্মক্ষেত্রের নিরাপত্তা এবং অধিকার সুরক্ষার সামগ্রিক কাঠামো কতটা কার্যকর– সেই প্রশ্নও সামনে আনতে হবে। একজন শ্রমিক বিদেশে যান শুধু নিজের জন্য নয়। তাঁর আয়ের সঙ্গে একটি পরিবার, কখনও একটি পুরো প্রজন্মের ভবিষ্যৎ জড়িয়ে থাকে। তাঁর পাঠানো অর্থ দেশের অর্থনীতিতে অবদান রাখে। কিন্তু তাঁর জীবনকে কোনোভাবেই সেই অর্থের পরিমাণ দিয়ে মূল্যায়ন করা যায় না।

আমরা প্রায়ই অভিবাসী শ্রমিকদের 'রেমিট্যান্সযোদ্ধা' বলে অভিহিত করি। এই অভিধা তাদের অবদানের স্বীকৃতি হতে পারে। কিন্তু একজন মানুষকে শুধু তাঁর অর্থনৈতিক অবদানের ভিত্তিতে মূল্যায়ন করা যায় না। তিনি তার চেয়েও বেশি– তিনি একজন নাগরিক, একজন শ্রমিক এবং সর্বোপরি একজন অধিকারসম্পন্ন মানুষ।

রিয়াদের আগুনে ১৬ জন বাংলাদেশি শ্রমিকের মৃত্যু তাই কেবল একটি মর্মান্তিক দুর্ঘটনা হিসেবে আমাদের স্মৃতিতে থেকে গেলে চলবে না। তাদের মৃত্যু থেকে আমাদের একটি শিক্ষা নিতে হবে– অভিবাসী শ্রমিকের নিরাপত্তা কোনো অতিরিক্ত সুবিধা নয়; এটি তাঁর অধিকার। আর সেই অধিকার নিশ্চিত করা নিয়োগকর্তা, অভিবাসী শ্রমিক গ্রহণকারী ও প্রেরণকারী রাষ্ট্রের।

বাংলাদেশ সরকারের কাছে তাই প্রত্যাশা থাকবে, নিহত ১৬ শ্রমিকের পরিবারকে যথাযথ আর্থিক সহায়তা ও ন্যায্য ক্ষতিপূরণ নিশ্চিত করার পাশাপাশি তাদের পরিবারের দীর্ঘমেয়াদি সামাজিক নিরাপত্তার বিষয়টি বিবেচনায় নেওয়া হবে। একই সঙ্গে সৌদি কর্তৃপক্ষের সঙ্গে সমন্বয় করে এই অগ্নিকাণ্ডের নিরপেক্ষ তদন্ত, দায় নির্ধারণ এবং ক্ষতিগ্রস্ত পরিবারগুলোর ন্যায্য প্রতিকার নিশ্চিত করতে কার্যকর উদ্যোগ নেওয়া হবে।

পুতিন কি মৃত্যুকে জয় করতে পারবেন

মইনুল হাসান

রাশিয়ার প্রেসিডেন্ট ভ্লাদিমির পুতিন আজকাল রাতে খুব ভালো ঘুমাতে পারেন না। ঠিক কোথায়, কখন, কোন স্থানে তিনি রাতে ঘুমাবেন, তা তিনি তাঁর খুব ঘনিষ্ঠজনদেরও জানতে দেন না।

সেই ২০২২ সালের ২৪ ফেব্রুয়ারি বিনা উসকানিতে বিশাল এক বাহিনী নিয়ে ইউক্রেন দখলে নিতে সর্বাত্মক আগ্রাসন চালান। ভেবেছিলেন সপ্তাহ না ঘুরতেই আক্রান্ত দেশটিতে সদম্ভে রাশিয়ার পতাকা ওড়াবেন। অথচ সেই অসম যুদ্ধ আজ পাঁচ বছরে পা রেখেছে। দেশটিকে পদানত করার উদগ্র স্বপ্ন আজ দুঃস্বপ্নে পরিণত হয়েছে। এমন দীর্ঘ, ব্যয়বহুল এবং রক্তক্ষয়ী যুদ্ধের কারণে দিনে দিনে তাঁর নিজের দেশেই অসন্তোষ আর অনাস্থা বেড়ে চলছে। উচ্চ বেতনের লোভ দেখিয়েও সামরিক বাহিনীতে টানতে সে দেশের নাগরিকদের উৎসাহিত করতে পারছেন না। সেনা কর্মকর্তাদের চোখের ভাষা বদলে গেছে। তাঁর খুব কাছের লোকজনদের মধ্যেও একধরনের অস্বাভাবিক অস্থিরতা তিনি লক্ষ করছেন। ব্যক্তিগত বাবুর্চি, গৃহকাজে নিযুক্ত কর্মচারী, এমনকি তাঁর দেহরক্ষীদের ওপর তিনি আস্থা রাখতে পারছেন না। অদৃশ্য মৃত্যুভয় সারাক্ষণ তাঁকে তাড়া করে বেড়াচ্ছে।

তাই তিনি ঠিক করেছেন, 'মৃত্যু' নামক অদৃশ্যে থাকা ঘাতককে ঘায়েল করবেন। বেঁচে থাকবেন অনন্তকাল। ওয়াল স্ট্রিট জার্নালের প্রতিবেদন অনুযায়ী তিনি ২ হাজার ৮০০ কোটি ডলারের এক উচ্চাভিলাষী এবং বিতর্কিত বিশাল বাজেটের জাতীয় কর্মসূচি অনুমোদন করেছেন। মৃত্যুকে ঠেকাতে না পারলেও ক্রেমলিনের অভেদ্য প্রাচীরের আড়ালে অন্তত দীর্ঘ এক জীবন বাঁচার আকুতিতে এই বিশাল অর্থের বৈজ্ঞানিক কর্মসূচির আয়োজন করেছেন। চিরযৌবন লাভের মোহে তিনি আচ্ছন্ন। তবে আনুষ্ঠানিকভাবে জানানো হয়েছে যে এই মহাপ্রকল্পের উদ্দেশ্য হলো রাশিয়ানদের গড় আয়ু উল্লেখযোগ্যভাবে বৃদ্ধি করা। অনন্ত যৌবন লাভের মোক্ষম উপায় বের করার উচ্চাভিলাষী প্রকল্পের প্রধান পদে নিয়োগ দিয়েছেন নিজ কন্যা এবং এন্ডোক্রাইনোলজিস্ট (অন্তঃক্ষরা গ্রন্থি ও হরমোন বিশেষজ্ঞ) মারিয়া ভোরন্তসোভাকে। তাঁর সঙ্গে রয়েছেন রুশ পদার্থবিজ্ঞানী মিখাইল কোভালচুক। কোভালচুক মনে করেন, অদূর ভবিষ্যতে বিজ্ঞান এমন পর্যায়ে পৌঁছাবে, যেখানে মানুষের ক্ষতিগ্রস্ত অঙ্গ মেরামত কিংবা প্রতিস্থাপন করা সহজেই সম্ভব হবে।

এখন প্রশ্ন উঠেছে, তিনি আর কত দিন, কত বছর বাঁচতে চান? কী করে তা সম্ভব?

পুতিন জন্মগ্রহণ করেছেন ১৯৫২ সালের ৭ অক্টোবর। সে হিসাবে এ বছর অক্টোবরে তিনি ৭৪ বছর পূর্ণ করে ৭৫-এ পা রাখবেন। ৭৪-এর দোরগোড়ায় এসেও তিনি সুঠাম দেহের মানুষ। চেহারায় তারুণ্যের ছাপ। সাধারণ মানুষের থেকে অনেক বেশি কর্মঠ। কঠিন পরিশ্রমের খেলাধুলায় তাঁকে হারানো প্রায় অসম্ভব। নিয়মিত শিকারে যান গহিন বনে। তেজি ঘোড়ায় সওয়ার হয়ে তীব্র গতিতে ছুটে যান মাইলের পর মাইল, তরতর করে উঠে যান উঁচু পাহাড়ে। জল কাঁপিয়ে সাঁতার কাটেন হিম ঠান্ডা পানিতে। বরফের পিচ্ছিল এবং কঠিন আচ্ছাদনের ওপর হকির ব্যাটে সজোরে বল ঠুকে দেন। নিয়মিত শরীরচর্চায় মোটেও শৈথিল্য নেই। এককথায় বলা চলে প্রাণশক্তিতে ভরপুর পুতিন পৃথিবী থেকে বিদায় নিতে চান না। পুতিন অবশ্য নিজের অলক্ষ্যে এমন বাসনার কথা প্রকাশ করে ফেলেছেন।

২০২৫ সালের সেপ্টেম্বরে বেইজিংয়ে এক সামরিক কুচকাওয়াজের সময় পুতিন ও চীনা প্রেসিডেন্ট সি চিন পিংয়ের মধ্যেকার একটি ব্যক্তিগত আলাপচারিতার সময়ে তাঁদের সামনে থাকা মাইকটি চলছিল। পুতিন তা খেয়াল করেননি। পুতিন বলছিলেন, জৈবপ্রযুক্তির উন্নতির সঙ্গে সঙ্গে মানুষের অঙ্গ ক্রমাগত প্রতিস্থাপন করা সম্ভব হবে, যার ফলে মানুষ আরও তরুণ থাকতে পারবে, এমনকি অমরও হতে পারবে। জবাবে সি চিন পিং বলেছিলেন, এই শতাব্দীতে মানুষ ১৫০ বছর পর্যন্ত বাঁচতে পারবে। তাঁদের দুজনার এমন

কথাবার্তা বেশ স্পষ্ট শুনতে পাওয়া গেছে।

পরবর্তী সময়ে সংবাদ সম্মেলনে এই কথোপকথনের বিষয়টি নিশ্চিত করে পুতিন বলেন, আধুনিক চিকিৎসাব্যবস্থা ও অঙ্গ প্রতিস্থাপন প্রযুক্তি মানবজাতির সক্রিয় আয়ুষ্কাল উল্লেখযোগ্যভাবে বাড়ানোর আশা জাগাচ্ছে।

পুতিন অমরত্বকে ছুঁতে না পারলেও প্রকৃতির নিয়মের ব্যত্যয় ঘটিয়ে দেহের খাঁচায় প্রাণকে ধরে রাখতে চান আরও বহুদিন, বহু বছর। তিনি তা পারবেন কি না, সে সম্পর্কে এখনই ভবিষ্যদ্বাণী না করা গেলেও এ কথা সত্য যে ভ্লাদিমির পুতিন ক্রেমলিনের মসনদ নিজের দখলে রাখার দীর্ঘতম রেকর্ড সৃষ্টিতে সক্ষম হয়েছেন। তিনি একাধারে রাশিয়ার প্রেসিডেন্ট এবং প্রধানমন্ত্রী হিসেবে সেই ১৯৯৯ থেকে দোর্দণ্ড প্রতাপে দাপিয়ে বেড়াচ্ছেন অভ্যন্তরীণ এবং আন্তর্জাতিক রাজনৈতিক মঞ্চ। ২৭ বছর ধরে রাশিয়ার ক্ষমতার শীর্ষে থেকে পৃথিবীকে হাতের মুঠোয় নিতে স্বপ্ন দেখছেন। জোসেফ স্তালিন ক্ষমতায় ছিলেন ২৪ বছর (১৯২৯-১৯৫৩)। আর আয়ু পেয়েছিলেন ৭০ বছর।

তাঁর আমলে, এই দীর্ঘ সময়ে ইতিমধ্যে সাবেক হয়ে গেছেন পাঁচজন মার্কিন প্রেসিডেন্ট বিল ক্লিনটন, জর্জ বুশ জুনিয়র, বারাক ওবামা, ডোনাল্ড ট্রাম্প এবং জো বাইডেন। প্রেসিডেন্ট নির্বাচিত হয়ে বর্তমানে ডোনাল্ড ট্রাম্প দ্বিতীয় মেয়াদে হোয়াইট হাউসের বাসিন্দা হয়েছেন। কিন্তু পুতিন ক্রেমলিন ছাড়েননি, অদূর ভবিষ্যতেও ছেড়ে যাবেন, তেমন লক্ষণ দেখা যাচ্ছে না। ২০২০ সালে সাংবিধানিক সংশোধনী করিয়ে নিয়ে ২০৩৬ সাল পর্যন্ত ক্ষমতায় থাকার আইনি বৈধতা নিশ্চিত করেছেন। ২০৩৬ সালে পুতিনের বয়স হবে ৮৪ বছর। পুতিন খুব দক্ষতার সঙ্গে গণতন্ত্রের আলখেল্লা গায়ে চড়িয়ে একনায়কতন্ত্র কায়েম করে যুগের পর যুগ ক্ষমতার মসনদটি নিজেদের দখলে রাখতে পেরেছেন। ছলে-বলে-কৌশলে জনগণকে পাশ কাটিয়ে নির্বাচনে জয়ী হয়েছেন। তাঁর কাছে জনগণ মুখ্য নয়, মুখ্য হচ্ছে ক্ষমতার 'তালগাছ' নিজের দখলে থাকতে হবে, তা।

ইতিমধ্যে অঢেল অর্থ, বৈভবেও নিজেকে বিশ্বের অতি ধনীদের কাতারে প্রতিষ্ঠিত করতে পেরেছেন। ফরচুন ম্যাগাজিনের এক প্রতিবেদন থেকে জানা যায় যে সিকি শতাব্দী সময়ে পুতিন আয়ত্তে নিয়েছেন ২০ বাড়ি, ৭০০ গাড়ি, ৫৮ উড়োজাহাজসহ আরও বহু সম্পদ। বিভিন্ন প্রতিবেদন অনুসারে পুতিনের ব্যক্তিগত সম্পত্তির মূল্য ২ হাজার কোটি ডলার বা বাংলাদেশি মুদ্রায় প্রায় ২ লাখ ১৯ হাজার কোটি টাকা। তাঁর দখলে থাকা ৭১ কোটি ৬০ লাখ ডলারের একটি অতি বিলাসবহুল উড়োজাহাজের কথাও শোনা যায়। অনেকে কৌতুক করে এই জেট প্লেনকে ডাকেন 'উড়ন্ত ক্রেমলিন'।

জনস হপকিন্স বিশ্ববিদ্যালয়ের গবেষক পিটার পোমেরান্তসেভ আগেই লিখেছিলেন যে 'প্রচণ্ড মৃত্যুভীতি' ক্রেমলিনের লৌহমানবটিকে তাড়িয়ে বেড়াচ্ছে। রাশিয়া-ইউক্রেন যুদ্ধে লাখ লাখ মানুষের রক্তের সাগরে হাবুডুবু খেয়েও ভ্লাদিমির পুতিন যখন জয়ের দেখা পাচ্ছেন না, তখন স্বাভাবিকভাবেই প্রশ্ন উঠতে শুরু করেছে, শেষ পর্যন্ত পুতিন কি মৃত্যুকে জয় করতে পারবেন?

সাইবার জালিয়াতির ভয়াবহ ফাঁদ

আলম শাইন

মাস কয়েক আগের কথা। আমার ঘনিষ্ঠ আত্মীয় একদিন মন খারাপ করে আমাকে জানালেন তার এক তিক্ত অভিজ্ঞতার কথা। বিকাশের বড় কর্মকর্তা সেজে এক সুচতুর লোক তাকে ফোন করে এমন বিশ্বস্ততার সঙ্গে কথা বললেন যে তিনি সরল বিশ্বাসে নিজের ওটিপি নম্বরটি বলে দিলেন। অমনি চোখের পলকেই তার হিসাব থেকে হাজার হাজার টাকা উধাও হয়ে গেল। যখন হুঁশ হলো, ততক্ষণে উপলব্ধি করলেন, তিনি সুপরিকল্পিত ডিজিটাল প্রতারণার ফাঁদে পড়েছেন।

এ ধরনের ঘটনা এখন আর কোনো বিচ্ছিন্ন বিষয় নয়; বরং আমাদের যাপিত জীবনের চলমান বাস্তবতা। প্রতিদিন দেশের কোনো না কোনো প্রান্তে অসংখ্য মানুষ এমন সাইবার জালের শিকার হচ্ছেন। কেউ হয়তো সরল বিশ্বাসে নিজের জমানো টাকা হারাচ্ছেন, আবার কেউ নিজের ফেসবুক বা সামাজিক যোগাযোগমাধ্যমের নিয়ন্ত্রণ হারিয়ে সামাজিকভাবে হেয় প্রতিপন্ন হচ্ছেন। বিশেষ করে প্রেমের ফাঁদ কিংবা বড় ধরনের চাকরির প্রলোভন দেখিয়ে যেভাবে সাধারণ মানুষের পকেট খালি করা হচ্ছে, তা রীতিমতো আঁতকে ওঠার মতো। এই ডিজিটাল জমানায় প্রতারক চক্র এখন দূর থেকেই একটি অদৃশ্য বার্তার মাধ্যমে একজন মানুষের সারা জীবনের সঞ্চয় লুটে নিতে পারে, যা আমাদের বর্তমান সমাজব্যবস্থায় এক নিত্যনৈমিত্তিক দুঃস্বপ্নে পরিণত হয়েছে।

প্রতারকদের কৌশলী জাল এখন এনআইডি অফিস কিংবা আইনশৃঙ্খলা রক্ষাকারী বাহিনীর কল সেন্টার পর্যন্ত বিস্তৃত। তাদের কণ্ঠের সেই সুনিপুণ অভিনয় আর বিশ্বাসযোগ্য বাচনভঙ্গি সাধারণ মানুষকে মুহূর্তেই বিভ্রান্ত করে ফেলে। 'আপনার এনআইডি কার্ডে সমস্যা আছে' কিংবা 'আপনার হিসাবটি এখনই যাচাই না করলে বন্ধ হয়ে যাবে' এমন সব ভয় দেখিয়ে তারা মানুষের মস্তিষ্ক দখল করে নেয়। আর বিপদে পড়ার সেই তীব্র আতঙ্কে মানুষ যখন হিতাহিত জ্ঞান হারিয়ে ওটিপি বা পাসওয়ার্ড বলে দেয়, তখনই ঘটে যায় সেই অপূরণীয় ক্ষতি।

সবচেয়ে আশঙ্কার কথা হলো, এই ডিজিটাল আগ্রাসনে এখন যুক্ত হয়েছে কৃত্রিম বুদ্ধিমত্তার অপব্যবহার। 'ডিপফেক' প্রযুক্তির মাধ্যমে প্রিয়জনের কণ্ঠ হুবহু নকল করে যখন কেউ বিপদের কথা বলে টাকা চায়, তখন না বলা অসম্ভব হয়ে দাঁড়ায়। তাই বলা যায়, একসময় চোর আসত রাতের অন্ধকারে সিঁদ কেটে, আর এখন চোর হাতের মুঠোয় থাকা স্মার্টফোনের মাধ্যমেই অন্দরে ঢুকে পড়ছে। এই নতুন ধরনের প্রতারণা কেবল আর্থিক ক্ষতিই করে না, এটি মানুষের বিশ্বাসকেও নাড়িয়ে দেয়। যখন একজন মানুষ তার প্রিয়জনের কণ্ঠস্বর শুনে প্রতারিত হন, তখন সেই আঘাত কেবল টাকার অঙ্কে মাপা যায় না, মানসিকভাবে সমস্যায় পড়েন।

এই ভয়াবহ পরিস্থিতির মূলে রয়েছে আমাদের ডিজিটাল সচেতনতার অভাব। আমরা স্মার্টফোন ব্যবহার করতে শিখেছি ঠিকই, কিন্তু এর নিরাপদ ব্যবহার আজও আমাদের অজানা। অনেকেই পাসওয়ার্ড হিসেবে নিজের জন্মতারিখ বা অতি সহজ কিছু সংখ্যা ব্যবহার করেন, যা প্রতারকদের কাজকে আরও সহজ করে তোলে। এই অসচেতনতার অন্ধকার দূর করা এখন সময়ের দাবি। কেবল ব্যক্তিগত সচেতনতাই নয়, আমাদের আইন প্রয়োগকারী সংস্থার সক্ষমতা বাড়ানো এবং বিদ্যমান সাইবার নিরাপত্তা আইনের কঠোর প্রয়োগ নিশ্চিত করাও অত্যন্ত জরুরি। অনেক ভুক্তভোগীই জানেন না কোথায় অভিযোগ করতে হবে, ফলে অপরাধীরা ধরাছোঁয়ার বাইরে থেকে আরও বেপরোয়া হয়ে উঠছে। এই আইনি দুর্বলতা এবং প্রয়োগের শিথিলতা প্রতারকদের আরও শক্তিশালী করে তুলছে, যা সমাজের জন্য এক অশনিসংকেত।

ডিজিটাল নিরাপত্তা আইন থাকলেও এর কার্যকর প্রয়োগের ক্ষেত্রে রয়েছে বিস্তর ফারাক। আইন আছে, কিন্তু তার সঠিক প্রয়োগের অভাবে অপরাধীরা বারবার পার পেয়ে যাচ্ছে। ভুক্তভোগীরা যখন আইনশৃঙ্খলা রক্ষাকারী বাহিনীর কাছে শরণাপন্ন হন, তখন অনেক সময় তাঁদের অভিযোগ গ্রহণ করতেও অনীহা দেখা যায়, অথবা প্রক্রিয়াটি এতটাই জটিল যে সাধারণ মানুষ মাঝপথেই হাল ছেড়ে দেন। ফলে অপরাধীরা আরও উৎসাহিত হয় এবং তাদের চক্র আরও শক্তিশালী হয়। এই পরিস্থিতি মোকাবিলায় শুধু আইনশৃঙ্খলা রক্ষাকারী বাহিনীর সক্ষমতা বাড়ালেই হবে না, বরং তাদের ডিজিটাল অপরাধ দমনে আধুনিক প্রশিক্ষণ এবং প্রযুক্তিগত সহায়তা প্রদান করা অত্যাবশ্যক। পাশাপাশি সাইবার অপরাধের শিকার ব্যক্তিদের জন্য একটি সহজবোধ্য এবং দ্রুত অভিযোগ নিষ্পত্তির ব্যবস্থা থাকা উচিত।

এই অন্ধকার থেকে উত্তরণের একমাত্র পথ হলো সচেতন হওয়া। এর জন্য স্কুল পর্যায় থেকেই আমাদের সন্তানদের ডিজিটাল দক্ষতার শিক্ষা দিতে হবে। তাদের শেখাতে হবে কীভাবে সন্দেহজনক লিংক চিনতে হয়, শক্তিশালী পাসওয়ার্ড তৈরি করতে হয় এবং ব্যক্তিগত তথ্য সুরক্ষিত রাখতে হয়। এই শিক্ষা কেবল পাঠ্যপুস্তকের মধ্যে সীমাবদ্ধ থাকলে চলবে না, বরং বাস্তব জীবনের উদাহরণ দিয়ে তাদের হাতে-কলমে শেখাতে হবে। অন্যদিকে ব্যাংক ও আর্থিক প্রতিষ্ঠানগুলোকে কেবল দায়সারা খুদে বার্তা পাঠিয়ে দায়িত্ব শেষ করলে চলবে না; বরং নিয়মিত প্রচারণা ও প্রশিক্ষণের মাধ্যমে গ্রাহকদের সুরক্ষিত রাখতে হবে। তাদের জন্য সহজ ভাষায় নিরাপত্তা নির্দেশিকা তৈরি করতে হবে এবং বিভিন্ন ডিজিটাল প্ল্যাটফর্মে সেগুলো প্রচার করতে হবে।

মনে রাখতে হবে, পরিবার থেকেই সচেতনতার এই লড়াই শুরু করতে হবে। তরুণ প্রজন্ম যদি তাদের পরিবারের বয়স্ক সদস্যদের প্রযুক্তির এই মারপ্যাঁচ বুঝিয়ে দেয়, তবে এই জালিয়াতির পথ অনেকটাই রুদ্ধ হবে। বর্তমানে অনেক পরিবারে তরুণ প্রজন্মই বয়স্কদের ডিজিটাল নিরাপত্তার বিষয়ে সহায়তা করছে, যা নিঃসন্দেহে একটি ইতিবাচক দিক। তবে শুধু পারিবারিক উদ্যোগেই নয়, সরকার, শিক্ষাপ্রতিষ্ঠান, আর্থিক প্রতিষ্ঠান ও গণমাধ্যমের সমন্বিত উদ্যোগেই সাইবার অপরাধ কার্যকরভাবে মোকাবিলা করা সম্ভব। এই সম্মিলিত প্রচেষ্টা ছাড়া সাফল্য আসবে না।

সাইবার অপরাধের ঝুঁকি সবার জন্য একরকম নয়। বয়স, পেশা ও প্রযুক্তিগত দক্ষতার ওপর নির্ভর করে ঝুঁকির ধরনও ভিন্ন হয়। বয়স্করা প্রযুক্তির সঙ্গে তুলনামূলক কম পরিচিত, তারা সহজেই প্রতারকদের কথায় বিশ্বাস করে ফেলেন। অন্যদিকে তরুণ ও শিক্ষার্থীরা চাকরি, স্কলারশিপ বা সহজে আয়ের প্রলোভনে বেশি প্রতারিত হন। নারীরা অনেক সময় ফেসবুক আইডি হ্যাক, ভুয়া পরিচয় ব্যবহার এবং ব্যক্তিগত ছবি বা তথ্য দিয়ে ব্ল্যাকমেইলের শিকার হন। তাই সচেতনতামূলক কার্যক্রম পরিচালনার সময় বিভিন্ন গোষ্ঠীর ভিন্ন ভিন্ন ঝুঁকি বিবেচনায় নেওয়া জরুরি। একটি সর্বজনীন সচেতনতা কর্মসূচির পাশাপাশি নির্দিষ্ট গোষ্ঠীর জন্য বিশেষায়িত কর্মসূচি গ্রহণ করা উচিত।

এই সমস্যা মোকাবিলার সবচেয়ে কার্যকর উপায় হলো জনসচেতনতা বৃদ্ধি এবং সংশ্লিষ্ট প্রতিষ্ঠানের সক্ষমতা উন্নয়ন। পাশাপাশি সরকার, ব্যাংক, শিক্ষাপ্রতিষ্ঠান ও পরিবার; সবার সমন্বিত উদ্যোগ অপরিহার্য। সম্মিলিতভাবে কাজ না করলে সাইবার অপরাধের বিস্তার আরও বাড়বে। তাই সময় থাকতে সতর্ক হওয়াই সবচেয়ে বুদ্ধিমানের কাজ। কারণ সাইবার জগতে একবার প্রতারণার শিকার হলে সেই ক্ষতি পূরণ করা অনেক ক্ষেত্রেই সম্ভব হয় না। নিরাপদ ডিজিটাল জীবন নিশ্চিত করতে হলে প্রতিটি পদক্ষেপে সচেতনতা ও সতর্কতার বিকল্প নেই। এটি শুধু ব্যক্তিগত দায়িত্ব নয়, বরং সামাজিক ও রাষ্ট্রীয় দায়িত্বও। আমাদের সম্মিলিত প্রচেষ্টাই পারে এই ডিজিটাল প্রতারণার ফাঁদ থেকে মানুষকে রক্ষা করতে এবং একটি নিরাপদ ও বিশ্বস্ত ডিজিটাল ভবিষ্যৎ গড়ে তুলতে। তবে মনে রাখতে হবে, ব্যক্তিগত সতর্কতাই এ ধরনের প্রতারণার বিরুদ্ধে সবচেয়ে কার্যকর সুরক্ষা।

লেখক: কথাসাহিত্যিক, পরিবেশ ও জলবায়ুবিষয়ক কলামিস্ট

আল্লাহর রাস্তায় বাঁধা দেওয়ার পরিণতি

মুফতি ইমতিয়াজ মাহমুদ

আল্লাহ মানুষকে সৃষ্টি করেছেন তাঁর ইবাদত করার জন্য এবং পৃথিবীতে তাঁর বিধান কায়েম করার জন্য। এ লক্ষ্যে যুগে যুগে অসংখ্য নবী-রাসূল পাঠিয়ে মানুষকে সত্য ও হেদায়াতের পথ দেখানো হয়েছে। কিন্তু শয়তানের প্ররোচনায় মানুষ বারবার হক্কের পথ থেকে বিচ্যুত হয়েছে, কখনো নিজে বিভ্রান্ত হয়েছে, কখনো অন্যদের এ পথে আসতে বাধা দিয়েছে। ফলে তারা শয়তানের মতোই অভিশপ্ত হয়ে জাহান্নামের উপযুক্ত হয়েছে। এই লেখায় দ্বীনের পথে বাধাদানের পরিণতি নিয়ে আলোচনা করা হলো।

শয়তানের এই ষড়যন্ত্রের সূচনা আদম আলাইহিস সালামের সময় থেকেই। আল্লাহ যখন সবাইকে আদমকে সিজদা করতে বলেন, ইবলীস অহংকারবশত তা অমান্য করে অভিশপ্ত শয়তানে পরিণত হয় (বাক্বারাহ: ৩৪)। আদমের কারণে নিজের মর্যাদাহানি হয়েছে মনে করে সে আদম ও তাঁর সন্তানদের চিরশত্রুতে পরিণত হয় এবং তাদের বিভ্রান্ত করার সংকল্প করে। এরপর সে আদম ও হাওয়াকে প্রতারণার ফাঁদে ফেলে, নানা কৌশলে তাদের বিশ্বাস অর্জন করে নিষিদ্ধ গাছের ফল খাওয়ায়, ফলে তাঁদের লজ্জাস্থান প্রকাশ পায় এবং পরে অনুতপ্ত হয়ে তাঁরা আল্লাহর কাছে ক্ষমা প্রার্থনা করেন (আ'রাফ: ২০-২২)। নূহ আলাইহিস সালামের সম্প্রদায়ের মধ্যেও শয়তান একই কৌশলে কাজ করে। সে সময়ে পাঁচজন সৎকর্মশীল ব্যক্তির স্মরণে তৈরি প্রতিকৃতিকে ধীরে ধীরে মূর্তিপূজায় রূপান্তরিত করে শয়তান মানুষকে ধোঁকা দেয়, প্রথমে ইবাদতে উৎসাহ সৃষ্টির অজুহাতে মূর্তি তৈরি করানো হয়, পরবর্তী প্রজন্ম সেগুলোকেই সরাসরি পূজা করতে শুরু করে। এভাবে পৃথিবীতে প্রথম মূর্তিপূজার সূচনা হয়।

বনী ইসরাঈলের ক্ষেত্রেও একই প্রতারণা দেখা যায়। মূসা আলাইহিস সালাম তূর পাহাড়ে চল্লিশ দিনের জন্য গেলে সামেরী নামক এক কপট ব্যক্তি সুযোগ বুঝে জিব্রীলের পদচিহ্নের বিশেষ মাটি ব্যবহার করে গলিত অলংকার থেকে একটি গো-বৎসের অবয়ব তৈরি করে, যা থেকে অদ্ভুত শব্দ বের হতো। সে সম্প্রদায়কে বিভ্রান্ত করে বলে, এটাই তাদের প্রকৃত উপাস্য, যা মূসা ভুলে গেছেন (ত্বোয়াহা: ৮৩-৯৭)। ফিরে এসে মূসা আলাইহিস সালাম অত্যন্ত ক্রুদ্ধ ও অনুতপ্ত হয়ে নেতৃত্বদানকারীদের কঠোর শাস্তি দেন এবং সামেরীকে আজীবনের জন্য লাঞ্ছনার শাস্তি দেন। বদর যুদ্ধের সময়ও ইবলীস মানুষের রূপ ধরে মুশরিকদের যুদ্ধে প্ররোচিত করেছিল এবং তাদের পক্ষ নেয়, কিন্তু ফেরেশতাদের উপস্থিতি দেখে ভয়ে পালিয়ে যায় এবং বলে, আমি তা দেখছি যা তোমরা দেখছ না, আমি আল্লাহকে ভয় করি (আনফাল: ৪৮)। এভাবে আদ, ছামূদ, কওমে লূত্ব, আহলে মাদইয়ান, ফিরাউন, কারূণ, হামান, শাদ্দাদ, আবরাহা, আবু জাহলসহ বহু প্রতাপশালী গোত্র ও শাসক আল্লাহর পথে বাধা দিয়েছে, কিন্তু কারো পরিণতিই শুভ হয়নি; আল্লাহ প্রত্যেককে দৃষ্টান্তমূলক শাস্তি দিয়ে ধ্বংস করে দিয়েছেন এবং তাদের ইতিবৃত্ত পরবর্তীদের জন্য শিক্ষা হিসেবে রেখে গেছেন।

দ্বীনের পথে বাধাদান মূলত আল্লাহর সুস্পষ্ট নিষেধাজ্ঞার লঙ্ঘন। দ্বীনে হক্কের কাজ মূলত আল্লাহর নির্দেশ, যা বাস্তবায়নে আল্লাহ ও তাঁর রাসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম বান্দাকে বিভিন্নভাবে তাগিদ দিয়েছেন। পাশাপাশি এই কাজে বাধা প্রদান করতে কঠোরভাবে নিষেধ করা হয়েছে। আল্লাহ মুমিনদের সতর্ক করে বলেছেন, পথে-ঘাটে বসে বিশ্বাসীদের হুমকি দেওয়া বা আল্লাহর পথে বাধা সৃষ্টি করে বক্রতা অনুসন্ধান করা থেকে বিরত থাকতে, এবং অতীতে সংখ্যায় অল্প থেকে বহু হওয়ার নে'আমত স্মরণ করে অনর্থকারীদের করুণ পরিণতি থেকে শিক্ষা নিতে (আ'রাফ: ৮৬)। যারা অহংকার ও লোকদেখানো উদ্দেশ্যে ঘর থেকে বের হয়ে আল্লাহর পথে বাধা দেয়, তাদের মতো না হতে নির্দেশ দেওয়া হয়েছে, কারণ তাদের সকল কার্যকলাপ আল্লাহর আয়ত্তে রয়েছে (আনফাল: ৪৭)। প্রকৃতপক্ষে দ্বীনের পথে বাধা সৃষ্টি করা একটি শয়তানী কাজ, যা মানব সৃষ্টির সূচনালগ্ন থেকে আজও অব্যাহত আছে। শয়তান মদ ও জুয়ার মাধ্যমে মানুষের মাঝে শত্রুতা ও বিদ্বেষ সৃষ্টি করে তাদের আল্লাহর স্মরণ ও সালাত থেকে বিরত রাখতে চায় (মায়েদাহ: ৯১), আর শয়তানের এই কাজে কিছু মানুষও সহযোগী হয়ে দ্বীনের পথে বাধা হয়ে দাঁড়ায়।

ইতিহাস সাক্ষী, আল্লাহর পথে বাধাদান বিশেষভাবে ইহুদী-নাছারাদের একটি অভ্যাসগত বৈশিষ্ট্য ছিল। তারা নবী-রাসূলগণকে অস্বীকার করার পাশাপাশি ঈমানদারদের দ্বীনের পথে বক্রতা সৃষ্টি করে বাধা দিত, যদিও তারা নিজেরাই এই পথের সত্যতা সম্পর্কে অবগত ছিল (আলে-ইমরান: ৯৯)। অনুরূপভাবে মুনাফিকরাও প্রকাশ্যে আল্লাহর পথে থাকার ভান করলেও প্রকৃতপক্ষে রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লামের নির্দেশনা থেকে সরে যেত (নিসা: ৬১)।

দ্বীনের পথে বাধাদানের পরিণতি অত্যন্ত ভয়াবহ। প্রথমত, এর ফলে বান্দা বহু কল্যাণ থেকে বঞ্চিত হয়। ইহুদীদের পাপাচার ও আল্লাহর পথে বাধাদানের কারণে তাদের জন্য পূর্বে হালাল থাকা বহু পবিত্র বস্তু হারাম করে দেওয়া হয়েছিল (নিসা: ১৬০)। দ্বিতীয়ত, বাধাদানকারী নিজেই সুদূর বিভ্রান্তিতে পতিত হয়, কারণ যারা কুফরী করে ও আল্লাহর পথে বাধা দেয় তারা সত্য পথ থেকে বহু দূরে সরে যায় (নিসা: ১৬৭, ইবরাহীম: ৩)। তৃতীয়ত, এটি একটি জঘন্য পাপ, যার জন্য পরকালে রয়েছে অপমানজনক শাস্তি (মুজাদালাহ: ১৬)। এমনকি সম্মানিত মাসে যুদ্ধ করার চেয়েও আল্লাহর পথে বাধাদান ও মসজিদে হারামে প্রবেশে বাধা দেওয়াকে অধিক গুরুতর পাপ বলা হয়েছে, আর ধর্মের ব্যাপারে ফেতনা সৃষ্টি করাকে হত্যার চেয়েও মহাপাপ বলা হয়েছে (বাক্বারাহ: ২১৭)।

চতুর্থত, আল্লাহর দ্বীনের পথে বাধাদান কুফরীর নামান্তর, কারণ যারা আল্লাহর পথে বাধা দেয় ও বক্রতা অনুসন্ধান করে তারা পরকাল সম্পর্কেও অবিশ্বাসী বলে আখ্যায়িত হয়েছে (আ'রাফ: ৪৫)। পঞ্চমত, এটি এমন এক অপরাধ যা তওবা ব্যতীত ক্ষমাযোগ্য নয়; যারা কুফরী অবস্থায় মৃত্যুবরণ করবে আল্লাহ কখনোই তাদের ক্ষমা করবেন না (মুহাম্মাদ: ৩৪)। ষষ্ঠত, এর জন্য রয়েছে কঠিন শাস্তি। মসজিদে হারামে প্রবেশে বাধাদানকারীদের আযাব থেকে রেহাই নেই (আনফাল: ৩৫), অন্যায়ভাবে মানুষের সম্পদ ভোগকারী ও আল্লাহর পথে বাধাদানকারী পন্ডিত-সংসারবিরাগীদের জন্য রয়েছে কঠোর আযাবের সংবাদ (তওবা: ৩৪), এবং অশান্তি সৃষ্টিকারীদের আযাবের উপর আযাব বৃদ্ধি করা হবে (নাহল: ৮৮, ৯৪)। মসজিদে হারাম থেকে মানুষকে বাধাদানকারীদের জন্যও রয়েছে যন্ত্রণাদায়ক শাস্তি (হজ্জ: ২৫)।

সপ্তমত, দ্বীনের পথে বাধাদানকারীরা যতই শক্তিশালী হোক না কেন, শেষ পর্যন্ত তাদের ব্যর্থতা ও পরাজয় বরণ করতেই হয়। আল্লাহ ঘোষণা করেছেন, যারা কুফরী করে ও আল্লাহর পথে বাধা সৃষ্টি করে তাদের সকল কর্ম তিনি ব্যর্থ করে দেন (মুহাম্মাদ: ১, ৩২)। অষ্টমত, দ্বীনের কাজে বাধা দিতে ব্যয়িত সম্পদও শেষ পর্যন্ত আফসোসের কারণ হয়ে দাঁড়ায়। যারা এ উদ্দেশ্যে ধন-সম্পদ ব্যয় করে, তাদের সেই ব্যয় শেষ পর্যন্ত পরাজয় ও অনুশোচনায় পর্যবসিত হয় এবং তারা জাহান্নামের দিকে তাড়িত হবে (আনফাল: ৩৬)।

বর্তমান যুগেও সুনামি, ভূমিকম্প, ভূমিধ্বসসহ বিভিন্ন প্রাকৃতিক বিপর্যয়ের মাধ্যমে আল্লাহ মানুষকে সতর্ক করেন, কিন্তু অধিকাংশ মানুষ তা থেকে শিক্ষা নেয় না; বিপদ কেটে গেলেই তারা অভ্যাসবশত আবার পূর্বের অবস্থায় ফিরে যায়। অথচ পবিত্র কুরআনে পূর্ববর্তী জাতিসমূহের ইতিহাস পরবর্তীদের জন্য স্পষ্ট উপদেশ হিসেবে রাখা হয়েছে, যাতে মানুষ সৎপথে ও দ্বীনের উপর অবিচল থাকতে পারে।

ব্যক্তিস্বার্থে, দলীয় স্বার্থে বা রাজনৈতিক উদ্দেশ্যে যারা আল্লাহর দ্বীনের পথে প্রতিবন্ধকতা সৃষ্টি করে, তারা সাময়িকভাবে সফল মনে হলেও প্রকৃতপক্ষে ইহকালে যেমন ক্ষতিগ্রস্ত হয়, তেমনি পরকালেও এই ক্ষমার অযোগ্য পাপের কারণে মুক্তি পাবে না। তাই আমাদের সতর্ক থাকা উচিত, যেন আমাদের কোনো কথা, কাজ বা আচরণে দ্বীনের প্রচার-প্রসারে বিঘ্ন না ঘটে; বরং হক্কের প্রচারে আমাদের সম্মিলিতভাবে এগিয়ে আসা কর্তব্য। আল্লাহ তাআলা আমাদের সবাইকে দ্বীনে হক্কের সেবায় আত্মনিয়োগ করার তাওফীক্ব দান করুন। আমীন!

খতীব, নূরে মদীনা জামে মসজিদ, সীতাকুণ্ড, চট্টগ্রাম

গোপন পাপ থেকে পরিত্রাণের উপায়

তানভীর ফুয়াদ

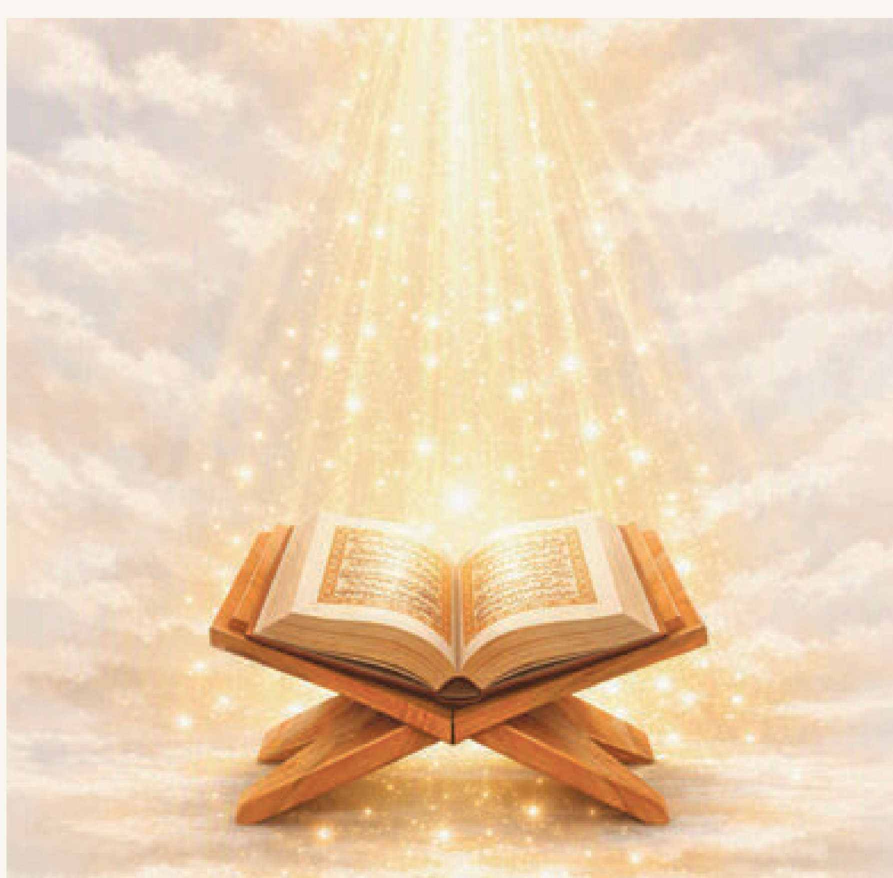

পার্থিব জীবনের এই সফরে আমরা সবাই পরকালের যাত্রী। এই পথে শয়তান প্রতিনিয়ত আমাদের পদস্খলনের চেষ্টায় লিপ্ত থাকে। মানুষের সামনে আমাদের আমল-আখলাক্ব ভালো দেখালেও নির্জনে আমাদের প্রকৃত স্বরূপ ফুটে ওঠে। লোকচক্ষুর অন্তরালে আল্লাহর অবাধ্যতা করার নামই গোপন পাপ, যা উইপোকার মতো তিল তিল করে গড়ে তোলা নেক আমলগুলোকে ভিতর থেকে কুরে কুরে খেয়ে ফেলে। তাই গোপন পাপ থেকে ঈমান ও আমল রক্ষা করা প্রত্যেক মুমিনের জন্য অপরিহার্য। নিচে এ থেকে পরিত্রাণের কয়েকটি কার্যকর উপায় তুলে ধরা হলো।

প্রথমত, তাক্বওয়ার সাথে একাকীত্ব নিয়ন্ত্রণ করা জরুরি। বর্তমান প্রযুক্তির যুগে গোপন পাপের সবচেয়ে সহজলভ্য হাতিয়ার আমাদের হাতের স্মার্টফোন। একাকীত্বের সুযোগ পেলেই শয়তান অন্তরে কুমন্ত্রণা দেয়। নির্জনে নিজেকে পাপমুক্ত রাখা কতটা কঠিন, তা স্মরণ করিয়ে দিয়ে ইমাম শাফেঈ বলেছেন, নির্জনে পরহেযগারিতা অবলম্বন করা সবচেয়ে কঠিন আমলগুলোর একটি (ইমাম শাফেঈ)। নির্জনে আল্লাহর পর্যবেক্ষণের ভয় অন্তরে জাগ্রত রাখাকে বলা হয় মুরাক্বাবা এই অনুভূতি যে, আল্লাহ সর্বদা আমাদের দেখছেন ও জানছেন। ইবনুল ক্বাইয়িম বলেন, আল্লাহর সর্বজ্ঞতা, সর্বদ্রষ্টা ও পর্যবেক্ষণকারী গুণের দাবি অনুধাবন করে জীবন পরিচালনা করলেই প্রকৃত মুরাক্বাবা অর্জিত হয় (ইবনুল ক্বাইয়িম)। আমরা রাস্তায় সিসিটিভি দেখলে সংযত হই, অথচ ভুলে যাই আল্লাহর কাছে আমাদের প্রতিটি কাজ অবিকল সংরক্ষিত থাকে। আল্লাহ বলেন, তিনি চোখের চোরাচাহনি ও অন্তরের গোপন বিষয়ও জানেন (মুমিন: ১৯)। ইমাম শাফেঈ কবিতায় বলেছেন, নির্জনে থাকলেও ভেবো না তুমি একা, বরং জেনো তোমার উপর একজন পর্যবেক্ষক রয়েছেন (ইমাম শাফেঈ)।

গোপন পাপের ভয়াবহতা হলো, এটি হৃদয় থেকে আল্লাহর প্রতি লজ্জা দূর করে দেয়। ইবনুল ক্বাইয়িম বলেন, যে ব্যক্তি গুনাহের সময় আল্লাহকে লজ্জা করে, আল্লাহও তাকে শাস্তি দিতে লজ্জাবোধ করবেন (ইবনুল ক্বাইয়িম)। তাবেঈ বেলাল ইবনু সা'দ সতর্ক করে বলেছেন, প্রকাশ্যে আল্লাহর বন্ধু সেজে গোপনে তাঁর শত্রুতা করা উচিত নয় (বেলাল ইবনু সা'দ)। দ্বিতীয়ত, ফেরেশতাদের উপস্থিতির অনুভূতি জাগ্রত রাখা প্রয়োজন। মানুষ নির্জনে ভাবে সে সম্পূর্ণ একা, অথচ সম্মানিত ফেরেশতারা সার্বক্ষণিক তার পাশে থাকেন। আল্লাহ বলেন, তোমাদের উপর সম্মানিত লেখক ফেরেশতা নিযুক্ত আছেন, যারা তোমাদের সব কাজ জানেন (ইনফিতার: ১০-১২)। হাসান বাছরী এর তাফসীরে বলেন, বান্দার কোনো আমলই তাদের কাছে গোপন থাকে না (হাসান বাছরী)। যেভাবে আমরা সম্মানিত ব্যক্তির সামনে গুনাহে লিপ্ত হওয়ার সাহস পাই না, তেমনি ফেরেশতাদের উপস্থিতি অনুভব করলে গোপন পাপের স্পৃহা দূর হয়ে যায়।

তৃতীয়ত, ছোট-খাটো পাপের ব্যাপারেও সতর্ক থাকা জরুরি। শয়তান প্রথমে ছোট পাপকে আকর্ষণীয় করে তোলে, অথচ ছোট ছিদ্রই বিশাল জাহাজ ডুবিয়ে দিতে পারে। বেলাল ইবনু সা'দ বলেন, গুনাহ ছোট কি না তা না দেখে, কার অবাধ্যতা করছ তা লক্ষ্য করো (বেলাল ইবনু সা'দ)। ইবনু বাত্তাল বলেন, মুমিনের উচিত সামান্য ভালো কাজকে অবহেলা না করা এবং সামান্য খারাপ কাজকেও তুচ্ছ জ্ঞান না করা, কারণ কোনটির জন্য আল্লাহ সন্তুষ্ট বা অসন্তুষ্ট হবেন তা জানা যায় না (ইবনু বাত্তাল)। ইমাম গাযালী আক্ষেপ করে বলেছেন, সালাফরা আমাদের আমল দেখলে বলতেন আমরা যেন হিসাবের দিনেই বিশ্বাস করি না (ইমাম গাযালী)। ডিজিটাল যুগে আমাদের গোপন পাপ যেমন কোনো হারাম ছবি বা ভিডিও শেয়ার করা মৃত্যুর পরও ইন্টারনেটে থেকে যায় এবং কবরে আযাব বাড়াতে থাকে। যুন-নূন আল-মিছরী বলেন, আল্লাহর ক্রোধ কোন অবাধ্যতায় লুকিয়ে আছে তা কেউ জানে না, তাই কোনো গুনাহকে তুচ্ছ মনে করা উচিত নয় (যুন-নূন আল-মিছরী)।

চতুর্থত, নিয়মিত আত্মসমালোচনা বা মুহাসাবা করা কর্তব্য। প্রতি রাতে ঘুমাতে যাওয়ার আগে নিজেকে জিজ্ঞেস করা উচিত, একাকীত্বের সুযোগে আজ আমরা আল্লাহর নযরদারীর মর্যাদা রেখেছি কি না। গুনাহ হয়ে থাকলে তাৎক্ষণিক তওবা করা এবং বেঁচে থাকলে আলহামদুলিল্লাহ বলে শুকরিয়া আদায় করা কর্তব্য। সাঈদ ইবনু জুবাইরকে জিজ্ঞেস করা হয়েছিল সবচেয়ে বড় ইবাদতগুযার কে, তিনি বলেছিলেন, যে ব্যক্তি অতীতের পাপের কথা স্মরণ করে নিজের নেক আমলকে তুচ্ছ মনে করে (সাঈদ ইবনু জুবাইর)। গোপন পাপ আমাদের হাজারো প্রকাশ্য নেক আমলের মাঝে সেই কালো দাগের মতো, যা লজ্জায় মাথা নত করে দেয় এবং অহংকার থেকে রক্ষা করে।

পঞ্চমত, পাপের পরিণাম নিয়ে গভীরভাবে চিন্তা করা প্রয়োজন। একজন সালাফ বলেছিলেন, ভালো কাজের তিক্ততা সামনে থাকে বলে তা ভারী মনে হয়, আর মন্দ কাজের মিষ্টতা সামনে থাকে বলে তা হালকা মনে হয়; কিন্তু এই হালকা বা ভারী বোধ যেন সিদ্ধান্তকে প্রভাবিত না করে (সালাফ)। সোশ্যাল মিডিয়ায় ফেইক আইডির আড়ালে অশ্লীল ভিডিও বা গুজব ছড়ানোর পরিণাম ভয়াবহ, কারণ মৃত্যুর পরও তা প্রবহমান থাকে। ইসলামি পরিভাষায় একে বলা হয় গুনাহে জারিয়া। ইমাম শাতেবী বলেন, সৌভাগ্যবান সে ব্যক্তি যে মারা যায় এবং তার পাপও তার সাথে নিঃশেষ হয়ে যায়; দুর্ভাগা সে, যার পাপ শত বছর পরও অবশিষ্ট থাকে এবং সে তার জন্য কবরে শাস্তি ভোগ করতে থাকে (ইমাম শাতেবী)।

ষষ্ঠত, চোখের পাপের ব্যাপারে বিশেষভাবে সতর্ক থাকতে হবে। চোখ যা দেখে, অন্তর তার ছবি এঁকে নেয়। ইবনুন্ নাহহাস দিমাশকী বলেন, বারবার অন্যায় দেখলে অন্তর তার প্রতি অভ্যস্ত হয়ে যায় এবং তা আর গর্হিত মনে হয় না (ইবনুন্ নাহহাস দিমাশকী)। যেমন ময়লার স্তূপের পাশে বসবাসকারীর নাকে দুর্গন্ধ আসে না, তেমনি বারবার হারাম দৃশ্য দেখলে অন্তর পাপের প্রতি সংবেদনশীলতা হারিয়ে ফেলে। আত্বা ইবনু আবী রাবাহ বলেন, যে দৃষ্টির প্রতি অন্তর আসক্তি পোষণ করে তাতে কোনো কল্যাণ নেই (আত্বা ইবনু আবী রাবাহ)। একটি লোলুপ দৃষ্টি বছরের পর বছরের ইবাদতের ছওয়াবকেও জ্বালিয়ে দিতে পারে।

সপ্তমত, গোপন ইবাদতে অভ্যস্ত হওয়া প্রয়োজন। যে ময়দানে শয়তান আমাদের পরাজিত করে, সেই ময়দানেই তাকে পর্যুদস্ত করতে হয়। একাকীত্বে নফল সালাত বা ইস্তেগফারের মাধ্যমে গোপন পাপের স্পৃহা বিনাশ করা যায়। রাসুলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম বলেছেন, কোনো ব্যক্তি মানুষের দৃষ্টিতে জান্নাতীদের মতো আমল করেও জাহান্নামী হতে পারে, আবার জাহান্নামীদের মতো আমল করেও জান্নাতী হতে পারে এটি তার অন্তরের গোপন অবস্থার উপর নির্ভর করে (বুখারী)। ইবনু রজব হাম্বলী ব্যাখ্যা করেন, অন্তরের গোপন কোনো কল্যাণকর গুণ জীবনের শেষ মুহূর্তে প্রাধান্য পেয়ে উত্তম পরিণতি নিশ্চিত করে দিতে পারে (ইবনু রজব হাম্বলী)। ইবনুল জাওযী বলেন, মানুষের অন্তরে ভালোবাসা লাভের মূল কারণ বাহ্যিক ইবাদতের আধিক্য নয়, বরং অন্তরের গোপন নেক আমল ও বিশুদ্ধ নিয়ত (ইবনুল জাওযী)।

অষ্টমত, ভুলবশত কোনো পাপ হয়ে গেলে সাথে সাথে নেক আমল করা কর্তব্য। আল্লাহ বলেন, নিশ্চয়ই সৎকর্ম মন্দ কর্মকে বিদূরিত করে দেয় (হূদ: ১১৪)। রাসুলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম বলেছেন, যেখানেই থাকো আল্লাহকে ভয় করো এবং মন্দ কাজের পরপরই একটি সৎকাজ করো, তা মন্দ কাজটিকে মিটিয়ে দেবে (হাদীছ)। গোপনে কোনো হারাম দৃশ্য দেখে ফেললে তৎক্ষণাৎ কুরআন তেলাওয়াত বা ছাদাক্বা করা যেতে পারে। ইবনে তায়মিয়াহ বলেন, কখনো একটি মাত্র নেক আমলের সঙ্গে এমন একনিষ্ঠতা যুক্ত থাকে যা তাকে বড় গুনাহের কাফফারা বানিয়ে দেয় (ইবনে তায়মিয়াহ)।

আমাদের নফস স্বভাবতই কুপ্রবৃত্তি ভালোবাসে, আর শয়তান তাকে কুমন্ত্রণা দিয়ে অবাধ্য করতে চায়। তাই সিরাতে মুস্তাক্বীমে অটল থাকতে নফসের বিরুদ্ধে নিরন্তর সংগ্রাম চালিয়ে যেতে হয়। তাবেঈ মুজাহিদকে একজন জিজ্ঞেস করেছিলেন বারবার গুনাহ হয়ে গেলে করণীয় কী, তিনি বলেছিলেন, তোমার কাছে কি ইস্তিগফাররূপ মুছনী নেই (মুজাহিদ)? তাই গোপন পাপের কারণে নিরাশ না হয়ে দ্রুত ইস্তিগফার করে অনুতপ্ত হৃদয়ে আল্লাহর দিকে ফিরে আসতে হবে। মহান আল্লাহর দরবারে প্রার্থনা করি, তিনি যেন আমাদের অন্তরকে প্রকাশ্য ও গোপন পাপের পঙ্কিলতা থেকে পবিত্র রাখেন এবং নফসের বিরুদ্ধে বিজয়ী হওয়ার তাওফীক্ব দান করেন। আমীন!

শিক্ষার্থী, আন্তর্জাতিক ইসলামি বিশ্ববিদ্যালয় চট্টগ্রাম

WWW.MOINLAW.COM

LAW OFFICES
Toll Free: 1-866-MOIN-LAW
Cell: 917-282-9256
(To schedule appointment only)

এক্সিডেন্ট কেইসেস-মেডিক্যাল ম্যালপ্রেক্টিস
বিনামূল্যে পরামর্শ
প্রয়োজনে এটর্নী বাসায় বা হাসপাতালে আসবেন

- গাড়ী এক্সিডেন্ট
- কনস্ট্রাকশন কাজে দূর্ঘটনা
- বিল্ডিং এ দূর্ঘটনা
- স্লিপ এন্ড ফল
- ট্রিপ এন্ড ফল
- হাসপাতালে ভুল চিকিৎসা
- বিকলাঙ্গ শিশুর জন্ম
- লেড পয়জনিং
- IMMIGRATION (Consultation fee applies)

ক্লায়েন্টেদের জন্য আমরা মিলিয়ন মিলিয়ন ডলার আদায় করে দিয়েছি

Prior Result Does Not Guarantee future outcome of any cases
Moin Choudhury is admitted in the United States Supreme Court and Michigan State Supreme Court only.
Michael Taub is admitted in New York State Only.

আমেরিকায় স্থায়ীভাবে বসবাসের ব্যাপারে ফ্রি পরামর্শ
B1/B2 সহ অন্য যে-কোন নন-ইমিগ্রান্ট ভিসায় আগতদের স্বপরিবারে আমেরিকায় বসবাসের জন্য রয়েছে অনেক সুযোগ

- ব্যাবসায়ী ও কর্পোরেট প্রফেশনালদের জন্য আছে L1A বা E2 ভিসা নিয়ে স্বপরিবারে আমেরিকায় বসবাস ও ভবিষ্যতে গ্রীনকার্ডের সূযোগ

- Small ইনভেস্টরদের জন্য আছে সহজেই অল্প বিনিয়োগে আমেরিকান franchise ক্রয়ের মাধ্যমে E2 ভিসা নিয়ে স্বপরিবারে আমেরকিায় বসবাস ও ভবিষ্যতে গ্রীনকার্ডের সূযোগ

- বিপদগ্রস্থ পলিটিশিয়ান ও এন.জি.ও কর্মীদের জন্য পলিটিকাল এসাইলামের আবেদন করে ৬ থেকে ৮ মাসের মধ্যে সোশাল সিকিউরিটি ও ওয়ার্ক পারমিট সহ বসবাসের সূযোগ

-যারা এক বছর বা তার আগে গ্রীনকার্ডের জন্য এপ্লাই করে অপেক্ষা করছেন তাদের জন্য রয়েছে সুখবর।

-আমরা এখন H1B ও EB5 এর ব্যাপারেও সহায়তা করি।

স্বনামধন্য আমেরিকিান Lawyer এর মাধ্যমে VISA/Case প্রসেস করে থাকি

FRANCHISE BROKER ACADEMY Member

H1B | L1A VISA
EB5 | E2 VISA
POLITICAL ASYLUM

হটলাইন : +১ ২০১ ৪৫৬ ৩১০৩
সপ্তাহে ৭ দিনই খোলা

Captor USA, Inc.
Franchise & Business Consulting Firm
37-16, 73rd Street, Suite #402, Jackson Heights, NY 11372
Phone: +1 (718) 433 9001, +1 (718) 433 9002; Fax: +1 (718) 744 9590
Cell: (201) 456-3103, (646) 707 9067; Email: captor.usa@gmail.com, iftekhar.cml@gmail.com
New address 37-16, 73 street, Suite # 402, Jackson Heights, NY 11372

ট্রাম্পের নতুন শব্দ ‘জিহাদি’

প্রথম পৃষ্ঠার পর

তাঁর ব্যাখ্যাটা ভিন্ন — একদিকে আছে এমন দুজন মানুষ, যাঁরা একে অপরকে পছন্দ না করলেও সাধারণ মানুষকে শোষণ করে অর্থ কামানোর স্বার্থে এক হয়ে যান। আর অন্যদিকে আছেন এমন দুজন, যাঁরা সত্যিকার অর্থে একে অপরকে ভালোবাসেন আর এমন একটা আমেরিকা গড়তে চান যেখানে পরিবার নিয়ে ভালো থাকা যায়। সেই অর্থে দুটো আমেরিকার ছবিটা তিনিও মেনে নিচ্ছেন, তবে সম্পূর্ণ ভিন্ন কারণে।

গত সপ্তাহে আল-সাইদ ডেমোক্র্যাটিক প্রাইমারিতে জেতার পর থেকেই রিপাবলিকান শিবিরে তাঁকে ঘিরে সমালোচনা আরও জোরালো হয়েছে, এমনকি তাঁকে ডাকা হচ্ছে পুরো নাম আবদুলরহমান মোহাম্মদ আল-সাইদ ধরে। একটা কৌশল, যা মুসলিম পরিচয়টাকেই সামনে টেনে আনার জন্য ব্যবহৃত হচ্ছে বলে সমালোচকদের অভিযোগ। এর আগেও ট্রাম্প ডেমোক্র্যাটদের “ঈশ্বরহীন কমিউনিস্ট” বলে আখ্যা দিয়ে কমিউনিজমকে দেশের জন্য ক্রমবর্ধমান হুমকি হিসেবে তুলে ধরার চেষ্টা করেছেন। যদিও ডেমোক্র্যাটিক সোশ্যালিস্টরা নিজেদের রাজনৈতিক দর্শনকে মূলধারার ডেমোক্র্যাটদের চেয়ে অনেকটা বাম ঘেঁষা বলে স্বীকার করলেও কমিউনিজম থেকে স্পষ্টভাবেই দূরত্ব বজায় রাখেন।

মধ্যবর্তী নির্বাচনের আগে ডেমোক্র্যাটিক পার্টিকে আরও বেশি বামঘেঁষা প্রমাণ করার যে চেষ্টা রিপাবলিকানরা চালাচ্ছে, তার সঙ্গে এবার যুক্ত হলো ধর্মীয় পরিচয়কেন্দ্রিক ভাষাও। “কমিউনিস্ট” শব্দের পাশে বসল “জিহাদি” শব্দটাও। দুটো শব্দই এখন একই রাজনৈতিক ভাষ্যের অংশ হয়ে উঠেছে, যার লক্ষ্যবস্তু মূলত মুসলিম ও অভিবাসী পটভূমির প্রার্থীরা।

কে হচ্ছেন

প্রথম পৃষ্ঠার পর

থেকে অনুভব করছিলাম, প্রেস সেক্রেটারি পদের যে অবিরাম সময়, শক্তি ও মনোযোগ দাবি করে, তা দিতে গেলে আমি আমার দুই সন্তানের প্রাপ্য সেরা মা হতে পারব না — আর সে কারণেই শেষ পর্যন্ত এই তিক্ত-মধুর সিদ্ধান্ত নিয়েছি।”

ট্রাম্পের প্রথম মেয়াদে সহকারী প্রেস সেক্রেটারি হিসেবে কাজ করা লিভিট ছিলেন ২০২৪ সালের প্রেসিডেন্ট নির্বাচনী প্রচারের প্রধান মুখপাত্র। দ্বিতীয় মেয়াদের শুরু থেকেই তিনি প্রেস সেক্রেটারির দায়িত্বে আছেন — যা তাঁকে এই পদে সর্বকনিষ্ঠ ব্যক্তি হিসেবে পরিচিতি দিয়েছে। ট্রাম্প তাঁর প্রশংসায় লেখেন, “ন্যায়বিচার, স্বাধীনতা ও মুক্তির জন্য লড়াইয়ে ক্যারোলিন সত্যিকারের একজন নেতা হিসেবে কাজ করেছেন... তিনি ইতিহাসের অন্যতম সেরা হোয়াইট হাউস প্রেস সেক্রেটারি।”

লিভিটের এই বিদায় ট্রাম্প প্রশাসনে এ বছর শীর্ষপদ থেকে সরে যাওয়া পঞ্চম নারীর ঘটনা। এর আগে অ্যাটর্নি জেনারেল প্যাম বন্ডি, হোমল্যান্ড সিকিউরিটি সেক্রেটারি ক্রিস্টি নোয়েম, শ্রম সেক্রেটারি লরি চাভেজ-ডিরেমার ও জাতীয় গোয়েন্দা পরিচালক তুলসী গ্যাবার্ড একই পথ ধরেছিলেন। প্রত্যেকের জায়গাতেই পরবর্তীতে পুরুষদের নিয়োগ দেওয়া হয়েছিল।

কে হতে যাচ্ছেন পরবর্তী প্রেস সেক্রেটারি, তা নিয়ে এখনো কোনো আনুষ্ঠানিক ঘোষণা আসেনি — ট্রাম্প নিজেও তাঁর বিবৃতিতে উত্তরসূরির নাম উল্লেখ করেননি। তবে ওয়াশিংটনের রাজনৈতিক মহলে ইতিমধ্যে জল্পনা শুরু হয়ে গেছে বেশ কয়েকজন সম্ভাব্য প্রার্থীকে ঘিরে। সবচেয়ে প্রচলিত ধারার পছন্দ হিসেবে আলোচনায় আছেন হ্যারিসন ফিল্ডস, যিনি বর্তমানে হোয়াইট হাউসের প্রিন্সিপাল ডেপুটি প্রেস সেক্রেটারি হিসেবে কাজ করছেন। তাঁকে পদোন্নতি দিলে ব্রিফিং কার্যক্রমে ধারাবাহিকতা বজায় থাকবে বলে বিশ্লেষকদের ধারণা। একই পদে থাকা আরেকজন, ২৯ বছর বয়সী আনা কেলিও আলোচনায় আছেন। সাবেক এই “বিউটি কুইন” ট্রাম্পের ২০২৪ সালের প্রচারাভিযানে মুখপাত্র হিসেবে কাজ করেছিলেন এবং সাম্প্রতিক সময়ে টেলিভিশন-রেডিওতে হোয়াইট হাউসের প্রতিনিধিত্ব বাড়িয়েছেন। এ ছাড়া নাম উঠে আসছে ট্রাম্পের ঘনিষ্ঠ সাবেক আইনজীবী অ্যালিনা হাবার এবং হোমল্যান্ড সিকিউরিটি সেক্রেটারি পিট হেগসেথের শীর্ষ জনসংযোগ উপদেষ্টা শন পারনেলেরও। যদিও এই নামগুলো এখনো নিছক জল্পনার পর্যায়েই আছে, কোনো নিশ্চিত সিদ্ধান্ত নয়।

রাষ্ট্রপতি হওয়ার পথে

প্রথম পৃষ্ঠার পর

মনোনয়নপত্রও জমা দেওয়া হয়েছে। মনোনয়নপত্রের প্রস্তাবক বিএনপির নরসিংদী-২ আসনের সংসদ সদস্য আবদুল মঈন খান এবং সমর্থক ঢাকা-৩ আসনের সংসদ সদস্য গয়েশ্বর চন্দ্র রায়।

রাষ্ট্রপতি পদে প্রার্থী হওয়ার আগে মির্জা ফখরুল বিএনপির মহাসচিব ও স্থায়ী কমিটির সদস্যের দায়িত্ব থেকে সরে দাঁড়িয়েছেন। দীর্ঘ এক যুগের বেশি সময় ধরে বিএনপির মহাসচিব হিসেবে তিনি দলটির নেতৃত্ব দিয়ে আসছিলেন।

১৯৪৮ সালের ২৬ জানুয়ারি ঠাকুরগাঁওয়ে জন্মগ্রহণ করেন মির্জা ফখরুল ইসলাম আলমগীর। ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয় থেকে অর্থনীতিতে স্নাতক ও স্নাতকোত্তর ডিগ্রি অর্জনের পর শিক্ষকতা দিয়ে কর্মজীবন শুরু করেন তিনি। ১৯৭২ সালে ঢাকা কলেজে বাংলাদেশ সিভিল সার্ভিসের শিক্ষা ক্যাডারের প্রভাষক হিসেবে যোগ দেন। পরে কয়েকটি সরকারি কলেজে শিক্ষকতা করেন।

শিক্ষকতার পাশাপাশি সরকারি বিভিন্ন দায়িত্বও পালন করেছেন মির্জা ফখরুল। সরকারের পরিদর্শন ও নিরীক্ষা অধিদপ্তরে উপপরিচালক এবং ইউনেস্কো জাতীয় কমিশনেও কাজ করেছেন তিনি। ১৯৭৯ সালের দিকে রাষ্ট্রপতি জিয়াউর রহমানের প্রশাসনে তৎকালীন উপপ্রধানমন্ত্রী এস এ বারীর ব্যক্তিগত সচিব হিসেবেও দায়িত্ব পালন করেন। পরে আবার শিক্ষকতা পেশায় ফিরে যান।

১৯৮৬ সালে সক্রিয় রাজনীতিতে প্রবেশ করেন মির্জা ফখরুল। ১৯৮৮ সালের ঠাকুরগাঁও পৌরসভা নির্বাচনে অংশ নিয়ে চেয়ারম্যান নির্বাচিত হন। পরে বিএনপিতে যোগ দিয়ে দলীয় রাজনীতিতে সক্রিয় হয়ে ওঠেন। ১৯৯২ সালে বিএনপির ঠাকুরগাঁও জেলা শাখার সভাপতি নির্বাচিত হন।

২০০৯ সালে বিএনপির পঞ্চম জাতীয় কাউন্সিলে তিনি দলের সিনিয়র যুগ্ম মহাসচিব হন। ২০১১ সালে তৎকালীন মহাসচিব খন্দকার দেলোয়ার হোসেনের মৃত্যুর পর মির্জা ফখরুলকে ভারপ্রাপ্ত মহাসচিবের দায়িত্ব দেন বিএনপি চেয়ারপারসন খালেদা জিয়া। পাঁচ বছর ভারপ্রাপ্ত মহাসচিব থাকার পর ২০১৬ সালে দলের ষষ্ঠ জাতীয় সম্মেলনে মহাসচিব নির্বাচিত হন তিনি। এরপর থেকে টানা দলটির মহাসচিব হিসেবে দায়িত্ব পালন করে আসছিলেন।

সংসদীয় রাজনীতিতেও মির্জা ফখরুলের দীর্ঘ অভিজ্ঞতা রয়েছে। ২০০১ সালের নির্বাচনে ঠাকুরগাঁও-১ আসন থেকে প্রথমবার সংসদ সদস্য নির্বাচিত হন তিনি। বিএনপি সরকার গঠন করলে কৃষি মন্ত্রণালয়ের প্রতিমন্ত্রী এবং পরে বেসামরিক বিমান পরিবহন ও পর্যটন মন্ত্রণালয়ের প্রতিমন্ত্রীর দায়িত্ব পালন করেন।

২০১৮ সালের নির্বাচনে বগুড়া-৬ আসন থেকে সংসদ সদস্য নির্বাচিত হলেও শপথ না নেওয়ায় পরে তাঁর আসনটি শূন্য ঘোষণা করা হয়। সর্বশেষ ত্রয়োদশ জাতীয় সংসদ নির্বাচনে তিনি ঠাকুরগাঁও-১ আসন থেকে বিপুল ভোটে জয়ী হন এবং নতুন সরকারের স্থানীয় সরকার, পল্লী উন্নয়ন ও সমবায় মন্ত্রণালয়ের দায়িত্ব পান।

বিএনপির সংসদে নিরঙ্কুশ সংখ্যাগরিষ্ঠতা থাকায় মির্জা ফখরুলের রাষ্ট্রপতি নির্বাচিত হওয়ার সম্ভাবনাই বেশি। তবে বিরোধী জামায়াত জোটের পক্ষ থেকে এলডিপির সভাপতি অলি আহমদের মনোনয়নপত্রও জমা পড়েছে। ফলে উভয় প্রার্থীর মনোনয়ন বৈধ হলে ৩৫ বছর পর আবারও রাষ্ট্রপতি নির্বাচনে ভোট হতে পারে।

রাষ্ট্রপতি নির্বাচনের তফসিল অনুযায়ী, ১৬ আগস্ট মনোনয়নপত্র যাচাই-বাছাই হবে। ১৮ আগস্ট প্রার্থিতা প্রত্যাহারের শেষ সময়। একাধিক বৈধ প্রার্থী থাকলে ২০ আগস্ট জাতীয় সংসদে ভোট অনুষ্ঠিত হবে।

এবার রাষ্ট্রপতি নির্বাচনে ভোট দেওয়ার কথা রয়েছে ৩৪৯ জন সংসদ সদস্যের। বিএনপির সদস্য সংখ্যা ২৪৭ জন। ফলে দলীয় প্রার্থী হিসেবে মির্জা ফখরুলের বিজয়ের পথ অনেকটাই নিশ্চিত বলে মনে করছেন সংশ্লিষ্টরা।

মির্জা ফখরুল রাষ্ট্রপতি হলে কী বদলাবে?

মির্জা ফখরুল যদি শেষ পর্যন্ত রাষ্ট্রপতি হন, তাহলে বিএনপির রাজনীতিতে এটি হবে একটি তাৎপর্যপূর্ণ পরিবর্তন।

প্রথমত, বিএনপির মহাসচিবের পদে নতুন নেতৃত্বের প্রয়োজন হবে। দ্বিতীয়ত, সরকারে তাঁর বর্তমান মন্ত্রণালয়ের দায়িত্বেও পরিবর্তন আসতে পারে। তৃতীয়ত, দীর্ঘদিনের সক্রিয় দলীয় রাজনীতি থেকে তিনি সাংবিধানিক রাষ্ট্রপ্রধানের ভূমিকায় চলে যাবেন। এর ফলে বিএনপির সাংগঠনিক কাঠামোতেও পরিবর্তনের সম্ভাবনা তৈরি হবে।

সবকিছু নির্ধারিত প্রক্রিয়া অনুযায়ী এগোলে আগামী ২০ আগস্ট রাষ্ট্রপতি নির্বাচনের মাধ্যমে শিক্ষকতা দিয়ে কর্মজীবন শুরু করা মির্জা ফখরুল ইসলাম আলমগীরের রাজনৈতিক জীবনের নতুন অধ্যায় শুরু হবে বঙ্গভবনে।

শেখ হাসিনার সামনে দেশে ফেরার পথ কতটা খোলা?

প্রথম পৃষ্ঠার পর

শেখ হাসিনার সামনে এখন একই সঙ্গে রয়েছে বিচারিক প্রক্রিয়া, গ্রেপ্তারসংক্রান্ত ঝুঁকি, ভারত-বাংলাদেশের প্রত্যর্পণ প্রশ্ন এবং পরিবর্তিত রাজনৈতিক বাস্তবতা। ফলে প্রশ্ন উঠছে—তিনি চাইলে কি সরাসরি বাংলাদেশে ফিরতে পারবেন, নাকি তাঁকে দেশে ফেরাতে হলে ভারত ও বাংলাদেশের মধ্যে আনুষ্ঠানিক প্রক্রিয়ার প্রয়োজন হবে?

‘ডিসেম্বরে ফিরব’—কেন নতুন করে আলোচনায়?

৫ আগস্ট নয়াদিল্লিতে দক্ষিণ এশিয়ার ফরেন করেসপনডেন্টস ক্লাব আয়োজিত অনুষ্ঠানে অনলাইনে যুক্ত হয়ে শেখ হাসিনা তাঁর রাজনৈতিক অবস্থান তুলে ধরেন। তিনি আওয়ামী লীগের ওপর নিষেধাজ্ঞা প্রত্যাহারের দাবি জানান এবং দেশে ফেরার ইচ্ছার কথা জানান।

রয়টার্সের প্রতিবেদন অনুযায়ী, তিনি দেশে ফিরে আত্মসমর্পণের পরিকল্পনার কথাও আগে জানিয়েছেন। একই সঙ্গে তাঁর বিরুদ্ধে বাংলাদেশের আদালতের দেওয়া মৃত্যুদণ্ডসহ অভিযোগগুলোকে তিনি রাজনৈতিক উদ্দেশ্যপ্রণোদিত বলে প্রত্যাখ্যান করেছেন। তবে তাঁর বক্তব্যের সবচেয়ে গুরুত্বপূর্ণ দিক হলো—তিনি দেশে ফেরার একটি সময়সীমা হিসেবে ডিসেম্বরের কথা বলেছেন। অর্থাৎ বিষয়টি এখন কেবল রাজনৈতিক বক্তব্যের মধ্যে সীমাবদ্ধ নেই; এটি সম্ভাব্য প্রত্যাবর্তনের একটি নির্দিষ্ট সময়কে ঘিরে আলোচনায় পরিণত হয়েছে।

আইনগতভাবে দেশে প্রবেশ কি বন্ধ?

শেখ হাসিনা নিজে বাংলাদেশে ফিরতে চাইলে ‘দেশে প্রবেশের অধিকার’ এবং ‘ফিরে এসে আইনি প্রক্রিয়ার মুখোমুখি হওয়া’—এই দুটি বিষয় আলাদাভাবে দেখতে হবে। তিনি দেশে প্রবেশ করলে তাঁর বিরুদ্ধে থাকা মামলা, আদালতের আদেশ এবং দণ্ডসংক্রান্ত বিষয় কার্যকর হওয়ার প্রশ্ন সামনে আসবে। ফলে দেশে ফিরলেই তিনি স্বাভাবিক রাজনৈতিক কার্যক্রম শুরু করতে পারবেন—এমন পরিস্থিতি বর্তমান আইনি বাস্তবতায় নেই। রয়টার্সের সাম্প্রতিক প্রতিবেদনে বলা হয়েছে, শেখ হাসিনা বাংলাদেশে মৃত্যুদণ্ডের রায়ের মুখোমুখি এবং দেশে তাঁর রাজনৈতিক দল আওয়ামী লীগের কার্যক্রম নিষিদ্ধ। অর্থাৎ তাঁর প্রত্যাবর্তন হলে প্রথম ও প্রধান প্রশ্ন হবে—তিনি কোন আইনি অবস্থার মধ্যে দেশে প্রবেশ করছেন এবং সংশ্লিষ্ট আদালতের আদেশগুলো কীভাবে কার্যকর হবে।

ভারতের ভূমিকা কেন গুরুত্বপূর্ণ?

শেখ হাসিনা বর্তমানে ভারতে অবস্থান করছেন। ফলে তিনি যদি নিজে দেশে ফেরার সিদ্ধান্ত নেন, তাহলে ভারত থেকে তাঁর বাংলাদেশে যাত্রার বিষয়টিও গুরুত্বপূর্ণ হয়ে উঠবে।

অন্যদিকে বাংলাদেশ তাঁকে প্রত্যর্পণের জন্য ভারতের কাছে অনুরোধ করেছে। রয়টার্স জানিয়েছে, ভারতীয় কর্তৃপক্ষ বাংলাদেশের অনুরোধটি আইনগত কাঠামোর মধ্যে পর্যালোচনা করছে।

ভারতের পররাষ্ট্র মন্ত্রণালয়ের তথ্য অনুযায়ী, বাংলাদেশ ও ভারতের মধ্যে ২০১৩ সালের প্রত্যর্পণ চুক্তি কার্যকর রয়েছে। চুক্তিতে এক দেশ থেকে অন্য দেশে অভিযুক্ত বা দণ্ডপ্রাপ্ত ব্যক্তিকে ফেরত পাঠানোর আইনি কাঠামো নির্ধারণ করা হয়েছে। চুক্তিতে এমন অপরাধকে প্রত্যর্পণযোগ্য অপরাধ হিসেবে বিবেচনা করার কথা বলা হয়েছে, যা দুই দেশের আইনেই নির্দিষ্ট মেয়াদের কারাদণ্ডে দণ্ডনীয়। একই সঙ্গে কিছু ক্ষেত্রে প্রত্যর্পণের অনুরোধ প্রত্যাখ্যানের বিধানও রয়েছে। ফলে শেখ হাসিনাকে ভারত থেকে ফেরানোর বিষয়টি শুধু রাজনৈতিক সিদ্ধান্তের ওপর নির্ভর করে না; এর সঙ্গে প্রত্যর্পণ চুক্তির আইনি বিধানও জড়িত।

তিনি নিজে ফিরলে পরিস্থিতি কি আলাদা হবে?

এখানেই বিষয়টির সবচেয়ে গুরুত্বপূর্ণ পার্থক্য। ভারতের কাছ থেকে তাঁকে প্রত্যর্পণের মাধ্যমে ফেরানো এবং তাঁর নিজের ইচ্ছায় বাংলাদেশে ফিরে আসা একই প্রক্রিয়া নয়। প্রত্যর্পণের ক্ষেত্রে দুই দেশের রাষ্ট্রীয় ও আইনি প্রক্রিয়া জড়িত থাকে। কিন্তু তিনি নিজেই যদি বাংলাদেশে প্রবেশ করেন, তখন বাংলাদেশের অভ্যন্তরীণ আইন ও আদালতের আদেশ কার্যকর হওয়ার প্রশ্ন সামনে আসবে।

তবে তিনি নিজে ফিরলেও তাঁর বিরুদ্ধে থাকা বিচারিক কার্যক্রম অকার্যকর হয়ে যাবে না। বরং দেশে প্রবেশের পর তাঁকে সংশ্লিষ্ট আইনি প্রক্রিয়ার মুখোমুখি হতে হবে—এটাই বর্তমান পরিস্থিতির মূল বাস্তবতা।

‘ফিরলেই গ্রেপ্তার’—কতটা নিশ্চিত?

শেখ হাসিনার বিরুদ্ধে বিচারিক আদেশ ও দণ্ডের বিষয়টি বিবেচনায় দেশে ফিরলে তাঁর গ্রেপ্তার বা হেফাজতে নেওয়ার সম্ভাবনা নিয়ে ব্যাপক আলোচনা হচ্ছে। তবে নির্দিষ্ট মুহূর্তে আইনশৃঙ্খলা বাহিনী কী ব্যবস্থা নেবে, তা সংশ্লিষ্ট আদালতের আদেশ ও কার্যকর আইনি প্রক্রিয়ার ওপর নির্ভর করবে। রয়টার্সের সাম্প্রতিক প্রতিবেদনে তাঁর সম্ভাব্য প্রত্যাবর্তনকে গ্রেপ্তার ও বিচারিক প্রক্রিয়ার ঝুঁকির সঙ্গে যুক্ত করা হয়েছে। তাই ‘দেশে ফিরবেন’ এবং ‘দেশে ফিরে মুক্তভাবে রাজনৈতিক কর্মকাণ্ড চালাবেন’—এ দুটি বিষয়কে এক করে দেখার সুযোগ নেই।

রাজনৈতিকভাবে কী হতে পারে?

শেখ হাসিনার প্রত্যাবর্তন শুধু একটি আইনি ঘটনা হবে না; এটি বাংলাদেশের রাজনীতিতেও বড় প্রভাব ফেলতে পারে।

আওয়ামী লীগের কার্যক্রম নিষিদ্ধ থাকার অবস্থায় তাঁর দেশে ফেরা দলটির ভবিষ্যৎ নিয়েও নতুন প্রশ্ন তৈরি করবে। তিনি দেশে ফিরলে দলটির সমর্থকরা কীভাবে প্রতিক্রিয়া জানাবেন, সরকার কী অবস্থান নেবে এবং বিরোধী রাজনৈতিক দলগুলো কীভাবে বিষয়টিকে দেখবে—এসবই গুরুত্বপূর্ণ হয়ে উঠবে।

অন্যদিকে তাঁর প্রত্যাবর্তন রাজনৈতিক উত্তেজনা বাড়াতে পারে বলেও বিশ্লেষকদের কেউ কেউ আশঙ্কা করছেন। বিশেষ করে ২০২৪ সালের রাজনৈতিক পরিবর্তনের পর বাংলাদেশের রাজনীতিতে যে গভীর মেরুকরণ তৈরি হয়েছে, তার মধ্যে শেখ হাসিনার সরাসরি উপস্থিতি পরিস্থিতিকে আরও স্পর্শকাতর করে তুলতে পারে।

ভারত-বাংলাদেশ সম্পর্কেও বড় পরীক্ষা

শেখ হাসিনাকে ঘিরে ঢাকা-নয়াদিল্লি সম্পর্কের টানাপোড়েন নতুন নয়। তবে সাম্প্রতিক সময়ে দুই দেশ সম্পর্ক স্বাভাবিক করার চেষ্টা করছে।

৫ আগস্টের অনুষ্ঠানের আগে ভারত স্পষ্ট করে জানিয়েছিল, শেখ হাসিনার ভার্চুয়াল বক্তব্যের সঙ্গে ভারত সরকারের কোনো সম্পৃক্ততা নেই এবং অনুষ্ঠানটি একটি বেসরকারি সংগঠনের আয়োজন।

অন্যদিকে শেখ হাসিনার বক্তব্যের পর বাংলাদেশ সরকার ভারতের প্রতি কড়া প্রতিক্রিয়া জানায়। ফলে তাঁর অবস্থান এবং তাঁর রাজনৈতিক বক্তব্য এখনো দুই দেশের সম্পর্কের একটি সংবেদনশীল বিষয়। এ অবস্থায় শেখ হাসিনার প্রত্যাবর্তন হলে সেটি ঢাকা-নয়াদিল্লি সম্পর্কের ওপরও নতুন চাপ তৈরি করতে পারে।

ডিসেম্বর কি বাস্তবসম্মত সময়সীমা?

শেখ হাসিনা নিজে ডিসেম্বরের কথা বলেছেন। কিন্তু এটি তাঁর ঘোষিত রাজনৈতিক পরিকল্পনা—কোনো সরকারি বা আইনি সময়সূচি নয়।

তাঁর দেশে ফেরার বাস্তবতা নির্ভর করবে অন্তত চারটি বিষয়ের ওপর—প্রথমত, তিনি সত্যিই দেশে ফেরার সিদ্ধান্ত কার্যকর করেন কি না।

দ্বিতীয়ত, ভারত থেকে তাঁর যাত্রার ক্ষেত্রে কোনো আইনি বা প্রশাসনিক বাধা তৈরি হয় কি না।

তৃতীয়ত, দেশে প্রবেশের পর তাঁর বিরুদ্ধে থাকা আদালতের আদেশ কীভাবে কার্যকর হয়।

চতুর্থত, সেই সময় বাংলাদেশের রাজনৈতিক ও আইনশৃঙ্খলা পরিস্থিতি কেমন থাকে।

ফলে ডিসেম্বরকে এখনই নিশ্চিত প্রত্যাবর্তনের তারিখ হিসেবে দেখার সুযোগ নেই। বরং এটিকে শেখ হাসিনার ঘোষিত রাজনৈতিক সময়সীমা হিসেবে দেখা বেশি যুক্তিসঙ্গত।

প্রত্যর্পণ বনাম স্বেচ্ছায় প্রত্যাবর্তন

শেখ হাসিনার ক্ষেত্রে দুটি সম্ভাব্য পথ নিয়ে আলোচনা হচ্ছে। একটি হলো ভারত-বাংলাদেশের প্রত্যর্পণ প্রক্রিয়া। এ ক্ষেত্রে বাংলাদেশের অনুরোধ, ভারতের আইনি পর্যালোচনা এবং দুই দেশের সংশ্লিষ্ট কর্তৃপক্ষের ভূমিকা থাকবে। অন্যটি হলো তাঁর নিজের সিদ্ধান্তে বাংলাদেশে ফিরে আসা।

ভারতের সরকারি তথ্য অনুযায়ী, দুই দেশের মধ্যে প্রত্যর্পণ চুক্তি কার্যকর রয়েছে এবং ওই চুক্তি অপরাধে অভিযুক্ত বা দণ্ডপ্রাপ্ত ব্যক্তিদের ফেরত দেওয়ার জন্য একটি কাঠামো তৈরি করে। তবে শেখ হাসিনা যদি নিজেই দেশে ফেরেন, তখন প্রত্যর্পণ প্রক্রিয়ার চেয়ে বাংলাদেশের অভ্যন্তরীণ বিচারিক প্রক্রিয়াই বেশি গুরুত্বপূর্ণ হয়ে উঠবে।

সবচেয়ে বড় অনিশ্চয়তা কোথায়?

সবচেয়ে বড় অনিশ্চয়তা হলো—শেখ হাসিনার রাজনৈতিক ঘোষণা বাস্তবে কত দ্রুত কার্যকর হবে।

তিনি দেশে ফেরার কথা বলেছেন। বাংলাদেশ সরকারও জানিয়েছে, তাঁকে আইনি প্রক্রিয়ার মুখোমুখি করার প্রস্তুতি রয়েছে। অন্যদিকে ভারত বাংলাদেশের প্রত্যর্পণ অনুরোধ আইনগতভাবে পর্যালোচনা করছে বলে জানিয়েছে বিভিন্ন প্রতিবেদনে।

অর্থাৎ তিনটি পক্ষের অবস্থান এখন স্পষ্টভাবে আলাদা—শেখ হাসিনা বলছেন, তিনি দেশে ফিরতে চান। বাংলাদেশ বলছে, তিনি ফিরলে আইনের মুখোমুখি হবেন। আর ভারত বলছে, বিষয়টি তাদের আইনি কাঠামোর মধ্যে বিবেচনাধীন।

এই তিন অবস্থানের মধ্যে সমন্বয় না হওয়া পর্যন্ত তাঁর প্রত্যাবর্তনের পথকে পুরোপুরি খোলা বা পুরোপুরি বন্ধ—কোনোটিই বলা যাচ্ছে না।

সমঝোতা নিয়ে ইরান ও

প্রথম পৃষ্ঠার পর

বলেন, চুক্তিটি “শেষ হয়ে গেছে”। এর এক সপ্তাহ পর ইরানের পররাষ্ট্র মন্ত্রণালয় জানায়, চুক্তিটি ‘স্থগিত’ করা হয়েছে। যুক্তরাষ্ট্রের অভিযোগ, হরমুজ প্রণালি দিয়ে জাহাজ চলাচল আবার চালুর বিষয়ে চুক্তিতে দেওয়া প্রতিশ্রুতি ইরান মানেনি। অন্যদিকে তেহরানের দাবি, যুক্তরাষ্ট্রও নিজেদের প্রতিশ্রুতি ভঙ্গ করেছে। এই চুক্তির ভবিষ্যৎ নিয়ে বার্তা সংস্থা রয়টার্সকে ইরানের এক কর্মকর্তা বলেন, মধ্যস্থতাকারীদের মাধ্যমে আলোচনার একটি বিষয় হলো—আসবে কি না এবং প্রতিশ্রুতিগুলো বাস্তবায়নের সময়সীমা নির্ধারণ করা। তবে এ বিষয়ে ‘একেবারেই কোনো অগ্রগতি হয়নি’। এ বিষয়ে ওয়াশিংটনের তাৎক্ষণিক কোনো মন্তব্য পাওয়া যায়নি। তবে গতকাল বুধবার তুরস্কের বার্তা সংস্থা আনাদোলুর এক প্রতিবেদনে বলা হয়, পাকিস্তান সরকারের সূত্রের দাবি অনুযায়ী, ওই ৬০ দিনের সময়সীমা বাড়ানোর বিষয়ে সম্মতি হয়েছে। তবে ইরানি সূত্রটি এ খবর নাকচ করেছে। ইরানের এক কর্মকর্তা বলেন, সময়সীমা বাড়ানোর কোনো আলোচনা নেই। কারণ, ইরানের দৃষ্টিতে ওই সময়সীমা শুরুই হয়নি। এদিকে গত মঙ্গলবার ওহাইও মেরিল্যান্ডের জয়েন্ট বেস অ্যান্ড্রুজে সাংবাদিকদের সঙ্গে আলাপকালে ট্রাম্প বলেন, “আমি ইরানকে বিশ্বাস করি না।” হরমুজ প্রণালি প্রসঙ্গে তিনি বলেন, “এই মুহূর্তে হরমুজ প্রণালির ওপর আমাদের সম্পূর্ণ নিয়ন্ত্রণ রয়েছে।”

ইরানের বার্তা সংস্থা তাসনিমের খবরে বলা হয়, ইরানের কাউন্সিলের প্রধান মোহসেন রেজাই জানিয়েছেন, যুক্তরাষ্ট্র যতক্ষণ পর্যন্ত তার আচরণে পরিবর্তন আনবে না এবং ইরানের শর্ত মানবে না, ততক্ষণ পর্যন্ত হরমুজ বন্ধ থাকবে।

হুতিদের হামলায় নিহত ৬

ইয়েমেনের ইরান-সমর্থিত হুতিদের হামলায় লোহিতসাগরে বাব এল-মান্দেব প্রণালিতে একটি পণ্যবাহী জাহাজে ৬ জন নিহত ও ১০ জন আহত হয়েছে।

BANGLADESH SOCIETY, INC. 19 75 বাংলাদেশ সোসাইটি, ইনক

বাংলাদেশ সোসাইটি ইন্‌ক

Bangladesh Society, Inc.

86-24 Whitney Avenue, Elmhurst, New York 11373 • Tel: 718-440-8547 • email: info@bangladeshsocietyinc.com • www.bangladeshsocietyinc.com

সদস্য তালিকার তথ্য যাচাই, সংশোধনীর জরুরি বিজ্ঞপ্তি

শেষ তারিখ : **১৮ আগস্ট, মঙ্গলবার ২০২৬** ◆ সময় : **বিকাল ৫টা পর্যন্ত**

স্থান : **বাংলাদেশ সোসাইটি ভবন,** 86-24 Whitney Ave, Elmhurst, NY 11373

বাংলাদেশ সোসাইটির আসন্ন নির্বাচন উপলক্ষে গত ৩০ জুন সদস্য নিবন্ধনের নির্ধারিত সময়সীমা শেষ হয়েছে। নির্ধারিত সময়ের মধ্যে যেসব সদস্য তাঁদের নিবন্ধন কার্যক্রম সম্পন্ন করেছেন, তাঁদের সকলের প্রতি বিশেষভাবে অনুরোধ করা যাচ্ছে যে, আগামী ১৮ আগস্ট, মঙ্গলবার ২০২৬ বিকেল ৫:০০টার মধ্যে বাংলাদেশ সোসাইটির ওয়েবসাইট (https://member-service.bangladeshsocietyinc.com/membership/status) অথবা সোসাইটির অফিসে উপস্থিত হয়ে নিবন্ধন ফরমে প্রদত্ত তথ্যের সঙ্গে প্রকাশিত সদস্য তালিকার তথ্য সতর্কতার সঙ্গে যাচাই করে নিন।

বিশেষভাবে নিম্নোক্ত তথ্যসমূহ সঠিক আছে কিনা তা নিশ্চিত করুন:

সদস্যের নাম/নামের বানান, জন্ম সাল, বর্তমান ঠিকানা / ZIP Code ও অন্যান্য ব্যক্তিগত তথ্য

Scan to Login

অত্যন্ত গুরুত্বপূর্ণ:

বাংলাদেশ সোসাইটির আসন্ন নির্বাচনে ভোটগ্রহণ একাধিক ভোটকেন্দ্রে অনুষ্ঠিত হবে। প্রতিটি সদস্যের নিবন্ধন ফরমে প্রদত্ত ঠিকানা ও ZIP Code-এর ভিত্তিতেই ভোটকেন্দ্র নির্ধারণ করা হবে। তাই ঠিকানা ও ZIP Code-এর যথার্থতা নিশ্চিত করা প্রত্যেক সদস্যের ব্যক্তিগত দায়িত্ব।

এছাড়াও, যদি কোনো সদস্যের বৈধ সদস্যপদ প্রকাশিত সদস্য তালিকায় অন্তর্ভুক্ত না হয়ে থাকে, তবে তিনি নির্ধারিত সময়সীমার মধ্যে সদস্যপদের প্রমাণস্বরূপ প্রয়োজনীয় কাগজপত্র (যেমন: রসিদ) দাখিল করে তাঁর সদস্যপদ অন্তর্ভুক্তির জন্য আবেদন করতে পারবেন। যথাযথ যাচাই-বাছাই শেষে প্রমাণ সন্তোষজনক হলে প্রয়োজনীয় ব্যবস্থা গ্রহণ করা হবে।

যদি প্রকাশিত তথ্যের সঙ্গে নিবন্ধন ফরমে প্রদত্ত তথ্যের কোনো অসঙ্গতি, ভুল বা ত্রুটি পরিলক্ষিত হয়, তাহলে নির্ধারিত সময়সীমার মধ্যেই বাংলাদেশ সোসাইটির সভাপতি, সাধারণ সম্পাদক, সহ-সাধারণ সম্পাদক, কোষাধ্যক্ষ বা সাংগঠনিক সম্পাদকের সঙ্গে যোগাযোগ করে প্রয়োজনীয় সংশোধনের ব্যবস্থা গ্রহণ করার জন্য অনুরোধ করা হচ্ছে।

নির্ধারিত সময়সীমা (১৮ আগস্ট, মঙ্গলবার ২০২৬, বিকেল ৫:০০টা) অতিক্রান্ত হওয়ার পর সদস্য তালিকায় কোনো প্রকার সংযোজন, বিয়োজন, অন্তর্ভুক্তি বা সংশোধনের আবেদন গ্রহণ করা হবে না। একইভাবে, নির্বাচন দিনে সদস্য তালিকা, ভোটকেন্দ্র, ঠিকানা, ZIP Code, সদস্যপদ বা নিবন্ধন সংক্রান্ত কোনো অভিযোগ, আপত্তি বা সংশোধনের আবেদন গ্রহণযোগ্য হবে না।

অনুরোধক্রমে

আতাউর রহমান সেলিম
সভাপতি, ৯১৭-২৯৪-০৯৭০

মোহাম্মদ আলী
সাধারণ সম্পাদক, ৯১৭-৩০২-০৪৪৩

মো: মহিউদ্দীন দেওয়ান *(সিনিয়র সহ-সভাপতি)* ৯১৭-৫২৩-১৩৪৪, **মো: কামরুজ্জামান কামরুল** *(সহ-সভাপতি)* ৭১৮-৯৭১-৪৭৬৯, **আবুল কালাম ভূইয়া** *(সহ-সাধারণ সম্পাদক)* ৯১৭-৮৯২-৭১৯৯, **মফিজুল ইসলাম ভূইয়া (রুমি)** *(কোষাধ্যক্ষ)*, ৩৪৭-৮৯৬-২৮০২, **ডিউক খান***(সাংগঠনিক সম্পাদক)* ৯১৭-৭৮৩-৫৪৯৯, **অনিক রাজ** *(সাংস্কৃতিক সম্পাদক)* ৯৩৪-৪৪৪-১৮৬৩, **রিজু মোহাম্মদ** *(প্রচার ও গণসংযোগ সম্পাদক)* ৭১৮-৫৮১-৬৬৩৭, **জামিল আনসারী** *(সমাজকল্যাণ সম্পাদক)* ৩৪৭-৮৩৩-১০২৮, **মো: আখতার বাবুল** *(সাহিত্য সম্পাদক)* ৬৪৬-৫৭৫-৭০৫৩, **আশ্রাব আলী খাঁন লিটন** *(ক্রীড়া ও আপ্যায়ন সম্পাদক)* ৯১৭-৪৯৭-২৮৩৯, **মোহাম্মদ হাসান (জিলানী)** *(স্কুল ও শিক্ষা সম্পাদক)* ৯১৭-৯৭১-৭৭৯৩, ***কার্যকরী সদস্য:*** **হারুন উর রশিদ** ৯১৭-৪৪৩-৭৮৩৮, **জাহাঙ্গীর শহীদ সোহরাওয়ার্দী** ৭১৮-৭৩৭-২৭৪৮, **মোঃ সিদ্দিক পাটওয়ারী** ৭১৮-২১৯-৭৯৭৭, **আবুল কাশেম চৌধুরী** ৬৪৬-৫১০-৬২৪৫, **মুনসুর আহমেদ** ৯২৯-৯২০-৬০৫৬ ও **হাসান খান** ৩১৩-৩২৭-৯৪১৮

প্রচারে: **রিজু মোহাম্মদ,** *প্রচার সম্পাদক*

এস্টোরিয়া ও জ্যামাইকাতে মেডিসিন বিশেষজ্ঞ ডাক্তার

MOHAMMAD M RAHMAN MD

Board Certified in Internal Medicine

Geriatrics,
Hospice & Palliative
Care Medicine
Attending Physician,
NYU School of Medicine

এখানে ল্যাব, সনোগ্রাম, ইকেজি, ফ্লু, হজ্ব ভ্যাকসিন দেয়া হয়
আমরা প্রায় সব ধরনের ইন্সুরেন্স গ্রহণ করি।

Appointment:

718-526-0700, 718-383-4500
Cell- 718-864-8882

ASTORIA OFFICE:	JAMAICA OFFICE:
30-04, 36th Avenue LIC, NY 11106 Tel: 718-383-4500	170-12 Highland Avenue Jamaica Estates, NY- 11432 www.drmrahman.com

Wasi Choudhury & Associates LLC

আপনি কি I.R.S./STATE নোটিশ নিয়ে চিন্তিত?

SERVICES

- **Tax Preparation**
  Individual, Corporation, Partnership, LLC, Not-for-Profit, etc.
- **Represent Taxpayers before the IRS / State Tax Authority**
- **Accounting**
  Payroll, Sales Tax, etc.
- **Immigration**
  (No Legal Advice)
- **New Business Setup & more...**

IRS e-file
IRS AUTHORIZED E-FILE PROVIDER

Member: naea NYSSEA

Wasi Choudhury, EA
Admitted to Practice before the IRS
সাবেক সিনিয়র ভাইস প্রেসিডেন্ট ও ট্রাস্টি
বাংলাদেশ সোসাইটি ইনক

Tel: 718-440-6712
718-205-3460
Fax: 718-205-3475
Email: wasichoudhury@yahoo.com

ক্রেডিট কার্ড এর মাধ্যমে ও পেমেন্ট করতে পারেন

প্রবাসে বাংলাদেশী কমিউনিটির কল্যাণের উদ্দেশ্যে বাংলাদেশ সোসাইটি ইনক এর সদস্য পদ গ্রহণ / নবায়ন করার এবং এর প্রতিটি কার্যক্রমে সক্রিয় অংশগ্রহণ করার অনুরোধ রইল।

37-22, 61st St., 1st Fl, Woodside, NY 11377

দীর্ঘ লাইনে আর অপেক্ষা নয়

আপনি লাইনে থাকতেই প্রেসক্রিপশন তৈরী

এটিএম, ফোন কার্ড এবং মেট্রো কার্ড পাওয়া যায়

বিনামূল্যে ব্লাড প্রেসার চেক করা হয়।
বিনামূল্যে ব্লাড সুগার মনিটর
২৫% ছাড় কুপন সহ যে কোন পন্য ক্রয়ে
প্রেসক্রিপশন এর ক্ষেত্রে প্রযোজ্য নয়।
ফ্রি উপহার কুপন সহ ভিতরে প্রবেশ করলেই

- প্রতিদিন সর্বোচ্ছ কম মূল্যের নিশ্চয়তা এবং সিনিয়র সিটিজেনদের জন্য ১০% মূল্য ছাড়
- সার্জিক্যাল সাপ্লাই, হোম হেলথ কেয়ার, প্রসাধনী সামগ্রী, সুগন্ধি, ভিটামিন, হেলথ এন্ড বিউটি কেয়ার
- ফটোকপি ৫ সেন্ট, ■ ফ্যাক্স সার্ভিস ■ ৯৯ সেন্ট এ উপহার কার্ড ■ ফিল্ম প্রসেসিং

আমরা মেডিকেইড, মেডিকেয়ার পার্ট ডি, থার্ড পার্টি ইন্স্যুরেন্স অধিকাংশ ইউনিয়ন প্ল্যান ও ওয়ার্কার কমপেনসেশন গ্রহন করে থাকি।

আমাদের অন্য কোন শাখা নেই আমরা অন্য ফার্মেসী থেকে আপনার সকল প্রেসকিপশন সংগ্রহ করে থাকি।

PARKCHESTER FAMILY PHARMACY (347) 851-2688

১৪৪৫ ইউনিয়ন পোর্ট রোড ব্রঙ্কস, নিউইয়র্ক - ১০৪৬২

Tax & Immigration Services

Tax
Immigration
Real Estate
Mortgage
Notary

MOHAMMED PIER
Lic. Realestate Asso, Broker
EA, IRS, RTRP & notary Public
Cell: 917-678-8532

IRS e-file

INCOME TAX
Income Tax Serice & Direct Deposit quick Refund & Electronic Filling

IMMIGRATION SERVICES
Citizenship & Family Application Affidavit of Support & all forms available

REAL ESTATE
For Buying & Selling houses mortgage services

PIER TAX AND EXECUTIVE SERVICES

37-18, 73 Street, Suite# 202, Jackson Heights, NY 11372
Tel: 718-533-6581 Cell: 917-678-8532 Fax: 718-533-6583
Email: piertax@gmail.com

জব হেল্প এন্ড এপ্লিকেশন প্রসেসিং সার্ভিসেস

Job Help & Application Processing Services

917-500-3937

আমাদের সার্ভিসসমূহ

- পোস্টাল জব
- ফেডারেল জব
- স্টেট জব
- এম.টি.এ জব
- সিটি জব
- রেজুমী তৈরি
- কাভার লেটার
- সিটিজেনশীপ এপ্লিঃ প্রঃ
- নিউ পাসপোর্ট/ রিনুয়েল
- ডুয়েল সিটিজেনশীপ
- ফুড স্ট্যাম্প
- ডিজএবিলিটি (SSI)
- স্যোসাল সিকিউরিটি (SS)
- রিটায়ারম্যান্ট বেনিফিড

Md. Ali
B.Sc. LLB
Chittagong University
Retired Govt. Officer
Bangladesh

বিশ্বাসযোগ্যতা দক্ষতা সেবাই আমাদের প্রতিশ্রুতি

148-45, Hillside Ave, 2nd Fl, Suite 204
Jamaica, NY 11435

জান্নাত, বিসমিল্লাহ, জমজম ড্রাগস ও আস-সালাম ফার্মেসি

JANNAT Rx PHARMACY

সম্পূর্ণ বাংলাদেশী মালিকানাধীন প্রতিষ্ঠান

জ্যাকসন হাইটস
জান্নাত ফার্মেসি
72-03 35th Ave, (Corner of 72nd St.)
Jackson Heights, NY 11372
Tel: 718-732-4288, 718-835-2041
Fax: 718-732-4287
Email: jannatpharmacy@gmail.com

উডসাইড
বিসমিল্লাহ ফার্মেসি
6409 Broadway,
Woodside NY 11377
Phone: 718-685-2017

জ্যামাইকা
আস-সালাম ফার্মেসি
(সাটফিন বুলেবার্ড, এফ ট্রেনের সাবওয়ে এবং তাজমহল রেস্টুরেন্টের নিকটে)
১৪৭-২৬, হিলসাইড এভিনিউ,
জ্যামাইকা, নিউইয়র্ক, ১১৪৩৫
Phone: 718-291-0717

ব্রঙ্কস
জমজম ড্রাগস ফার্মেসি
3105 Bainbridge Ave Bronx,
NY 10467
Phone: (347) 899-8930

আপনার সেবায় আমরা নিয়োজিত
Now We Accept EBT,
Food Stamp & OTC Card
Sim Activation
Bill Pay & Flexiload
বাংলাদেশের ফোনে ফ্লেক্সিলোড

বাংলায় ঔষধ সেবনের নির্দেশনা
Free Delivery
10% Senior Discount
Halal Vitamin & Supplements
5c Copy $1 Fax
Phone Card & Flexiload
Huge 99c Sections

Open: Monday-Saturday, 10:00 am to 8:00

Akash Medical Care

আকাশ মেডিক্যাল কেয়ার

Akash Ferdaus MD
Internal & Geriatric Medicine

হার্টের ডাক্তার
Sudhesh Srivastava MD
Cardiologist

পায়ের ডাক্তার
Dr. M Nayeem
Podiatric Surgeon

- Complete Physical & Follow up
- DMV/TLC, School Physical
- Flu Shots, Hajj & Umrah Vaccine
- Blood, Urine Test, EKG
- Immigration Physical
- Podiatric Surgery
- COVID Test & COVID Vaccine
- All Types of Vaccine

FOR APPOINTMENT
718-431-0009
Hours:
Mon-Sat 10 AM to 8 PM

79 Church Avenue, Brooklyn, NY 11218

ওসমান হাদি হত্যা মামলার আসামিদের ফেরানোর প্রক্রিয়া শুরু আগামী সপ্তাহে

ঢাকা ডেস্ক

ওসমান হাদি

ইনকিলাব মঞ্চের আহ্বায়ক শরিফ ওসমান বিন হাদি হত্যা মামলার প্রধান দুই আসামি ফয়সাল করিম মাসুদ ওরফে রাহুল ও আলমগীর হোসেনকে ভারত থেকে দেশে ফিরিয়ে আনার প্রক্রিয়া আগামী সপ্তাহে শুরু হতে পারে। ভারত সরকারের চাহিদামতো পাঠানো প্রয়োজনীয় নথিপত্র যাচাই শেষে আসামিদের ফেরত দেওয়ার বিষয়ে ভারতীয় পক্ষ ইতিবাচক মনোভাব জানিয়েছে। সব প্রক্রিয়া শেষ করে তাঁদের দেশে ফিরিয়ে আনতে এক থেকে দেড় মাস সময় লাগবে।

স্বরাষ্ট্র ও পররাষ্ট্র মন্ত্রণালয়ের সংশ্লিষ্ট সূত্রে গতকাল মঙ্গলবার এসব তথ্য জানা গেছে। প্রধানমন্ত্রী তারেক রহমানের সঙ্গে গত সোমবার সচিবালয়ে ঢাকায় নিযুক্ত ভারতের হাইকমিশনার দীনেশ ত্রিবেদীর বৈঠক হয়। পরে স্বরাষ্ট্রমন্ত্রী সালাহউদ্দিন আহমদের সঙ্গেও বৈঠক করেন হাইকমিশনার। এসব বৈঠকে ওসমান হাদি হত্যা মামলার আসামিদের ভারত থেকে ফেরানোর বিষয়টি গুরুত্ব দিয়ে আলোচনা হয়। পরে বিষয়টি নিয়ে পররাষ্ট্রমন্ত্রী খলিলুর রহমানও সাংবাদিকদের ব্রিফ করেন।

স্বরাষ্ট্র মন্ত্রণালয়ের সংশ্লিষ্ট একজন কর্মকর্তা নাম প্রকাশ না করার শর্তে বলেন, স্বরাষ্ট্রমন্ত্রীর সঙ্গে বৈঠকে ভারতীয় হাইকমিশনারকে বিদ্যমান বন্দিবিনিময় ও প্রত্যর্পণ চুক্তি অনুযায়ী ভারতে অবস্থানরত চিহ্নিত পলাতক অপরাধীদের বাংলাদেশে ফেরত পাঠানোর অনুরোধ জানানো হয়। বিশেষ করে ওসমান হাদি হত্যা মামলার আসামিদের দ্রুত ফেরত দেওয়ার বিষয়ে গুরুত্ব দেওয়া হয়। ভারতীয় হাইকমিশনার আইনগত প্রক্রিয়া শেষ করে দ্রুত তাঁদের ফেরত দেওয়ার বিষয়ে আশ্বস্ত করেন।

মিশিগানের হ্যামট্রাম্যাকে প্রথমবারের মতো ‘আম কাঁঠালি’ উৎসব

পার্থ সারথী দেব, মিশিগান

যুক্তরাষ্ট্রের মিশিগানের হ্যামট্রাম্যাক সিটি হল পার্কে প্রথমবারের মতো অনুষ্ঠিত হয়েছে বাঙালির ঐতিহ্যবাহী ‘আম কাঁঠালি উৎসব’। গত ৯ আগস্ট (রোববার) বিকেল সাড়ে ৫টায় হ্যামট্রাম্যাক সিটি হল সংলগ্ন পার্কে এ উৎসবের আয়োজন করে মিশিগান থেকে প্রকাশিত পত্রিকা ইউএস বাংলা ডায়েরি।

পত্রিকাটির প্রধান সম্পাদক হারান কান্তি সেনের সভাপতিত্বে এবং সম্পাদক সঞ্জয় দেবের সঞ্চালনায় অনুষ্ঠানে বক্তব্য দেন সিটি কাউন্সিলর আবু মুসা, বাংলা প্রেস ক্লাব অব মিশিগান ইউএসএর সভাপতি পার্থ সারথী দেব, সাধারণ সম্পাদক জুয়েল খান, কবি ইশতিয়াক রুপু, সাবেক সচিব মো. আব্দুর রউফ, বাংলা সংবাদপত্রিকার সম্পাদক ইকবাল ফেরদৌস, সাংবাদিক চিন্ময় আচার্য, মিশিগান দুর্গা টেম্পলের সভাপতি পংকজ দাশ, কমিউনিটি নেতা গোলাম মোস্তফা খান, প্রবীণ শিক্ষক অমরেশ চন্দ্র দেবসহ অনেকে।

অনুষ্ঠানে স্বরচিত ‘আম কাঁঠালির পুঁথি’ পাঠ করেন হারান কান্তি সেন। সংগীত পরিবেশন করেন শর্মিলা দেব শর্মী ও কল্যাণী দেব চৌধুরী।

বক্তারা প্রবাসে বেড়ে ওঠা নতুন প্রজন্মের কাছে বাঙালির গ্রীষ্মকালীন ফল উৎসব ও গ্রামীণ ঐতিহ্যকে পরিচিত করে তুলতে এ ধরনের ব্যতিক্রমী আয়োজনের প্রশংসা করেন। তারা বলেন, আম কাঁঠাল শুধু ফল নয়, এটি বাঙালির আবেগ, শৈশবের স্মৃতি ও পারিবারিক সংস্কৃতির অংশ। ঝড়ের দিনে আম কুড়ানো কিংবা তপ্ত দুপুরে মুড়ি দিয়ে কাঁঠাল খাওয়ার স্মৃতি আজও অনেকের হৃদয়ে গেঁথে আছে। প্রবাসের ব্যস্ত জীবনে সেই স্মৃতিকে কিছুটা হলেও ফিরিয়ে আনা এবং নতুন প্রজন্মের কাছে বাঙালির এই ঐতিহ্য পৌঁছে দেওয়াই এ উৎসবের অন্যতম উদ্দেশ্য।

> নতুন প্রজন্মের কাছে বাঙালির গ্রীষ্মকালীন ফল উৎসব ও গ্রামীণ ঐতিহ্যকে পরিচিত করে তুলতে এ ধরনের ব্যতিক্রমী আয়োজন প্রশংসিত হয়।

উৎসবকে আরও বর্ণিল করে তুলতে নারীরা হলুদ শাড়ি এবং পুরুষেরা হলুদ পাঞ্জাবি পরে অনুষ্ঠানে যোগ দেন। মিশিগানের বিভিন্ন শহরে বসবাসরত বাংলাদেশি ও বাঙালিরা পরিবার পরিজন নিয়ে উৎসবে অংশগ্রহণ করেন। এ সময় পুরো আয়োজনজুড়ে সৃষ্টি হয় উৎসবমুখর পরিবেশ।

সবশেষে আয়োজকদের পক্ষ থেকে আম, কাঁঠাল, আনারস, খেজুর ও তরমুজ দিয়ে উপস্থিত অতিথি ও দর্শনার্থীদের আপ্যায়ন করা হয়। অনুষ্ঠানে উপস্থিত সবাইকে আয়োজকদের পক্ষ থেকে ধন্যবাদ জানানো হয়। উদ্যোক্তারা জানান, আগামী বছর থেকে প্রতি জুলাই মাসে নিয়মিতভাবে এ উৎসবের আয়োজন করা হবে।

রাজশাহী বিশ্ববিদ্যালয় অ্যালামনাই অ্যাসোসিয়েশন যুক্তরাষ্ট্র ইনকের আহ্বায়ক কমিটি গঠিত

রাজশাহী বিশ্ববিদ্যালয় অ্যালামনাই অ্যাসোসিয়েশন যুক্তরাষ্ট্র ইনকের (আরইউএএ ইউএসএ ইনক.) আহ্বায়ক কমিটি গঠন করা হয়েছে। ৯ আগস্ট রোববার রাজশাহী বিশ্ববিদ্যালয়ের বার্ষিক বনভোজন শেষে বিগত দুই বছরের মেয়াদোত্তীর্ণ কমিটি ভেঙে দিয়ে নতুন আহ্বায়ক কমিটি গঠন করা হয়।

সংগঠনের সম্মানিত উপদেষ্টা আব্দুর রাজ্জাক খানসহ অন্যান্য উপদেষ্টারা মিলে সাবেক সভাপতি ফতেনুর আলম বাবুকে আহ্বায়ক এবং মো. আসাদুজ্জামানকে সদস্য সচিব করে ১৩ সদস্যবিশিষ্ট আহ্বায়ক কমিটি গঠন করেন।

নতুন কমিটির অন্যান্য সদস্যরা হলেন—শফিকুর রহমান জন, জাভেদ খসরু, আহাদ জামান, শাহ্ শফি আনসারি, মো. রুহুল আমিন, সোনিয়া সুলতানা, মো. মাসুদ, এএইচএম কামাল মিল্টন, এইচএম ইস্রাফিল, সৈকত এবং মো. মনিরুজ্জামান বকুল।

সংগঠনের পক্ষ থেকে জানানো হয়, আগামী দিনগুলোতে এই আহ্বায়ক কমিটি অ্যালামনাই অ্যাসোসিয়েশনের কার্যক্রম পরিচালনা ও নতুন কমিটি গঠনের প্রস্তুতি নেবে।

মাফিয়া ব্যবসায়ীদের সঙ্গে আঁতাত মেনে নেওয়া হবে না

এনসিপির হুঁশিয়ারি

ঢাকা ডেস্ক

বিদ্যুৎ ও জ্বালানির মতো রাষ্ট্রীয় নিরাপত্তার সঙ্গে সম্পর্কিত জরুরি খাতকে কোনো অবস্থাতেই মাফিয়া বা লুটেরা ব্যবসায়ীদের মুনাফা লোটার হাতিয়ার হতে দেওয়া হবে না বলে হুঁশিয়ারি দিয়েছে জাতীয় নাগরিক পার্টি (এনসিপি)। গতকাল সোমবার এনসিপির আহ্বায়ক নাহিদ ইসলাম ও সদস্য সচিব আখতার হোসেন এক বিবৃতিতে এই হুঁশিয়ারি দেন।

ক্ষমতাসীন বিএনপি সরকারকে হুঁশিয়ারি দিয়ে তারা বলেন, ‘মাফিয়া ব্যবসায়ীদের সঙ্গে রাতের অন্ধকারে আঁতাত কিংবা জনগণের সম্পদ নিয়ে যে কোনো গোপন রফা কোনোভাবেই মেনে নেওয়া হবে না। অবিলম্বে এই আত্মঘাতী বেসরকারীকরণ নীতি ও অপপ্রক্রিয়া বাতিল করতে হবে এবং রাষ্ট্রীয় প্রতিষ্ঠানের হাতেই এই খাতের পূর্ণ পরিচালনা ও নিয়ন্ত্রণ নিশ্চিত করতে হবে।’

বিবৃতিতে বলা হয়, জাতীয় নিরাপত্তা ও সার্বভৌমত্বের অন্যতম প্রধান স্তম্ভ জ্বালানি খাতকে চিহ্নিত মাফিয়া ব্যবসায়ীদের হাতে তুলে দিয়ে রাষ্ট্র ও জনগণকে জিম্মি করার এক গভীর দেশবিরোধী অপচেষ্টা চালানো হচ্ছে। গণমাধ্যমের প্রতিবেদনে উন্মোচিত হয়েছে, কীভাবে আইনি বাধ্যবাধকতা ও রাষ্ট্রীয় নিয়মকানুনকে বৃদ্ধাঙুলি দেখিয়ে, ঋণ জালিয়াতি, ব্যাংক লুটপাট ও অর্থ পাচারের দায়ে অভিযুক্ত একটি বিতর্কিত মাফিয়া ব্যবসায়ী গোষ্ঠীকে জাতীয় পেট্রোলিয়াম বাণিজ্যের সিংহভাগ নিয়ন্ত্রণের চাবি তুলে দেওয়ার তোড়জোড় চলছে। দেশের জ্বালানি সার্বভৌমত্ব নিয়ে যে কোনো চক্রান্ত জনগণকে সঙ্গে নিয়ে কঠোরভাবে রুখে দেওয়া হবে।

জব জব জব

আপনি কি আমেরিকাতে একটি সরকারী জব খুজছেন? আপনার কি হাইস্কুল ডিপ্লোমা, ব্যাচেলর অথবা মাষ্টার ডিগ্রী আছে? বাংলাদেশ অথবা ইউএস থেকে যদি থাকে তাহলে আর দেরী না করে আমাদের টিমে যোগ দিন এবং আপনার পছন্দমত ফিল্ডে একটি প্রফেশনাল জবের জন্য চেষ্টা করুন।

সিভিল সার্ভিস পরীক্ষায় (সিটি, স্টেট এবং ফেডারেল জবের) আপনাদের সর্বোচ্চ স্কোর পাওয়ার জন্য আমাদের সর্বাত্তক প্রচেষ্টা থাকে এবং সেভাবেই আমরা প্রার্থীকে প্রস্তুত করে নেই। (ম্যাথ, ইংরেজী এবং অন্যান্য ট্রিকি প্রশ্নাবলী সমৃদ্ধ আমাদের নিজস্ব প্রিপারেশন গাইড ব্যাংক)। আমেরিকার অন্য স্টেট থেকেও আমাদের টিমে যোগ দিতে পারেন।

তাছাড়া প্রফেশনাল রিজুমি, কভার লেটার এবং ফেইস টু ফেইস ইন্টারভিউ-এর জন্য তৈরী করা হয়। যাদের একাউন্টিং বেকগ্রাউন্ড তাদেরকে কুইকবুক, পিচট্রি, পেরুল ও একাউন্টিং-এর টিউটরিংসহ সবাইকে কম্পিউটার বেসিক শিখানো হয়।

আগ্রহী প্রার্থীরা আজই যোগাযোগ করুন - ৭১৮-৫৩০-২৬০৫
email: roudro123@yahoo.com

এম এ জামান (বর্তমানে নিউইয়র্ক স্ট্যাট গভ-এ কর্মরত)
সাকসেস মাল্টিপারপাস এ্যান্ড ক্যারিয়ার কনসালটিং ফার্ম (প্রতিষ্ঠাতা)
সার্টিফাইড বিজনেস ক্যারিয়ার স্কুল টিচার, দ্যা স্টেট ইউনিভার্সিটি অফ নিউইয়র্ক (জব ডেভলপার)
প্রাক্তন সাবস্টিটিউট টিচার, নিউ ইয়র্ক সিটি ডিপার্টমেন্ট অফ এডুকেশন এবং
লেকচারার ইন একাউন্টিং, এম এল আই, নিউ ইয়র্ক, কুইন্স

MITU DISABILITY CENTER
MITU PHYSICAL THERAPY P.C.
MITU HOME CARE LLC.

RONJAN
(Disability Consultant)
646-730-8416

আপনি যদি অসুস্থ হন তাহলে প্রতি মাসে ৫০০-২৫০০ ডলার পেতে পারেন

JABBAR SHARIFF
Attorney & Counselor at Law

MITU DISABILITY CENTER
- স্টেট ডিসএ্যাবিলিটি (TANF)
- ফেডারেল ডিসএ্যাবিলিটি (SSI, SSDI)
- এখানে ডাক্তার দ্বারা ফিজিক্যাল থেরাপী দেওয়া হয়।
- ইমিগ্রেশনের বিষয়ে সাহায্য করা হয়।

পরীক্ষা ছাড়াই আমেরিকার সিটিজেনশীপ

N-648 WAIVER

MITU PHYSICAL THERAPY P.C.
আমরা যেকোন ধরনের ব্যাথা / জয়েন্ট পেইনের জন্য থেরাপী দিয়ে থাকি। ঘাড়ের ব্যাথা, পিঠের ব্যাথা, হার্টের ব্যাথা, গোড়ালীর ব্যাথা, নার্ভের ব্যাথা, অবস হওয়া, ঝিনঝিন করা, মাথা ধরা এবং সাইয়া টিকার ব্যাথা নিরাময়ের চিকিৎসা দিয়ে থাকি।
Nagah A. Alaidy
(ফিজিক্যাল থেরাপিষ্ট)

MITU HOME CARE LLC.
আপনি প্রতি সপ্তাহে আয় করুন
আপনার মা-বাবা, শ্বশুর-শাশুড়ী, আত্নীয়-স্বজন, প্রতিবেশী, বন্ধু-বান্ধব অথবা যেকোন রোগীকে স্বাস্থ্য সেবা দিয়ে অর্থ উপার্জন করুন। আমেরিকায় রোগীকে সেবা করার সম্পূর্ণ খরচ সরকার বহন করে থাকে।

3747, 73rd Street, Suite # 215
Jackson Heights, NY 11372
(Kings Plaza)
Phone: 718-701-2666, 646-730-8416, Fax: 718-225-1025
Email: bonijronjan@yahoo.com

KARNAFULLY HOME CARE

KARNAFULLY HOME CARE LLC

A TRUSTED INSTITUTION FOR HOME CARE SERVICES

WE ARE LICENSED HOME CARE SERVICES AGENCY

We Care
Your Family
Like Ours

LHCSAs

Our Services in New York Counties

We Provide The Following Home Care Services

HHA (Home Health Aide)
PCA (Personal Care Assistant)
CDPAP (Consumer Directed Personal Assistance Program)

Service Areas (Boroughs & Counties)

- Queens
- Nassau
- Suffolk
- Bronx
- Westchester
- Dutchess
- Orange
- Rockland
- Sullivan
- Ulster

Main Office
37-20 74th Street, 2nd Fl,
Jackson Heights, NY, 11372

Jamaica Office
167-18 Hillside Ave, 2nd Fl,
Jamaica, NY, 11432

NYS Department of Health LHCSAs

Mohammed Hasem, EA, MBA
President and CEO

MBA in Accounting
IRS Enrolled Agent
Admitted to Practice before the IRS
IRS Certifying Acceptance Agent

Fax: 347-338-6799
347-621-6640

একসিডেন্ট ও ইনজুরি কেইসেস
অভিজ্ঞ আমেরিকান ট্রায়াল আইনজীবি দ্বারা পরিচালিত আইনী প্রতিষ্ঠান
LAW OFFICES OF
SURDEZ & PEREZ, P.C.
SURDEZ & PEREZ, P.C.
We Specialize in Personal Injury and Negligence Cases
Call us:
718-482-7766, 917-562-1368
প্রয়োজনে আমরাই পৌঁছে যাব আপনার কাছে
পরামর্শের জন্য ফি লাগে না
Free Consultation
কেবলমাত্র কেইসে সাফল্য লাভের পরই আমরা ফি গ্রহণ করে থাকি
আমাদের কার্যক্রম ও পরামর্শের ক্ষেত্রসমূহ:
• গাড়ী দুর্ঘটনা
• বাস,ট্রেন অথবা মোটর সাইকেল
• ব্রেইন ইনজুরি
• এলিভেটর একসিডেন্ট
• স্কুল লায়াবিলিটি
• খেলার মাঠে দুর্ঘটনা
• বার্ণ ইনজুরি
• নির্মাণ কাজে দুর্ঘটনা
• পিছলে পড়ে গেলে
• লেড পয়জনিং
• কুকুর কামড়ালে
• ডাক্তারের ভুল চিকিৎসা
আমাদের বৈশিষ্ট্যসমূহ:
অভিজ্ঞতা সম্পন্ন ট্রায়াল এটর্ণী দ্বারা পরিচালিত একটি আইনী প্রতিষ্ঠান। সততা ও নিষ্ঠা। ক্লায়েন্টের পক্ষে রায়ের জন্য দক্ষতার সাথে সর্বাত্মক চেষ্টা। দ্রুত কেস সেটেলমেন্টের নিশ্চয়তা
যে কোন পরামর্শের জন্য যোগাযোগ করুন
Mohammed Ali
718-482-7766
917-562-1368
alimd@surdezlaw.com
alimd1040@yahoo.com
32-72 Steinway Street, Suite# 401
Astoria, NY 11103
www.surdezperezlaw.com

IMMIGRATION
ইমিগ্রেশন
TRANSLATION
TAX FILING
HELP
ইমিগ্রেশন
ট্রান্সলেশন
ট্যাক্স
Shamim Shahed
Certified Paralegal
Legal Investigator
• ফ্যামিলি ইমিগ্রেশন • অ্যাসাইলাম
• অ্যাক্সিডেন্ট • পারসোনাল ইনজুরি
• ডিভোর্স (আনকনটেস্টেড)
631-805-1051
TD BANK এর উল্টোপাশে, ইন্ডিয়া শাড়ি প্যালেস ISP-এর ২য় তলায়
Primavera 37-07 74th Street, Suite #3
Jackson Heights, NY 11372
We Work with
BHATTA LAW & ASSOCIATES

Foot Specialist
ALAM PODIATRY
পায়ের রোগ বিশেষজ্ঞ চিকিৎসক
70-17 37 Ave, Jackson Heights, NY 11372
166-05 Highland Ave, Suite L1, Jamaica, NY 11432
OUR SERVICES
Diabetic Foot Exam
Heel Injection
Ingrown Toenail
Fungal Toensails
Fracture Management
Diabetic Shoes
Foot Surgery
Vascular and nerve Testing
On-site X-ray Avaialbe
We Accept all Major insurance Plan
Dr, Sadi Alam, DPM
নিউ ইয়র্কে বাংলাদেশি চিকিৎসকের পরামর্শ নিন
No More
FOOT PAIN
CONTACT US
347-509-4470
www.alampodiatry.com
Accepting New Patients

মর্টগেজ
নিয়ে আপনি কি বাড়ী কিনতে চান?
Low Income, No Problem
MEADOWBROOK
FINANCIAL MORTGAGE BANKERS CORP.
Direct Lender
আমরা ফ্রি পরামর্শ দিয়ে থাকি
★ ট্যাক্সী ক্যাব এবং বিজনেস ওনারদের জন্য বিশেষ প্রোগ্রাম
★ এক বছরের ট্যাক্স ফাইল (১০৯৯) দিয়ে বাড়ী কিনতে পারেন মাত্র ৫% ডাউন পেমেন্ট
★ যারা হোম কেয়ারে কাজ করেন তাদের বিশেষ সুবিধা
646-920-4799
আপনাদের সেবাই আমাদের লক্ষ্য
● ব্যক্তিগত পরামর্শ
● ফ্রি এপ্রোভাল
● ইন্টারেষ্ট রেট কম
● ফাষ্ট ক্লোজিং
● ইনভেষ্টমেন্ট
● দ্রুত এবং বিশ্বস্ত
139-27 Queens Blvd, Jamaica, NY 11435
Akib Hussain

We Speak বাংলা, English, हिन्दी العربية
ALAM MEDICAL
লং আইল্যান্ডে ডিয়ার পার্কে
আপনার পরিবারের স্বাস্থ্যসেবা এখন হাতের নাগালে।
Dr. Rehana Alam
DO, DPM
Board certified family medicine physician
আমাদের সেবাসমূহ :
• হেলথ চেকআপ।
• দীর্ঘস্থায়ী (ক্রনিক) রোগ নির্ণয় ও ব্যবস্থাপনা (ডায়াবেটিস, উচ্চ রক্তচাপ ও অন্যান্য)।
• রোগ প্রতিষেধক টিকা প্রদান।
• শিশু ও কিশোর-কিশোরীদের স্বাস্থ্যসেবা।
• নারীদের স্বাস্থ্য পরীক্ষা ও সেবা, যার মধ্যে রয়েছে জরায়ুর ক্যান্সার নির্ণয়ের জন্য প্যাপ স্মিয়ার, গর্ভধারণ পরামর্শ ও মেনোপজ ব্যবস্থাপনা সহায়তা।
আমাদের সাথে যোগাযোগ করুন
Contact us 631-778-4048 1755 Deer Park Ave, Deer Park, NY 11729
www.alammedical.com

PEOPLE N TECH
A Global Leader in IT Training, Consulting, and Job Placement Since 2005
EARN 100K TO 200K PER YEAR
• Selenium Automation Testing
• SQL Server Database Administration
• Business Analyst
PROVIDED JOBS TO 7000+ STUDENTS.
100% JOB PLACEMENT
RECORD FOR THE LAST 17 YEARS.
Opportunity to get up to 50% scholarship for Bachelor's and Master's Degree as PeopleNTech Alumni from Partner University: www.wust.edu
Washington University of Science and Technology
Authorized Employment Agency by:
NYC Consumer and Worker Protection
Certified Training Institute by:
If you are making less than 80k/yr, contact now for two weeks free sessions:
info@piit.us 1-855-JOB-PIIT(1-855-562-7448) www.piit.us

AGRA PALACE RESTAURANT & PARTY HALL
আগ্রা প্যালেস রেষ্টুরেন্ট এণ্ড পার্টি হল
বিয়ে, জন্মদিন, বেবী শাওয়ার, গ্রাজুয়েশন, অভিষেক, সভা-সেমিনারসহ সকল ধরনের অনুষ্ঠানের জন্য একটি অভিজাত রেষ্টুরেন্ট ও পার্টি হল।
• সুন্দর ও মনোরম পরিবেশ।
• সু-সজ্জিত বিশাল পার্টি হল।
• অভিজ্ঞ ও দক্ষ শেফ এর তত্ত্বাবধানে তৈরী হালাল খাবার পরিবেশনা।
• ছোট বড় সকল ধরনের অনুষ্ঠানের জন্য আসন সংখ্যা ৫০ থেকে ৪৫০।
INDOOR & OUTDOOR CATERING AVAILABLE
বুকিং ও বিস্তারিত জানতে যোগাযোগ করুন
agra Palace Restaurant & Party Hall
ADDRESS: 116-33 Queens Blvd, Forest Hills, New York, NY 11375
Contact : (917) 362-1336, 929-521-2019 , 718-261-8880

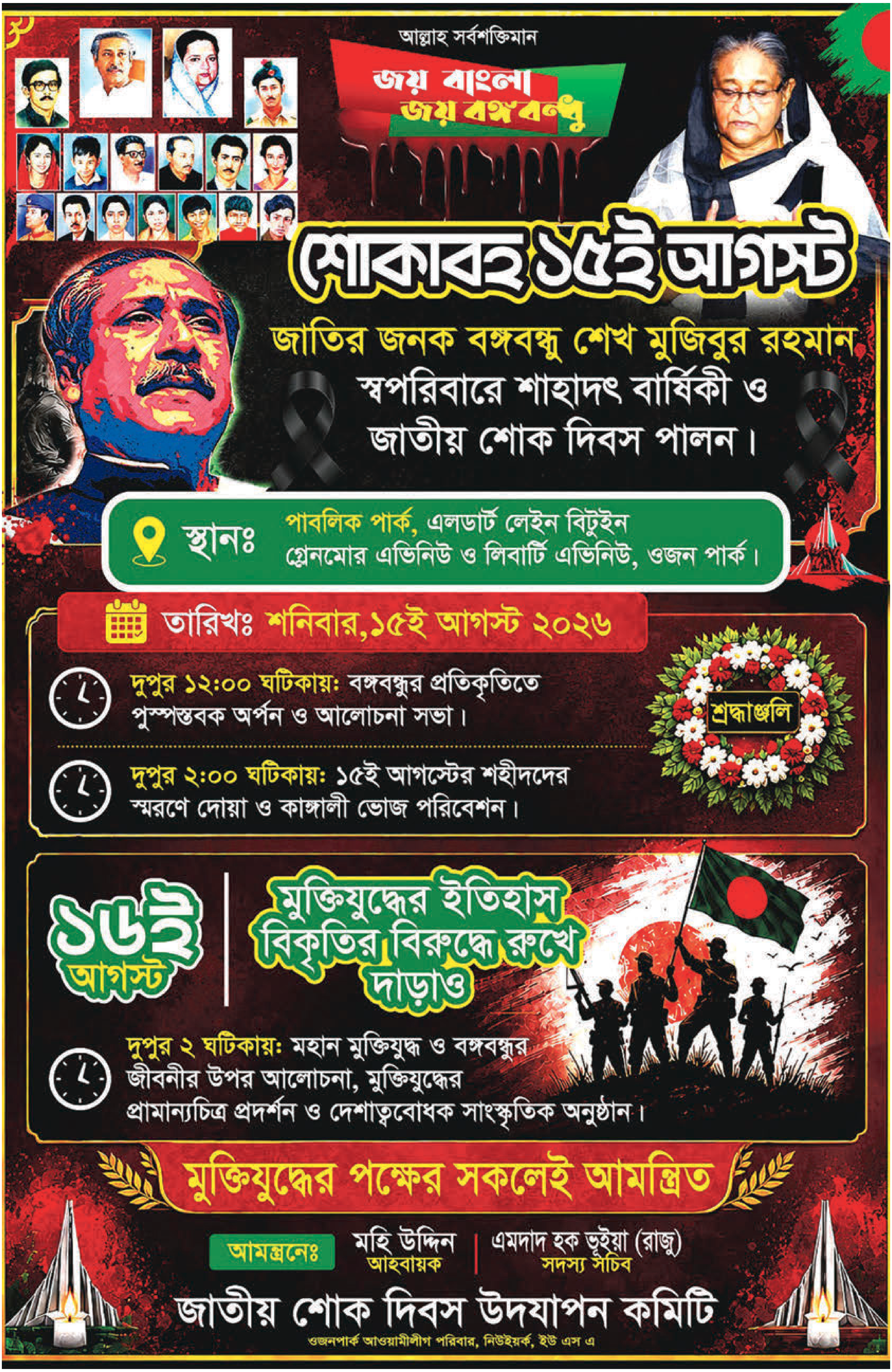
আল্লাহ সর্বশক্তিমান
জয় বাংলা
জয় বঙ্গবন্ধু
শোকাবহ ১৫ই আগস্ট
জাতির জনক বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিবুর রহমান
স্বপরিবারে শাহাদৎ বার্ষিকী ও
জাতীয় শোক দিবস পালন।
স্থানঃ
পাবলিক পার্ক, এলডার্ট লেইন বিটুইন
গ্রেনমোর এভিনিউ ও লিবার্টি এভিনিউ, ওজন পার্ক।
তারিখঃ শনিবার,১৫ই আগস্ট ২০২৬
দুপুর ১২:০০ ঘটিকায়: বঙ্গবন্ধুর প্রতিকৃতিতে
পুস্পস্তবক অর্পন ও আলোচনা সভা।
দুপুর ২:০০ ঘটিকায়: ১৫ই আগস্টের শহীদদের
স্মরণে দোয়া ও কাঙ্গালী ভোজ পরিবেশন।
শ্রদ্ধাঞ্জলি
১৫ই আগস্ট
মুক্তিযুদ্ধের ইতিহাস
বিকৃতির বিরুদ্ধে রুখে
দাড়াও
দুপুর ২ ঘটিকায়: মহান মুক্তিযুদ্ধ ও বঙ্গবন্ধুর
জীবনীর উপর আলোচনা, মুক্তিযুদ্ধের
প্রামান্যচিত্র প্রদর্শন ও দেশাত্ববোধক সাংস্কৃতিক অনুষ্ঠান।
মুক্তিযুদ্ধের পক্ষের সকলেই আমন্ত্রিত
আমন্ত্রনেঃ
মহি উদ্দিন
আহবায়ক
এমদাদ হক ভুইয়া (রাজু)
সদস্য সচিব
জাতীয় শোক দিবস উদযাপন কমিটি
ওজনপার্ক আওয়ামীলীগ পরিবার, নিউইয়র্ক, ইউ এস এ

NY HOME CARE

Get paid to take care of your loved ones

আমরা সর্বোচ্চ পেমেন্ট করে থাকি

আপনার বিশ্বস্ত হোম কেয়ার এজেন্সী

37-18, 73 Street, Suite # 402, Jackson Heights, NY 11372

718-874-0047

Email:info@yourdreamhomecare.com
www.yourdreamhomecare.com

Contact with us
718-874-0047
Email: info@yourdreamhomecare.com

We Hire & Train HHA/PCA Certificate Holders AIDES

আমরা HHA/PCA সার্টিফিকেটসহ এইডস প্রশিক্ষণ ও নিয়োগ দিচ্ছি

M AZIZ
CEO & President
Your Dream Home Care
Ex-President & Chairman
Board of Trustee
Bangladesh Society Inc. USA

প্রতি সোম, বুধ ও শুক্রবার বাসা ভাড়া, মেডিকেইড ও ফুড স্ট্যাম্পের আবেদনে আমরা সহায়তা করি।

বাড়ীভাড়া বাবদ ৮০০ ডলার বা তার অধিক পেতে সহায়তা করি

পারিবারিক স্বাস্থ্যসেবা সম্পর্কে বিস্তারিত জানতে যোগাযোগ করুন

Head Office
37-18, 73 Street, Suite # 402
Jackson Heights, NY 11372
(718) 874-0047, 917-560-0129

এ কাজের জন্য প্রশিক্ষণের প্রয়োজন নাই।
- আমরা কোনো ফি নেই না।
- আপনার প্রিয়জনের সমস্ত খরচ মেডিকেইড বহন করবে এবং এটি সম্পূর্ণ আইনসম্মত।
- কেইস ট্রান্সফারের মাধ্যমে বেশি অর্থ উপার্জন করুন।

Jamaica Office: 168-25A Hillside Ave, 2nd Floor Jamaica, NY 11432 (718) 725-1332, (718) 971-0054	**Jamaica Office:** 168-47 Hillside Ave, 2nd Floor Jamaica, NY 11432 (929) 400-4785, (718)874-0047	**Sutphin Branch Mohammad Khair**(Director) 97-01 Sutphin, Blvd Jamaica NY 11435 (929)-225-0746, (718) 755-0153 (718) 718-874-0047	**Ozone Park Office** 7721-101 Ave. Ozone Park New York 11416 (718) 874-0047, 347-771-0115
Ozone Park Office 720 Liberty Ave, Brooklyn NY 11208 (646) 500-1657, (718)874-0047	1088 Liberty Avenue, Brooklyn NY 11208 (929) 283-8432	**Fulton Office:** 584 Nostrand Ave. NY 11216 (646) 5001657	**Bronx Office** 2140 Starling Ave. Bronx, NY 10462 917-391-4841, 718-874-0047 (Office) Fax 718-874-0069
Bangladesh Plaza 3105 Bally Ave. Buffalo NY 14215 (347) 357-4252, (347) 520-9699	**Buffalo Office:** 1155 Broadway Buffalo, NY 14212 (347) 335-3617, (718) 874-0047	1299 Harlam Road Buffalo, NY 14094 (716) 400 1446	**Albany Office** 114 Quail St. Albany, NY 12203 518-379-5496, 518-243-9096 718-864-2061

জ্যাকসন হাইটসের প্রাণ কেন্দ্রে

সবধরণের ইমিগ্রেশন সমস্যায়

KHAIRUL BASHAR LAW OFFICES

দীর্ঘ অভিজ্ঞতা সম্পন্ন এটর্নি

আমরা যেসব বিষয়ে পরামর্শ দিয়ে থাকি
- ফ্যামিলি ইমিগ্রেশন ও সিটিজেনশিপ
- এসাইলাম ও ডিপোর্টেশন ডিফেন্স
- ওয়েভারস (1-601, 1-601A & 1-212)
- বর্ডারে গ্রেফতার, ডিটেনশন ও বন্ড
- আপিল ও রিট অব ম্যান্ডামাস
- U ভিসা, VAWA & SIJS
- EB-1 EB-2 NIW & EB-3
- বিজনেস ও বিনিয়োগ বিষয়ক ইমিগ্রেশন
- কন্স্যুলার প্রসেসিং ও 221(g) ভিসা রিফিউজাল

KHAIRUL BASHAR, MBA, LL.M.
ATTORNEY AT LAW

CALL NOW
(718) 775-8509 - (212) 464-8620

আমাদের সাথে যোগাযোগ করুন

7232 Broadway, Suite 301-302
Jackson Heights, NY 11372
Khairul@basharlaw.com

1629 K Street NW, Suite 300
Washington, D.C. 20006
(888) 771-4529

KHAIRUL BASHAR LAW OFFICES

#Khairul Basharlaw
www.basharlaw.com
+1 (202) 983- 5504

Admitted in Washington, D.C. and Alabama State Bar | Parctice Limited to U.S. Immigration & Nationality Law in all 50 States

রিয়েল এস্টেট ইনভেস্টমেন্ট

Nurul Azim

Your Any Question Contact Here
+1 516 451 3748

- প্রাইভেট অকশনের বাড়ি
- পাবলিক অকশনের বাড়ি
- ব্যাংক মালিকানা বাড়ি
- শর্ট-সেল ও REO প্রপার্টি

Eastern Investment
150 Great Neck Road, Great Neck, NY 11021
nurulazim67@gmail.com

ডিম হিমায়িত করার ঘোষণার পর ছড়াল বিচ্ছেদের গুঞ্জনও

আলোচনায় ওকাসিও

নিউজ ডেস্ক

মার্কিন কংগ্রেসের বহুল আলোচিত মুখ আলেকজান্দ্রিয়া ওকাসিও-কর্তেজ এই সপ্তাহে নিজেই জানালেন, তিনি তাঁর ডিম হিমায়িত করার (এগ ফ্রিজিং) প্রক্রিয়া শুরু করেছেন। নিজের ভাষায়, জীবনের ওপর "আরও নিয়ন্ত্রণ" অনুভব করার জন্য। ইনস্টাগ্রামে নিজের ইনজেকশন নেওয়ার ছবি পোস্ট করে বিষয়টি প্রকাশ্যে আনেন ৩৬ বছর বয়সী এই ডেমোক্র্যাটিক কংগ্রেসওম্যান, যিনি "স্কোয়াড" নামে পরিচিত প্রগতিশীল ডেমোক্র্যাট গোষ্ঠীর অন্যতম মুখ হিসেবে পরিচিত।

তবে এই ঘোষণার পরপরই ওয়াশিংটনের রাজনৈতিক মহলে ছড়িয়ে পড়েছে ভিন্ন এক জল্পনা। দীর্ঘদিনের বাগদত্তা রাইলি রবার্টসের সঙ্গে তাঁর সম্পর্ক নিয়ে। ২০২২ সালের এপ্রিলে বাগদান হওয়া এই যুগলের মধ্যে দূরত্বের ইঙ্গিত মিলছে বলে দাবি করছে মার্কিন কিছু সংবাদমাধ্যম। সাম্প্রতিক মাসগুলোয় তাঁর হাতে বাগদানের আংটি দেখা যায়নি, এমনকি মে মাসে ম্যানহাটনের এক রেস্তোরাঁয় তোলা একটি ছবিতেও তা অনুপস্থিত ছিল। ডিম হিমায়িত করার বিষয়ে তাঁর বাগদত্তা কতটা সমর্থন জানিয়েছেন — এমন প্রশ্নের জবাবে ওকাসিও-কর্তেজ কেবল বলেন, তাঁর কাছের সবাই এই সিদ্ধান্তে পাশে আছেন — রবার্টসের নাম আলাদাভাবে উল্লেখ না করেই।

এই সম্পর্ক নিয়ে জল্পনা অবশ্য নতুন কিছু নয়, বরং তা যুক্ত হয়েছে আরও একটি প্রশ্নের সঙ্গে। ২০২৮ সালের প্রেসিডেন্ট নির্বাচন বা সিনেটে প্রতিদ্বন্দ্বিতার সম্ভাব্য প্রার্থী হিসেবে তাঁর নাম যেভাবে আলোচিত হচ্ছে। তার সঙ্গে এই সম্পর্কের ভবিষ্যৎ কোনোভাবে জড়িত কি না। মার্কিন সংবাদমাধ্যমের দাবি, রবার্টস কংগ্রেসওম্যানের আর্থিক প্রকাশনায় (ফিন্যান্সিয়াল ডিসক্লোজার) বহুদিন ধরেই অনুপস্থিত। সর্বশেষ তাঁর নাম উঠেছিল ২০২২ সালের আগস্টে ইতালি সফরের প্রসঙ্গে, যেখানে তাঁকে "স্পাউস" হিসেবে দেখিয়ে খরচ মওকুফের সুবিধা নেওয়া হয়েছিল। একই বছর মেট গালায়ও এই যুগল একসঙ্গে উপস্থিত হয়েছিলেন, যেখানে ওকাসিও-কর্তেজের পরিহিত আলোচিত "ট্যাক্স দ্য রিচ"

পোশাক নিয়ে পরবর্তীতে হাউস এথিকস কমিটির তদন্তও হয়। কমিটির প্রতিবেদনে বলা হয়েছিল, রবার্টস প্রাতিষ্ঠানিকভাবে "স্পাউস"-এর সংজ্ঞায় পড়েন না বলে বিষয়টি আগেই কংগ্রেসওম্যানকে জানানো উচিত ছিল, এবং আইনত বিবাহিত সদস্যদের জন্য যেমন আর্থিক তথ্য প্রকাশের বাধ্যবাধকতা থাকে, রবার্টসের ক্ষেত্রে তা প্রযোজ্য হয়নি।

২০১৮ সালে তৎকালীন ক্ষমতাসীন কংগ্রেসম্যান জোসেফ ক্রাউলিকে পরাজিত করে ইতিহাস গড়ে সবচেয়ে কম বয়সে কংগ্রেসে নির্বাচিত হওয়ার সময় থেকেই রবার্টস তাঁর সঙ্গী ছিলেন। পুয়ের্তোরিকোয় পরিবারের আদি বাড়িতে বেড়াতে গিয়ে তাঁদের বাগদান হয়েছিল বলে জানা যায়। যদিও এরপর বছরের পর বছর পার হলেও বিয়ের আনুষ্ঠানিকতা সারেননি এই যুগল। এ বিষয়ে কংগ্রেসওম্যান বা তাঁর বাগদত্তা — কেউই সংবাদমাধ্যমের একাধিক জিজ্ঞাসার সরাসরি জবাব দেননি, ফলে বিচ্ছেদের এই আলোচনা এখনো নিশ্চিত তথ্যের বদলে জল্পনা-নির্ভর হিসেবেই থেকে যাচ্ছে।

স্ট্র্যান্ডের তিনতলায় যখন জারিনার গল্প বলছিলেন পারমিতা

ইব্রাহীম চৌধুরী

নিউইয়র্কের ঐতিহ্যবাহী স্ট্র্যান্ড বুকস্টোরের তিনতলায় বৃহস্পতিবার সন্ধ্যাটা ছিল একেবারেই অন্যরকম এক সন্ধ্যা। টিকিট কেটে, বই কিনে তবেই ঢুকতে হয়েছে ভেতরে, অথচ সাতটা বাজার আগেই প্রতিটি আসন ভরে গিয়েছিল। শেষ হয়ে গিয়েছিল টেবিলে থাকা সব কটি বইও। যাঁরা একটু দেরিতে পৌঁছেছেন, তাঁদের বই ছাড়াই টিকিট হাতে ঢুকতে হয়েছে হলঘরে। এমন ভিড় ঠেলেই আত্মপ্রকাশ ঘটল পি. পারমিতার প্রথম উপন্যাস 'অ্যাপেটাইট'-এর।

ঘণ্টাখানেক ধরে লেখক হ্যালি জ্যাকবসনের সঙ্গে আলাপচারিতায় পারমিতা বলে গেলেন নিজের লেখক হয়ে-ওঠার গল্প। ঢাকার সানবিমস স্কুলের এক মেয়ে কীভাবে পাড়ি দিয়েছিলেন কলাম্বিয়া বিশ্ববিদ্যালয়ে, ক্রিয়েটিভ রাইটিংয়ে এমএফএ করতে করতে কীভাবে জন্ম নিল জারিনা — তাঁর উপন্যাসের সেই চরিত্র, যে একজন বাংলাদেশি অভিবাসী, রেস্তোরাঁর রাঁধুনি, আবার রেসলিংয়েরও একনিষ্ঠ ভক্ত, আর যার স্বপ্ন বাংলাদেশের খাবারকে বাংলাদেশের নামেই তুলে ধরা এই আমেরিকায়। সাবলীল, নির্ভার কথামালায় পারমিতা যেভাবে বলছিলেন, তাতে হলঘর

ভরা মানুষ হাসিতে-করতালিতে বারবার উষ্ণ হয়ে উঠছিল। যেন গল্পটা শুধু জারিনার নয়, একটু একটু করে সবারই।

দর্শকসারিতে ছিলাম আমরাও — আর ছিলেন পারমিতার বাবা আনিসুল হক ও মা মেরিনা ইয়াসমিন, মেয়ের এই মাইলফলক উদযাপনে। নিউইয়র্কের বাইরে থেকেও অনেকে এসেছিলেন সেদিন, এসেছিলেন প্রবাসের কিছু পরিচিত স্বদেশি মুখও। প্রশ্নোত্তর পর্ব শেষে যখন পারমিতা পাঠকদের বইয়ে অটোগ্রাফ দিচ্ছিলেন, ততক্ষণে ডায়াল প্রেস (পেঙ্গুইন র‍্যান্ডম হাউস) থেকে প্রকাশিত 'অ্যাপেটাইট'-এর সবগুলো কপি বিক্রি হয়ে গেছে বইঘরে — একজন প্রথমবারের ঔপন্যাসিকের জন্য যা নেহাত মন্দ সূচনা নয়।

অনুষ্ঠান শেষে নদী পেরিয়ে আমরা গিয়ে বসেছিলাম লং আইল্যান্ড সিটির হ্যালো বাংলাদেশ রেস্তরায়। দেশি খাবারের টেবিলে। আলু ভর্তা, চিংড়ি, সবজি, দই-মিষ্টি সাজানো সেই আয়োজনে বিদেশি অতিথিরাও চেটেপুটে খেলেন সবটুকু। জারিনার স্বপ্নটাই সেই রাতে একটুখানি সত্যি হয়ে উঠল, বাংলাদেশের খাবার তার নিজের নামেই জয় করে নিল কিছু নতুন জিভ। স্ট্র্যান্ডের তিনতলা থেকে লং আইল্যান্ড সিটির খাবারের টেবিল পর্যন্ত — পুরো সন্ধ্যাটাই যেন হয়ে রইল পারমিতার লেখক হয়ে ওঠার উদ্‌যাপন। আমাদের জন্যও এক টুকরো গর্বের রাত।

অভিনন্দন, পি. পারমিতা।

বাব আল-মান্দেবে হামলায় কার্গো জাহাজে নিহত দুই

উত্তর আমেরিকা ডেস্ক

ব্রিটিশ সামুদ্রিক নিরাপত্তা সংস্থা ভ্যানগার্ড জানিয়েছে, ইয়েমেনের দক্ষিণ উপকূলের কাছে বাব আল-মান্দেব প্রণালির কাছে একটি কার্গো জাহাজে হামলায় অন্তত দুজন নিহত হয়েছেন।

সংবাদ সংস্থা এএফপি ইয়েমেনের কোস্ট গার্ডের একটি সূত্রের বরাত দিয়ে জানিয়েছে, লোহিত সাগরের প্রবেশমুখে জাহাজটিতে ইরান-সমর্থিত হুথিরা হামলা চালায়। সূত্রটি আরও জানায়, বাকি ক্রু সদস্যদের উদ্ধার করা হয়েছে।

এএফপিকে আরেকটি সূত্রও ঘটনার সত্যতা নিশ্চিত করেছে। ওই সূত্র জানায়, উদ্ধার অভিযান চলাকালে জাহাজটি আরও একটি হামলার লক্ষ্যবস্তু হয়।

ওদিকে ভ্যানগার্ড জানিয়েছে, নিহত দুজন হলেন- একজন পাকিস্তানি নাগরিক এবং একজন ইন্দোনেশিয়ার নাগরিক। এছাড়া আরও চারজন আহত হয়েছে। আহতদের মধ্যে তিনজন পাকিস্তানি নাগরিক এবং একজন ইন্দোনেশিয়ার নাগরিক।

সংস্থাটি আরও জানিয়েছে, ‘হামলার পর ইয়েমেনি নৌবাহিনী জাহাজটিকে সহায়তা করতে এগিয়ে আসে। কিন্তু তাদের লক্ষ্য করেও গুলি চালানো হয়, যার ফলে হতাহতের ঘটনা ঘটে।’

এর আগে ব্রিটিশ মেরিটাইম ট্রেড অপারেশনস কর্তৃপক্ষ জানিয়েছে, ওমান সাগরে একটি তেলবাহী ট্যাংকার ও সামরিক বাহিনীর মধ্যে একটি ঘটনার খবর তারা পেয়েছে।

জাহাজ উদ্ধার ও রক্ষণাবেক্ষণের কাজে নিয়োজিত ভ্যানগার্ড ইনস্টিটিউট তখন জানায়, তারা খবর পেয়েছে যে- পানামার পতাকাবাহী একটি কনটেইনার জাহাজ ওমান সাগর দিয়ে পশ্চিম থেকে পূর্ব দিকে যাওয়ার সময় এবং পাকিস্তানের উপকূলের কাছাকাছি অবস্থানকালে একটি হেলিকপ্টার থেকে ছোড়া ক্ষেপণাস্ত্রের লক্ষ্যবস্তু হয়।

নিউইয়র্কে মিলন মোল্লার ছেলে সাজিদ মিলনের বিবাহোত্তর সংবর্ধনা

নিউইয়র্কে কমিউনিটি অ্যাক্টিভিস্ট ও সমাজসেবক মিলন মোল্লার ছেলে সাজিদ মিলন ও নূর এ পারভিনের বিবাহোত্তর সংবর্ধনা আনন্দঘন পরিবেশে অনুষ্ঠিত হয়েছে। গত ৮ আগস্ট (শনিবার) সন্ধ্যায় কুইন্সের উডহ্যাভেন ম্যানরে এ সংবর্ধনা অনুষ্ঠানের আয়োজন করা হয়।

মিলন মোল্লা নিউইয়র্কের বাংলাদেশি কমিউনিটিতে একজন পরিচিত সমাজসেবক ও কমিউনিটি অ্যাক্টিভিস্ট হিসেবে বিভিন্ন সামাজিক ও আঞ্চলিক সংগঠনের কর্মকাণ্ডে দীর্ঘদিন ধরে যুক্ত রয়েছেন। তার ছেলের বিবাহোত্তর সংবর্ধনা উপলক্ষে কমিউনিটি অ্যাক্টিভিস্ট, বিভিন্ন সংগঠনের নেতৃবৃন্দ, সাংবাদিক, সুধী সমাজের প্রতিনিধি, শিল্পী ও সাংস্কৃতিক ব্যক্তিবর্গসহ বিভিন্ন শ্রেণি-পেশার মানুষ অনুষ্ঠানে উপস্থিত হয়ে নবদম্পতিকে শুভেচ্ছা জানান।

অনুষ্ঠানে অতিথিরা সাজিদ মিলন ও নূর এ পারভিনকে ফুলেল শুভেচ্ছা ও অভিনন্দন জানান এবং তাদের সুখী ও সমৃদ্ধ দাম্পত্য জীবনের জন্য শুভকামনা করেন। স্বজন, বন্ধু ও শুভাকাঙ্ক্ষীদের উপস্থিতিতে পুরো অনুষ্ঠানটি আনন্দ ও উৎসবমুখর পরিবেশে পরিণত হয়।

ছেলের বিবাহোত্তর সংবর্ধনায় উপস্থিত হওয়া অতিথিদের প্রতি কৃতজ্ঞতা প্রকাশ করে মিলন মোল্লা বলেন, তার ছেলের জীবনের বিশেষ এই দিনে যারা উপস্থিত হয়ে নবদম্পতিকে শুভেচ্ছা ও আশীর্বাদ করেছেন, তাদের প্রতি তিনি আন্তরিকভাবে কৃতজ্ঞ। তিনি ছেলে সাজিদ মিলন ও পুত্রবধূ নূর এ পারভিনের দাম্পত্য জীবন যেন সুখী, সুন্দর ও শান্তিময় হয়, সেজন্য সবার কাছে দোয়া কামনা করেন।

নিউইয়র্কে কবিরহাট উপজেলা অ্যাসোসিয়েশন অব ইউএসএর বর্ণাঢ্য বনভোজন

নিউইয়র্কে উৎসবমুখর পরিবেশে কবিরহাট উপজেলা অ্যাসোসিয়েশন অব ইউএসএর তৃতীয় বনভোজন অনুষ্ঠিত হয়েছে। গত ২ আগস্ট স্থানীয় বাংলাদেশি কমিউনিটির সদস্যদের অংশগ্রহণে হেম্পস্টেড লেক স্টেট পার্কে আয়োজিত এ বনভোজনে দিনব্যাপী আনন্দ, আড্ডা, খেলাধুলা ও সাংস্কৃতিক অনুষ্ঠানের আয়োজন করা হয়।

অনুষ্ঠানে কবিরহাট উপজেলার বিভিন্ন ইউনিয়ন ও এলাকার প্রবাসীরা অংশ নেন। দীর্ঘদিন পর স্বজন, বন্ধু ও পরিচিতজনদের সঙ্গে মিলিত হওয়ার সুযোগ পেয়ে অংশগ্রহণকারীদের মধ্যে ব্যাপক উৎসাহ-উদ্দীপনা দেখা যায়। শিশু-কিশোরদের জন্যও বিভিন্ন খেলাধুলা ও বিনোদনমূলক আয়োজন ছিল।

এদিন সকালে সংগঠনটির উপদেষ্টা সাহাবুদ্দিন চৌধুরী বেলুন উড়িয়ে বনভোজনের আনুষ্ঠানিক উদ্বোধন করেন। পরে সকালের নাস্তা, দুপুরের খাবার, নানা ধরনের খেলাধুলা, গান, আড্ডা, সাংস্কৃতিক অনুষ্ঠান ও র‍্যাফেল ড্র অনুষ্ঠিত হয়। দিনব্যাপী নানা আয়োজনের মধ্য দিয়ে আনন্দ-উৎসবের পরিবেশে বনভোজনের সমাপ্তি ঘটে।

এতে প্রধান অতিথি হিসেবে উপস্থিত ছিলেন নোয়াখালী-৫ আসনের সংসদ সদস্য আলহাজ মোহাম্মদ ফখরুল ইসলাম। তিনি বলেন, এ ধরনের আয়োজন প্রবাসী ও স্থানীয়দের মধ্যে পারস্পরিক সম্পর্ক ও ভ্রাতৃত্ববোধ আরও সুদৃঢ় করতে গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা রাখে। ব্যস্ত জীবনের বাইরে সবাইকে একত্রিত করে আনন্দ ও সৌহার্দ্য ভাগাভাগির সুযোগ করে দেওয়ায় আয়োজকদের ধন্যবাদ জানান তিনি। সংগঠনের যেকোনো ভালো ও জনকল্যাণমূলক উদ্যোগে পাশে থাকার প্রত্যয় ব্যক্ত করে তিনি সংগঠনের উত্তরোত্তর সাফল্য ও সমৃদ্ধি কামনা করেন।

কবিরহাট উপজেলা অ্যাসোসিয়েশন অব ইউএসএর কার্যনির্বাহী কমিটির সাধারণ সম্পাদক ইমতিয়াজ আহমেদের সঞ্চালনা অনুষ্ঠানে সংগঠনের সভাপতি মির্জা মোহাম্মদ হোসেন, বনভোজন আয়োজন কমিটির আহ্বায়ক মোহাম্মদ শফিউল বাশার এবং সদস্য-সচিব আবু নাসের চৌধুরীসহ সংগঠনের সহসভাপতি, যুগ্ম সাধারণ সম্পাদক, সাংগঠনিক সম্পাদক, অর্থ সম্পাদক, তথ্য ও প্রযুক্তি সম্পাদক, আপ্যায়ন সম্পাদক, প্রচার সম্পাদক, সমাজকল্যাণ সম্পাদকসহ বিভিন্ন পর্যায়ের নেতৃবৃন্দ উপস্থিত ছিলেন।

বনভোজন আয়োজনে বিভিন্ন ব্যক্তি ও প্রতিষ্ঠান সহযোগিতা করেন। এতে গ্র্যান্ড স্পনসর ছিল ইককোভিশন। টাইটেল স্পন্সর ছিলেন গ্রেটার নোয়াখালী সোসাইটি ইউএসএ’র সভাপতি জাহিদ মিন্টু। সাংস্কৃতিক পৃষ্ঠপোষক ছিলেন এমডি শফিক। ডায়মন্ড পৃষ্ঠপোষক ছিলেন আরিবা কনস্ট্রাকশন ইনকের সভাপতি আয়ুব নবী।

অনুষ্ঠানে পৃষ্ঠপোষক হিসেবে আরও ছিলেন সন্দ্বীপ এডুকেশন সোসাইটি ইউএসএর সাবেক সভাপতি ও ট্রাস্টি বোর্ডের সদস্য ইকবাল হায়দার, আর অ্যান্ড এসএস জেনারেল কনস্ট্রাকশনের সভাপতি রিয়াজ খান, আরএফ কনস্ট্রাকশন এনওয়াই করপোরেশনের সভাপতি আওলাদ হোসাইন এবং বিশিষ্ট ব্যবসায়ী ও কমিউনিটি নেতা নূর মোহাম্মদসহ আরও অনেকে।

এ সময় সংগঠনের সভাপতি মির্জা মোহাম্মদ হোসেন ও সাধারণ সম্পাদক ইমতিয়াজ আহমেদ প্রবাসে কবিরহাটবাসীর মধ্যে ঐক্য, সৌহার্দ্য ও পারস্পরিক সহযোগিতা আরও জোরদারের ওপর গুরুত্ব দেন। তারা বলেন, এ ধরনের আয়োজনের মাধ্যমে প্রবাসে বসবাসরত কবিরহাটবাসীর মধ্যে যোগাযোগ ও ভ্রাতৃত্বের বন্ধন আরও দৃঢ় হয়। ভবিষ্যতেও সংগঠনের পক্ষ থেকে এ ধরনের সামাজিক ও সাংস্কৃতিক আয়োজন অব্যাহত রাখার প্রত্যাশা ব্যক্তও করেন তারা।

অঙ্গন
পার্টি হল
ANGAN PARTY HALL
89-16, 175 Street
Jamaica NY 11432
বিয়ে
জন্মদিন
আকিকা
বেবি শাওয়ার
বিবাহ বার্ষিকী
সভা-সেমিনার
জ্যামাইকায় অবস্থিত ৬০০০ বর্গফুটের
সম্পূর্ণ নতুন অঙ্গন পার্টি হল থেকে
শুরু হোক আপনার স্মৃতিগুলো
এখানে
রেগুলার
ইভেন্টসহ
যে কোনো
অনুষ্ঠানের
জন্য বুকিং
নেওয়া হয়
929-512-6426
ইমেইল:
anganhallny@gmail.com

নিউইয়র্কে বর্ণাঢ্য আয়োজনে অনুষ্ঠিত হলো গ্লোবাল শর্ট ফিল্ম ফেস্ট ২০২৬

উত্তর আমেরিকা অফিস

নিউইয়র্কে বিশ্বের বিভিন্ন দেশের চলচ্চিত্র নির্মাতা, শিল্পী, কলাকুশলী ও অতিথিদের অংশগ্রহণে বর্ণাঢ্য আয়োজনে অনুষ্ঠিত হলো গ্লোবাল শর্ট ফিল্ম ফেস্ট ২০২৬ এর প্রথম আসর। গত ৮ আগস্ট শনিবার নিউইয়র্কের দুটি ভেন্যুতে দিনব্যাপী অনুষ্ঠিত হয় আন্তর্জাতিক স্বল্পদৈর্ঘ্য চলচ্চিত্র ও প্রামাণ্যচিত্রের এই উৎসব।

এবারের উৎসবে ৩৮টি দেশ থেকে ২৮২টি স্বল্পদৈর্ঘ্য চলচ্চিত্র ও প্রামাণ্যচিত্র জমা পড়ে। দীর্ঘ বাছাই ও মূল্যায়ন প্রক্রিয়া শেষে সেখান থেকে নির্বাচিত ৩০টি চলচ্চিত্র উৎসবের দুটি ভেন্যুতে প্রদর্শিত হয়। ১১টি বিভাগে পুরস্কারের পাশাপাশি একটি বিশেষ পুরস্কারসহ মোট ১২টি পুরস্কার দেওয়া হয়।

বিভিন্ন ভাষা ও সংস্কৃতির চলচ্চিত্র নির্মাতা, শিল্পী, কলাকুশলী এবং চলচ্চিত্রসংশ্লিষ্ট ব্যক্তিদের অংশগ্রহণে উৎসবটি পরিণত হয় আন্তর্জাতিক চলচ্চিত্রের মিলনমেলায়। আমন্ত্রিত অতিথিদের উপস্থিতিও পুরো আয়োজনে যোগ করে ভিন্ন মাত্রা।

এবারের উৎসবে সেরা স্বল্পদৈর্ঘ্য চলচ্চিত্র পুরস্কার পেয়েছে যুক্তরাষ্ট্রের ‘বানানা ট্রায়াঙ্গেল সিক্স’। চলচ্চিত্রটির পরিচালক মার্ক ই ক্র্যান্ডাল। সেরা স্বল্পদৈর্ঘ্য প্রামাণ্যচিত্র নির্বাচিত হয়েছে যুক্তরাষ্ট্রের ‘ব্যাক টু ওয়ান, রিটার্ন টু গ্রাউন্ড জিরো’। এর পরিচালক সিলভেস্টার পি লুকাসিয়েভিচ।

ফ্রান্সের স্তেফান মার্তিনে তাঁর ‘আ ব্রাশস্ট্রোক, আন কু দ্য পিন্সো’ চলচ্চিত্রের জন্য সেরা পরিচালক স্বল্পদৈর্ঘ্য চলচ্চিত্র পুরস্কার পেয়েছেন। যুক্তরাষ্ট্রের মার্জ ক্লেইনম্যান ‘স্টুপ চ্যাট উইথ আলেথিয়া অ্যান্ড আরিয়াম’ চলচ্চিত্রের জন্য পেয়েছেন সেরা পরিচালক প্রামাণ্যচিত্র পুরস্কার।

ব্রাজিলের সান্তিয়াগো হোসে আসেফ পরিচালিত ‘আই লার্নড টু ক্রাই’ পেয়েছে সেরা চিত্রগ্রহণ পুরস্কার। বাংলাদেশের রাহাতুদ জামান পরিচালিত ‘মেবি দ্যাটস হোয়াই’ পেয়েছে সেরা সম্পাদনা পুরস্কার। চীনের গুওজং লু পরিচালিত ‘স্প্রিং ইন আ বটল’ পেয়েছে সেরা পরীক্ষামূলক চলচ্চিত্র পুরস্কার।

তুরস্কের জিন আতাশ পরিচালিত ‘নেমেসিস’ পেয়েছে সেরা চিত্রনাট্য পুরস্কার। ভারতের অরুণা আর্য গুপ্তা পরিচালিত ‘ওয়ান রুপি স্কাই’ পেয়েছে সেরা সামাজিক প্রভাববিষয়ক চলচ্চিত্র পুরস্কার। যুক্তরাষ্ট্রের পলি রবিনোভিৎজ পরিচালিত ‘হোয়াট লাভস ওয়ার্থ’ পেয়েছে সেরা শিক্ষার্থী চলচ্চিত্র পুরস্কার।

যুক্তরাষ্ট্রের অ্যাডাম বালজেভিচ পরিচালিত ‘দ্য রেড লেটার’ পেয়েছে সেরা অপেশাদার চলচ্চিত্র নির্মাতা পুরস্কার। বিশেষ ফেস্টিভ্যাল স্পিরিট অ্যাওয়ার্ড পেয়েছে যুক্তরাষ্ট্রের ঝেংদি লি ও খ্রিস্টিনা অরলেটস্কা পরিচালিত ‘ইন ইয়োর শুজ’। স্কুল বুলিং ও সচেতনতা বিষয়ক এই চলচ্চিত্রটি নির্মাণ ও অভিনয় করেছেন ব্রুকলিনের মিড উড হাই স্কুলের শিক্ষার্থীরা।

ব্রাজিল, তুরস্ক, ফ্রান্স ও চীনের পুরস্কারজয়ীরা সশরীরে উপস্থিত হতে না পারলেও উৎসবের জন্য শুভেচ্ছা পাঠান। অন্য বিজয়ী এবং তাঁদের প্রতিনিধিরা অনুষ্ঠানে উপস্থিত হয়ে ট্রফি ও সনদ গ্রহণ করেন। নিউইয়র্ক ছাড়াও যুক্তরাষ্ট্রের অন্যান্য অঙ্গরাজ্য থেকে বিজয়ী ও চলচ্চিত্রসংশ্লিষ্ট ব্যক্তিরা অনুষ্ঠানে যোগ দেন। ভারত ও বাংলাদেশের পুরস্কারজয়ীদের উপস্থিতিও উৎসবের আন্তর্জাতিক বৈচিত্র্যকে আরও সমৃদ্ধ করে।

সেরা অপেশাদার চলচ্চিত্র নির্মাতা পুরস্কারজয়ী ‘দ্য রেড লেটার’ এর পরিচালক অ্যাডাম বালজেভিচের পরিবর্তে চলচ্চিত্রটির অভিনেতা জ্যাক গাসকি অনুষ্ঠানে উপস্থিত থেকে প্রতিনিধিত্ব করেন।

দিনের প্রথম অধিবেশন শুরু হয় সকালে কুইন্স পাবলিক লাইব্রেরি সেন্ট্রালের মিলনায়তনে। সকালের অনুষ্ঠান সঞ্চালনা করেন তরুণ চলচ্চিত্র নির্মাতা ও প্রযোজক সুশনা চৌধুরী। স্বাগত ও পরিচিতি পর্বের মধ্য দিয়ে অনুষ্ঠান শুরু হয়। বক্তব্য রাখেন নিউইয়র্ক ফিল্ম ফাউন্ডেশনের প্রতিষ্ঠাতা ও উৎসবের পরিচালক শামীম আল আমিন এবং কুইন্স পাবলিক লাইব্রেরি সেন্ট্রালের প্রোগ্রামিং ও আউটরিচ বিভাগের সহকারী ব্যবস্থাপক চিত্রা দেওদাত। উৎসব আয়োজনে সহযোগিতার স্বীকৃতি ও কৃতজ্ঞতা হিসেবে চিত্রা দেওদাতের হাতে সম্মাননা স্মারক তুলে দেন শামীম আল আমিন।

এরপর শুরু হয় চলচ্চিত্র প্রদর্শনী। সকালের অধিবেশনে বিভিন্ন দেশের ১৮টি নির্বাচিত স্বল্পদৈর্ঘ্য চলচ্চিত্র ও প্রামাণ্যচিত্র প্রদর্শিত হয়। প্রদর্শনীতে উপস্থিত কয়েকজন নির্মাতা তাঁদের চলচ্চিত্র ও নির্মাণের অভিজ্ঞতা নিয়ে সংক্ষিপ্ত অনুভূতি প্রকাশ করেন। প্রথম অধিবেশনের সমাপনী বক্তব্য দেন উৎসবের ইভেন্ট সমন্বয়ক ইশতিয়াক আহমেদ।

উৎসবের দ্বিতীয় অধিবেশন শুরু হয় বিকেল ৪টায় জ্যামাইকা সেন্টার ফর আর্টস অ্যান্ড লার্নিং মিলনায়তনে। শুরুতেই ছিল চলচ্চিত্র নির্মাতা, অতিথি ও দর্শকদের অংশগ্রহণে মিট অ্যান্ড গ্রিট পর্ব। এই পর্বের অন্যতম আকর্ষণ ছিল জমকালো রেড কার্পেট আয়োজন। বিভিন্ন দেশ ও ভাষার চলচ্চিত্র নির্মাতা, শিল্পী, অতিথি এবং চলচ্চিত্রসংশ্লিষ্ট ব্যক্তিদের উপস্থিতিতে জেসিএলের লবি হয়ে ওঠে প্রাণবন্ত। পারস্পরিক পরিচয়, শুভেচ্ছা বিনিময় এবং ছবি তোলার মধ্য দিয়ে এই পর্বটি চলচ্চিত্র নির্মাতা ও অতিথিদের মিলনমেলায় পরিণত হয়।

যুক্তরাষ্ট্রের স্বাধীনতার ২৫০ বছর পূর্তি উপলক্ষে গ্লোবাল শর্ট ফিল্ম ফেস্টের প্রথম আসরটি আমেরিকাকে উৎসর্গ করা হয়। এবারের উৎসবের থিম কান্ট্রি ছিল আমেরিকা। মূল অনুষ্ঠান শুরু হয় আমেরিকার ২৫০ বছর পূর্তি উপলক্ষে নির্মিত একটি বিশেষ ভিডিওচিত্র প্রদর্শনের মাধ্যমে। এরপর পরিবেশিত হয় বিশ্বখ্যাত গান ‘নিউইয়র্ক নিউইয়র্ক’। লিজা মিনেলি ও ফ্রাঙ্ক সিনাত্রার পরিবেশনায় জনপ্রিয়তা পাওয়া গানটি অনুষ্ঠানে পরিবেশন করেন আলভান চৌধুরী।

পুরস্কারজয়ী গণমাধ্যম ব্যক্তিত্ব জেনিফার রামপারসাউডের সঞ্চালনায় এগিয়ে চলে মূল অনুষ্ঠান। স্বাগত বক্তব্য দেন নিউইয়র্ক ফিল্ম ফাউন্ডেশনের প্রতিষ্ঠাতা ও উৎসব পরিচালক শামীম আল আমিন। উদ্বোধনী বক্তব্য দেন উৎসবের আহ্বায়ক ও ডায়াসপোরা ইউএসএ এর প্রতিষ্ঠাতা ডা. প্রতাপ দাস।

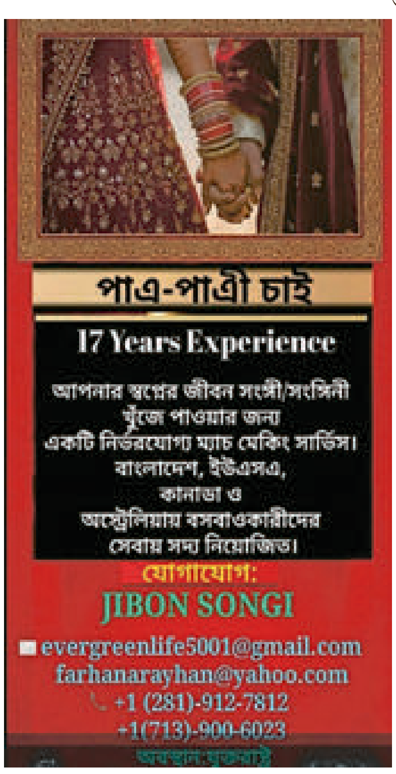

আসাদ ও তাঁর চাচাতো ভাইয়ের মৃত্যুদণ্ড

মানবতাবিরোধী অপরাধ

উত্তর আমেরিকা ডেস্ক

সিরিয়ার এক দশকেরও বেশি সময়ের রক্তক্ষয়ী গৃহযুদ্ধের অধ্যায় শেষে আজ দেওয়া হয়েছে এক নজিরবিহীন রায়। মানবতাবিরোধী অপরাধের অভিযোগে দোষী সাব্যস্ত হওয়ায় মৃত্যুদণ্ড দেওয়া হয়েছে দেশটির ক্ষমতাচ্যুত প্রেসিডেন্ট বাশার আল-আসাদ। একই সাজা দেওয়া হয়েছে দারা প্রদেশের সাবেক রাজনৈতিক নিরাপত্তা প্রধান ও বাশার আল আসাদের চাচাত ভাই আতেফ নাজিবকেও।

কাতারভিত্তিক সংবাদমাধ্যম আল জাজিরার খবরে বলা হয়েছে, ২০১১ সালে

দারা প্রদেশে আসাদ সরকারের অধীনে সংঘটিত হত্যাকাণ্ড ও নির্যাতনকে মানবতাবিরোধী অপরাধ হিসেবে চিহ্নিত করে দামেস্কের ফৌজদারি আদালত এই রায় দিয়েছে।

প্রতিবেদনে বলা হয়, সিরিয়ার সাবেক প্রেসিডেন্ট বাশার আল-আসাদ এবং দেশটির দক্ষিণাঞ্চলীয় দারা প্রদেশের সাবেক রাজনৈতিক নিরাপত্তা প্রধান আতেফ নাজিবকে মৃত্যুদণ্ড দেওয়া হয়েছে। দেশটির গৃহযুদ্ধ চলাকালে সংঘটিত অপরাধের জন্য দোষী সাব্যস্ত হওয়ার পর তাদের এই সাজা দেওয়া হয়।

মঙ্গলবার দামেস্কের ফৌজদারি আদালত বাশার আল-আসাদকে পূর্বপরিকল্পিত হত্যার অভিযোগে দোষী সাব্যস্ত করে। অন্যদিকে, আতেফ নাজিবকে পূর্বপরিকল্পিত হত্যা ও নির্যাতনের অভিযোগে দোষী সাব্যস্ত করা হয়। আদালত বলেছে, ২০১১ সালে দারা প্রদেশে আসাদ সরকারের অধীনে সংঘটিত অপরাধগুলো মানবতাবিরোধী অপরাধের পর্যায়ে পড়ে।

সিরিয়ায় বাশার আল আসাদের পতনের পর তিনি রাশিয়া পালিয়ে যান এবং তাঁর চাচাত ভাই আতেফ নাজিব ধরা পড়েন।

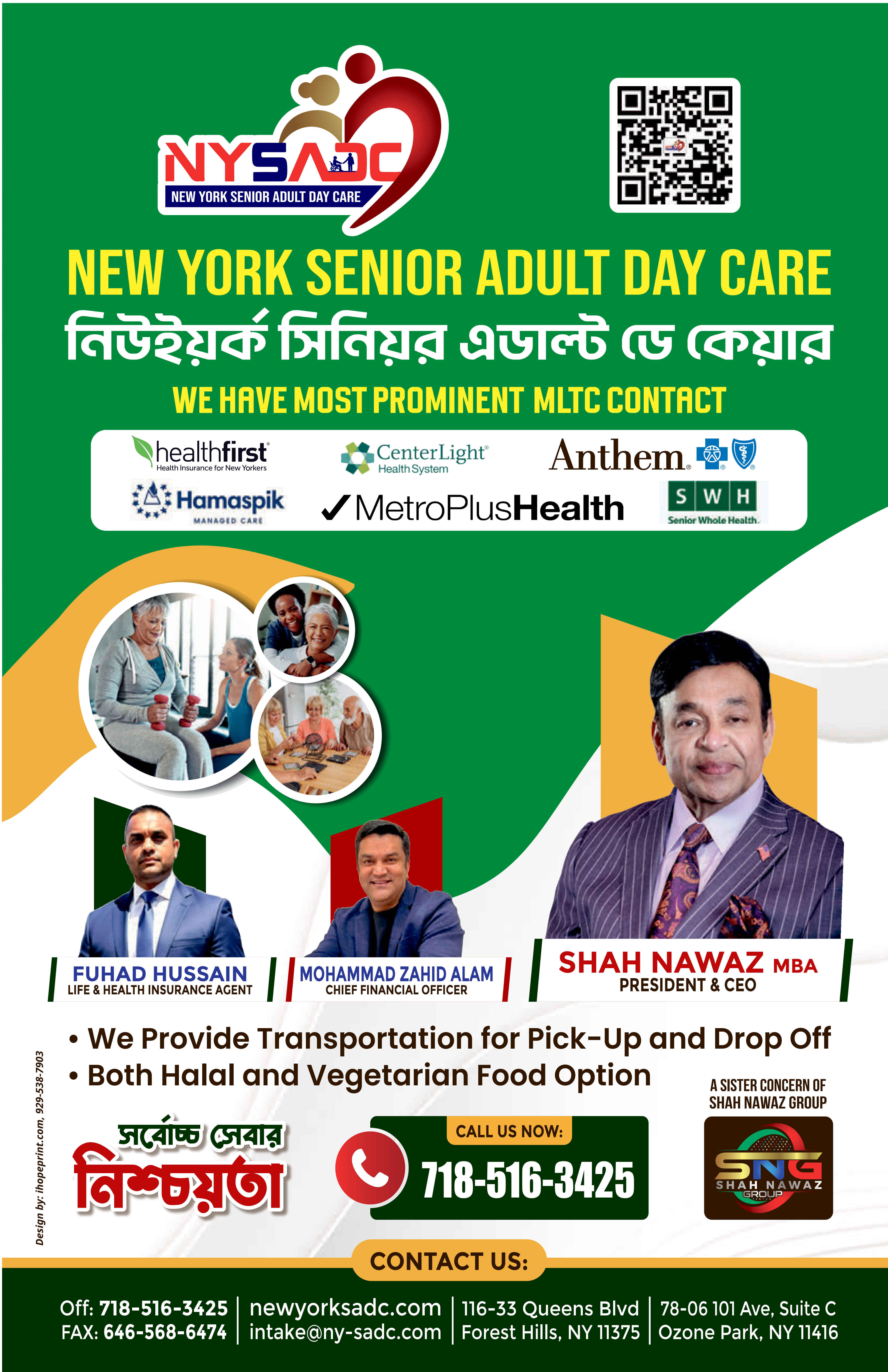
NYSADC
NEW YORK SENIOR ADULT DAY CARE
NEW YORK SENIOR ADULT DAY CARE
নিউইয়র্ক সিনিয়র এডাল্ট ডে কেয়ার
WE HAVE MOST PROMINENT MLTC CONTACT
healthfirst
Health Insurance for New Yorkers
CenterLight
Health System
Anthem
Hamaspik
MANAGED CARE
MetroPlusHealth
S W H
Senior Whole Health
FUHAD HUSSAIN
LIFE & HEALTH INSURANCE AGENT
MOHAMMAD ZAHID ALAM
CHIEF FINANCIAL OFFICER
SHAH NAWAZ MBA
PRESIDENT & CEO
• We Provide Transportation for Pick-Up and Drop Off
• Both Halal and Vegetarian Food Option
A SISTER CONCERN OF
SHAH NAWAZ GROUP
Design by: ihopeprint.com, 929-538-7903
সর্বোচ্চ সেবার
নিশ্চয়তা
CALL US NOW:
718-516-3425
SNG
SHAH NAWAZ
GROUP
CONTACT US:
Off: 718-516-3425
FAX: 646-568-6474
newyorksadc.com
intake@ny-sadc.com
116-33 Queens Blvd
Forest Hills, NY 11375
78-06 101 Ave, Suite C
Ozone Park, NY 11416

মিশিগানে বাংলা প্রেস ক্লাবের ৫ম প্রতিষ্ঠাবার্ষিকী ও বনভোজন

পার্থ সারথী দেব, মিশিগান

যুক্তরাষ্ট্রের মিশিগানে বাংলা প্রেস ক্লাব অব মিশিগানের ৫ম প্রতিষ্ঠাবার্ষিকী উদযাপন ও বার্ষিক বনভোজন অনুষ্ঠিত হয়েছে। গত ৮ আগস্ট শনিবার ওয়ারেন সিটির হার্টসিগ পার্কে দিনব্যাপী নানা আয়োজনের মধ্য দিয়ে এ বনভোজন ও পারিবারিক মিলনমেলা অনুষ্ঠিত হয়।

আমেরিকা ও বাংলাদেশের জাতীয় সংগীত পরিবেশনের মাধ্যমে বনভোজনের উদ্বোধন করা হয়। পরে সংগঠনের নেতৃবৃন্দ ও আমন্ত্রিত অতিথিরা বেলুন উড়িয়ে অনুষ্ঠানের আনুষ্ঠানিক কার্যক্রম শুরু করেন।

বাংলা প্রেস ক্লাব অব মিশিগানের সভাপতি পার্থ সারথী দেবের সভাপতিত্বে অনুষ্ঠানে বক্তব্য দেন সংগঠনের প্রতিষ্ঠাতা সভাপতি হেলাল উদ্দিন রানা, প্রতিষ্ঠাতা সাধারণ সম্পাদক ও বাংলা সংবাদ পত্রিকার সম্পাদক ইকবাল ফেরদৌস, এনটিভির মিশিগান প্রতিনিধি মাহমুদুল হক লিটু, সাংবাদিক ফারজানা চৌধুরী পাপড়ি, ইউএস বাংলা ডায়েরির প্রধান সম্পাদক হারান কান্তি সেন এবং সম্পাদক সঞ্জয় দেব। অনুষ্ঠান পরিচালনা করেন সংগঠনের সাধারণ সম্পাদক জুয়েল খান এবং সহসভাপতি ও পিকনিক কমিটির আহ্বায়ক শফিক রহমান।

সংগঠনে বিশেষ অবদানের স্বীকৃতি হিসেবে বাংলা প্রেস ক্লাবের পক্ষ থেকে সংগঠনের সাবেক সভাপতি হেলাল উদ্দিন রানা ও সাবেক সাধারণ সম্পাদক ইকবাল ফেরদৌসকে ক্রেস্ট দিয়ে সম্মাননা জানানো হয়।

পরে কেক কেটে বাংলা প্রেস ক্লাব অব মিশিগানের ৫ম প্রতিষ্ঠাবার্ষিকী উদযাপন করা হয়। এ সময় বক্তারা সংগঠনের গত পাঁচ বছরের বিভিন্ন কর্মকাণ্ড, মিশিগানের বাংলাদেশি কমিউনিটিতে প্রেস ক্লাবের অবদান এবং বিভিন্ন কার্যক্রম নিয়ে আলোচনা করেন।

মধ্যাহ্নভোজে ছিল নানা স্বাদের দেশীয় খাবারের আয়োজন। পাশাপাশি নারীরা বাড়ি থেকে নিয়ে আসেন বিভিন্ন ধরনের পিঠাপুলি, ঝাল, মিষ্টি ও মুখরোচক খাবার। এতে বনভোজনের আয়োজনে যোগ হয় ভিন্ন মাত্রা।

মধ্যাহ্নভোজের পর শুরু হয় বিভিন্ন ধরনের খেলাধুলা ও প্রতিযোগিতা। নারীরা বালিশ দৌড় ও হাড়িভাঙা প্রতিযোগিতায় অংশ নেন। বিশেষ করে হাড়িভাঙা প্রতিযোগিতা উপস্থিত সবাইকে আনন্দ দেয়। শিশু ও কিশোররাও বিভিন্ন প্রতিযোগিতায় অংশগ্রহণ করে। খেলা শেষে বিজয়ীদের মধ্যে পুরস্কার বিতরণ করা হয়।

অনুষ্ঠানে সংগীত পরিবেশন করেন শফিক আহমেদ, হারান কান্তি সেন ও শর্মি দেব। বনভোজনে অংশগ্রহণকারী প্রত্যেকের হাতে সংগঠনের পক্ষ থেকে লোগোযুক্ত বিশেষ উপহার তুলে দেওয়া হয়। সবশেষে অনুষ্ঠিত হয় আকর্ষণীয় র‍্যাফেল ড্র। এতে ছিল বিভিন্ন আকর্ষণীয় পুরস্কার।

দিনব্যাপী এ আয়োজনে বাংলা প্রেস ক্লাব অব মিশিগানের সদস্য, সাংবাদিক, তাদের পরিবার এবং কমিউনিটির বিভিন্ন শ্রেণি পেশার মানুষ অংশ নেন। ফলে প্রতিষ্ঠাবার্ষিকী ও বনভোজন পরিণত হয় এক প্রাণবন্ত পারিবারিক মিলনমেলায়। অনুষ্ঠান সফল করতে যারা শ্রম, সাহায্য, সহযোগিতা ও উপস্থিতির মাধ্যমে আয়োজনকে প্রাণবন্ত করে তুলেছেন, বাংলা প্রেস ক্লাব অব মিশিগানের সভাপতি পার্থ সারথী দেব তাদের সবাইকে আন্তরিক ধন্যবাদ জানান।

কলম্বিয়ায় নিহত বেড়ে ১৭৯, নিখোঁজ ৩ হাজারের বেশি

উত্তর আমেরিকা ডেস্ক

শক্তিশালী ভূমিকম্পের পর কলম্বিয়ার বিভিন্ন শহরে উদ্ধার অভিযান চলছে। চারটি শহর, অঞ্চলের মেয়র ও গভর্নরদের পক্ষ থেকে সবশেষ ১৭৯ জন নিহতের তথ্য জানানো হয়েছে। এখনও খোঁজ মেলেনি ৩ হাজারের বেশি মানুষের।

শহর ও অঞ্চলগুলো হলো- ক্যালি, পেরেইরা, চোকো ও মানিজালেস। স্থানীয় সময় সোমবার আঘাত হানা ৭ দশমিক ৪ মাত্রার ভূমিকম্পে এসব এলাকায় বেশি ক্ষতি হয়েছে। পেরেইরার মেয়র মরিসিও সালাজার বলেন, হাজার হাজার পরিবারের জন্য একটি বড় বিপর্যয়। তবে আমরা ভেঙে পড়িনি। আমরা ঈশ্বরের আশীর্বাদ নিয়ে সামনের দিকে এগিয়ে যাব।

এদিকে সাধারণ নাগরিকদের উদ্যোগে একটি ওয়েবসাইটে নিখোঁজ ব্যক্তিদের তথ্য প্রকাশ করা হচ্ছে। মঙ্গলবার সেখানে ৩ হাজার ৪০০ জনের সন্ধান চাওয়া হয়েছে। জানা গেছে, ভূমিকম্পের কারণে প্রায় ১ হাজার ৬০০টি ভবন ক্ষতিগ্রস্ত বা ধসে গেছে।

মঙ্গলবার সকালে ভূমিকম্পে বিধ্বস্ত এলাকাগুলোতে পোড়া গন্ধ ভেসে আসছিল। ভূমিকম্পের উৎপত্তিস্থলের পাশের অঞ্চল চোকোতে উদ্ধারকারীদের বেশ তৎপরতা দেখা যায়। এটি কলম্বিয়ার অন্যতম দরিদ্র ও অবহেলিত অঞ্চলের একটি। সেখানকার অধিকাংশ এলাকায় যাতায়াত করতে হয় নৌকা, জঙ্গল পেরিয়ে অথবা উড়োজাহাজে করে। ক্ষয়ক্ষতি পর্যালোচনা করতে সোমবার রাতে চোকো অঞ্চলের রাজধানী কিবদায় গিয়েছিলেন কলম্বিয়ার প্রেসিডেন্ট দে লা এস্প্রিয়েল্লা। তিনি বলেন, চোকো আর কখনোই অবহেলিতদের ভূমি হয়ে থাকবে না।

রুমমেট আবশ্যক

একজন সিঙ্গেল রুমমেট প্রয়োজন ,যিনি সনাতন ধর্মাবলম্বী (হিন্দু) শিক্ষার্থী ও অধূমপায়ী হবেন এবং বাথরুম ও রান্নাঘর শেয়ার করবেন। এরিয়া ৭ নম্বর ট্রেন স্টেশনের কাছে সানিসাইড, গ্রিনপয়েন্ট। ভাড়া আলোচনা সাপেক্ষে। 929-641-4993 2/8/26

বাফেলো তে বাসা ভাড়া

৩ বেডরুম, ১ বাথরুম, কিচেন, লিভিং এবং ডাইনিং।
• Spacious Living Room & Dining Area Newly Renovated.
• Refrigerator & Stove Included.
• Convenient Location Near: Jami Masjid and MUNA Masjid.
27 Peace st, Buffalo, NY. যোগাযোগ: +1 (518) 364-0930

খণ্ডকালীন মেয়ে কর্মী আবশ্যক

একটি সুপরিচিত ও ব্যস্ত বিউটি সেলুনে পূর্ণকালীন/খণ্ডকালীন মেয়ে কর্মী আবশ্যক।

আমরা অফার করছি:
- প্রতিযোগিতামূলক বেতন ও উচ্চ টিপসের সুযোগ
- পূর্ব অভিজ্ঞতা আবশ্যক নয়—আমরা দক্ষতার সাথে ট্রেনিং দিয়ে আপনাকে প্রস্তুত করব
- পেশাদার, পরিষ্কার ও সহায়ক কাজের পরিবেশ
- কর্মদক্ষতা অনুযায়ী বেতন বৃদ্ধি

দায়িত্ব: কাস্টমার সেবা, ট্রেনিং শেষে ফেশিয়াল, ওয়াক্সিং, থ্রেডিং ইত্যাদি কাজ।
যোগ্যতা: বয়স 18+, কাজের প্রতি আন্তরিকতা ও শেখার মানসিকতা। ইংরেজি জানলে প্লাস পয়েন্ট।

আগ্রহী প্রার্থীগণ যোগাযোগ করুনঃ 3475386618
অথবা সেলুনে সরাসরি আসুন। ঠিকানা ইনবক্সে দেওয়া হবে।

চাকরির বিজ্ঞপ্তি

New York Hardware and Paint Shop, Brooklyn, NY-এ অবস্থিত New York Hardware and Paint Shop-এর জন্য অভিজ্ঞ স্টাফ আবশ্যক। Hardware ও Building Materials স্টোর পরিচালনায় অভিজ্ঞতা থাকতে হবে এবং ভেন্ডরদের সাথে শক্তিশালী যোগাযোগ (Vendor Connection) থাকা আবশ্যক।

যোগ্যতা:
* ন্যূনতম ২ বছরের অভিজ্ঞতা (Hardware/Construction Materials Store)
* Vendor sourcing ও purchase-এ দক্ষতা
* বাংলা ও ইংরেজিতে যোগাযোগ দক্ষতা

ঠিকানা: **1200 Liberty Ave, Brooklyn, NY 11208 Send CV: emdadbhuiyan@yahoo.com Call: 347-301-5185**

ইন্টারপ্রিটার সার্ভিস

পেশাদার ট্রান্সলেশন সার্ভিস এবং ইমিগ্রেশন সংক্রান্ত যেকোনো ইন্টারপ্রিটার সহায়তার জন্য যোগাযোগ করুন।
রওশন জে. চৌধুরী, Cell: 347-222-8860

ইমিগ্রেশনে সহযোগিতা

আমেরিকায় নতুন বা পুরাতন- আপনার দরকার ওয়ার্ক পারমিট, সোশ্যাল এবং ফাইনালি গ্রীনকার্ড। যেভাবেই এদেশে এসে থাকুন, যে অবস্থাতেই থাকুন না কেন- একটা ব্যবস্থা আমরা করে দেবই। দেশে থাকা আত্মীয়-বন্ধুকে আনতেও আমরা সহযোগিতার পথ দেখাই। ইমিগ্রেশনের যে-কোন জটিল সমস্যা সমাধানের জন্য কল বা টেক্সট করুন (৭১৮) ৮৩৯-৫৮১২

পাত্র চাই

আমেরিকায় হিন্দু পাত্র (২৫) ও বাংলাদেশে অধ্যয়নরত হিন্দু পাত্রীর(১৯)-এর জন্য পাত্র খুঁজছি। সরাসরি যোগাযোগ: 718-300-9908 2/5/26

পাত্রী চাই

ঢাকায় স্থায়ী পরিবারের একমাত্র ছেলে অবিবাহিত বর্তমানে আমেরিকায় চাকুরীরত কেমিক্যাল ইন্জিনিয়ার (এমএস) ব: ৩০ উ: ৬'-০" পাত্রের জন্য আমেরিকায় স্থায়ী মুসলিম পরিবারের পাত্রী চাই। **অভিভাবক হোয়াইটসআপ: + 1 862 376 6467**

পাত্র চাই

পঁচিশ বছর সিটিজেন পাত্রীর জন্য যোগ্য পাত্র আবশ্যক । যারা এখানে পরিবার ছাড়া একা থাকেন অনুগ্রহ করে তারা যোগাযোগ করুন। বি: দ্র: পাত্রী একটু অসুস্থ । যোগাযোগ: 929-401-7536

পাত্র চাই

Boston এর একটি private University থেকে pre-med শেষ করে বর্তমানে নিউইয়র্কে স্বনামধন্য হাসপাতালে RN হিসাবে কর্মরত, ফর্সা, উচ্চতা ৫-২", বয়স ২৭+ ইউ এস সিটিজেন পাত্রীর জন্য উপযুক্ত পাত্র চাই। সিলেটি অগ্রগণ্য; শুধুমাত্র অভিভাবক 917-518-5508-এ যোগাযোগের অনুরোধ রহিল। 1.3.26

পাত্র চাই

পাত্রী দুবাইতে জন্ম ও পড়াশোনা A label সমাপ্তির পর বাংলাদেশে BBA তে অধ্যয়নরত ২৩ বছর বয়সী ধার্মিক পাত্রীর জন্য শিক্ষিত ধার্মিক পাত্র চাই। পাত্রীর পরিবারের জন্য I-130 দাখিল করা হয়েছে ২০১১ সালে । যোগাযোগ: 646-716-2456

পাত্র চাই

ঢাকায় বসবাসরত ২৬ বছর বয়সী বেসরকারি বিশ্ববিদ্যালয়ে অধ্যয়নরত অবিবাহিত পাত্রীর জন্য ইউএসএ সিটিজেন বা গ্রীন কার্ড ধারী পাত্র চাই। যোগাযোগঃ অভিভাবক +8801713161616 (WhatsApp). E-mail: yousuf.snm@gmail.com

পাত্রী চাই

নিউইয়র্কে হসপিটালে কর্মরত ৪১ বছর বয়স্ক একজন অবিবাহিত পাত্রের জন্য পাত্রী চাই। পাত্র ইউএসএ সিটিজেন। ফোন 347-615-6567

পাত্র আবশ্যক

ধার্মিক পাত্রী বয়স ৩৮ এর জন্য পাত্র চাই। পাত্রীর পড়া লেখা B.S IN MATHEMATICS (UMD) M.S IN PROJECT MANAGEMENT (UMD) ইউ এস সিটিজেন পাত্রীর জন্য মুসলিম পাত্র চাই। যোগাযোগ: 301-537-9885

পাত্র চাই

শিক্ষিত সম্ভ্রান্ত পরিবারের ২৬ বছরের হিজাবী, সিটিজেন, গ্রাজুয়েট, চাকুরিরত পাত্রীর জন্য ২৮ থেকে ৩২ বছরের নামাজি, অবিবাহিত শিক্ষিত পাত্র চাই। 929-408-7691

ড্রাইভিং ইন্সট্রাকটর প্রয়োজন

জ্যাকসন হাইটস্-এ **এআর ড্রাইভিং** স্কুলের জন্য একজন ইন্সট্রাকটর প্রয়োজন ।
যোগাযোগঃ **৩৪৭-৪৫৯-৭০৯২**

পাত্রী চাই

৫৬ বছর বয়সী আমেরিকান সিটিজেন, ডিভোর্সড সুদর্শন ডাক্তার পাত্রের জন্য ঘটক অথবা সরাসরি যোগাযোগ করুন।
hmurshedmd@gmail.com
Phone: 850-886-9012

পাত্র চাই

ঢাকায় বসবাসরত ৪১ বছর বয়সী পাত্রীর জন্য ৪০ থেকে ৫৫ বছর বয়সী ইউএস সিটিজেন অথবা গ্রিনকার্ডধারী পাত্র চাই। পাত্রী ডিভোর্সড, ৯ বছর বয়সী কন্যা রয়েছে। পাত্রী শিক্ষিত এবং ভালো ফ্যামিলি থেকে আসা।
যোগাযোগ:
rbprinceton@yahoo.com
(732) 841- 2452

চুক্তিতে ড্রাইভিং লাইসেন্স

১০০ ভাগ নিশ্চয়তাসহকারে ড্রাইভিং লাইসেন্স পাওয়ার ব্যবস্থা করা হয়।
যারা বার বার ড্রাইভিং টেস্ট দিয়ে বিফল হয়েছেন তাদের জন্য এটি একটি সুবর্ণ সুযোগ।
যোগাযোগ: সাঈদ–৯১৭–৮০৭–৪৮৫১

পাত্রী চাই

নিউইয়র্কে বসবাসরত সুদর্শন শিক্ষিত ৪৭ বছরের ডিভোর্সি পাত্রের জন্য অনুর্ধ চল্লিশ সুশ্রি শিক্ষিতা পাত্রী চাই। ফোন: 516-728-7303

পাত্র চাই

ঢাকায় অবস্থানরত সম্ভ্রান্ত মুসলিম ফ্যামেলী ডিভোর্সি বয়স ৩০ পাত্রীর জন্য ইউএসএর সিটিজেন পাত্র চাই। পাত্রীর একটি সন্তান রয়েছে। বিস্তারিত জানতে কল করুন +1 (334) 552-0660 Email: AkmRahman.samsur@gmail.com ১১১২২৫

পাত্রী চাই

নিউইয়র্কে বসবাসরত ৩২ বছর (৫-৬) (অনার্স) সুশিক্ষিত পাত্রের জন্য আমেরিকান সিটিজেন পাত্রী আবশ্যক। ডিভোর্সী হলেও সমস্যা নেই। যোগাযোগ: 516-247-8260 Email: jj1831847@gmail.com

হিন্দু পাত্র আবশ্যক

শিলিগুড়ি বসবাসরত এবং ব্যাঙ্গালোরে নার্সিং (৩য় বর্ষ)অধ্যয়নরত সুন্দরী পাত্রীর জন্য হিন্দু পাত্র আবশ্যক। যোগাযোগ: 347-235-7322 পাত্রীর মামা New York

পাত্র চাই

সম্ভ্রান্ত মুসলিম পরিবারের পি.এইচ.ডি চাকরিজীবী (৩৪ + 5-6) সিটিজেন পাত্রীর জন্য, ইঞ্জিনিয়ার, ডাক্তার, পি.এইচ.ডি বা উপযুক্ত পাত্র চাই । যোগাযোগ: অভিভাবক 929-247-9441

পাত্র চাই

একজন ম্যাকানিক্যাল ইঞ্জিনিয়ার সুন্দরী হিন্দু পাত্রীর জন্য পাত্র চাই। উচ্চতা ৫ ফুট ৫"। বয়স ২৭। যোগাযোগ: 347-641-8353, 718-200-6396

পাত্র চাই

পাত্রী আমেরিকান গ্রীনকার্ডধারী উচ্চশিক্ষিতা Sociology (ঢা. বি.)। সঙ্গত কারণে বিবাহ বিচ্ছেদ, নি:সন্তান। ৫০ উর্ধ্ব পাত্র চাই। আগ্রহী ইচ্ছুক পাত্র বা অভিভাবক যোগাযোগ করুন। zaibunnessa14@gmail.com

মেচম্যাকিং

দেশী মেচম্যাকিং (Deshi Match Making) একটি বিশ্বস্ত ম্যারেজ মিডিয়া। আমাদের আছে অনলাইন ও অফলাইন সিস্টেম। বাংলাদেশে ঢাকা, বনানীতে ও নিউইয়র্কে অফিস। যোগাযোগ: desipatropatri@gmail.com, রিমা আবেদীন (929-278-6294)

জীবনসঙ্গীর প্রত্যাশায়

মার্জিত, শিক্ষিত, প্রতিষ্ঠিত ও সিটিজেন (৪৪) একজন ব্যাচেলর পাত্র তার জীবন সঙ্গীর প্রত্যাশায়। জীবন খুব একটা জটিল না; আমরাই জীবনকে জটিল বানাই; আপনার বর্তমান জীবনযাত্রা যাইহোক না কেন? আত্মবিশ্বাস, খোলা মন ও আন্তরিকতার সাথে ছবি ও টেলিফোন নম্বর সহ যোগাযোগ করুন। (সকল প্রকার গোপনীয়তার প্রতিশ্রুতি দিচ্ছি।) যোগাযোগ: (718) 524-9777, everlybrown@yahoo.com

১৫ আগস্ট
জাতীয়
শোক দিবস

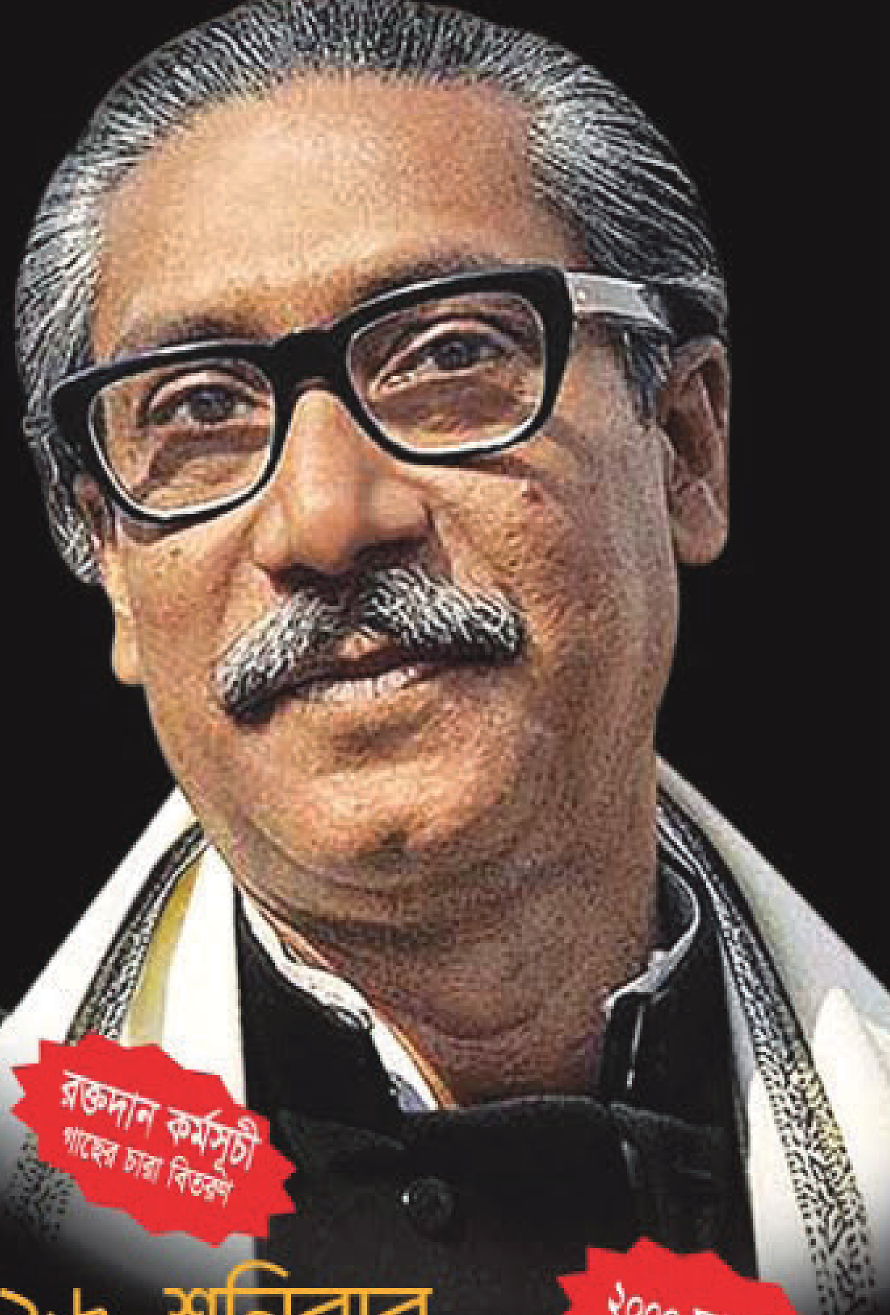

রক্তদান কর্মসূচী
গাছের চারা বিতরণ

১০০০ জায়নামাজ বিতরণ

২০০০ ম্যাংগো জুস বিতরণ (হাতে তৈরি)

১৫ আগস্ট ২০২৬, শনিবার

বাঙালি জাতির জনক বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিবুর রহমানের ৫১তম
মৃত্যুবার্ষিকীতে তাঁর বিদেহী আত্মার মাগফেরাত কামনায়

দোয়া মাহফিল ও তবারক বিতরণ

স্থান: ৩৭-২২, ৭৩ স্ট্রিট (নবান্ন রেস্টুরেন্টের সামনে), সময়: দুপুর ৩টা থেকে রাত ৯টা

সভাপতি
সাকিল মিয়া

আহ্বায়ক
মীর নিজামুল হক

সদস্য সচিব
মামুন মিয়াজী

সাধারণ সম্পাদক
মো. আলম নমি

যুগ্ম আহ্বায়ক:
মিয়া মোঃ দুলাল, আলমগীর হোসেন, আব্দুল মালেক ও আব্দুল হামিদ

পরিচালনায়: শাহ নেওয়াজ

যুগ্ম সদস্য সচিব:
ডিউক খান ও মোঃ মাহবুব রহমান

তত্ত্বাবধানে: শাহ জে. চৌধুরী প্রধান সমন্বয়কারী: বিপ্লব সাহা, ময়নুজ্জামান চৌধুরী প্রধান পৃষ্ঠপোষক: এম এ আজিজ, আসেফ বারী টুটুল

চেয়ারম্যান: মোহাম্মদ রিদোয়ানুল হক, কো-চেয়ারম্যান: সাখাওয়াত বিশ্বাস, জেড আর চৌধুরী (লিটু)ও মফিজুর রহমান

পৃষ্ঠপোষক: মইনুল ইসলাম, এটর্নি মঈন চৌধুরী, আশরাফ চৌধুরী খোকন, মোঃ কামরুজ্জামান কামরুল, ফাহাদ সোলায়মান, নুরুল আজিম ও তারেক হাসান খান

সহযোগিতায়: গোল্ডেন এইজ হোম কেয়ার, এন ওয়াই হোম কেয়ার, অল কাউন্টি হোম কেয়ার, বারী হোম কেয়ার, শেখ নোমান পলাশ, কেয়ারিং ফ্রেন্ড ডিরেক্ট, এটারনাল কেয়ার সার্ভিস, ভেরা রেস্টুরেন্ট, মেসবাহ আবেদীন, শেখর কৃষ্ণ, ডা. ফেরদৌস খন্দকার, রূপসী চাঁদপুর ফাউন্ডেশন, সি কে (অভি), মনসুর চৌধুরী, প্রিমিয়াম সুইটস, মাসুদ রানা তপন (সানম্যান), শীব দাস, রিলায়েবল হোম কেয়ার, ফার্স্ট হোম কেয়ার, আকবর হায়দার কিরন, রেজা রশীদ, দুলাল বেহেদু, আহসান হাবিব, ফরহাদ রেজা, নিলুফা শিরিন, ডাঃ বর্ণালী হাসান, হাসান জিলানী, এস এস ব্রোকারেজ, মোঃ কামাল উদ্দিন ভুইয়া, গোলাম হাসান, রফিকুল ইসলাম, আকতারুল রহমান মামুন, রনি, আনিসুজ্জামান সবুজ, মোঃ নাজের উদ্দিন, সাঈদ খান, রাজু আহমেদ, জেবিবিএ, হাসান মাহমুদ সোহেল, মো: লুৎফুর রহমান চুন্নু, মোঃ জাহিদ, মোঃ আশরাফুল আজিজ, মোঃ জহিরুল ইসলাম, মোঃ আব্দুর রহিম ভূইয়া, মোঃ আবু তাহের, মোঃ আনোয়ার হোসেন (অনু), আহাদ ভূইয়া, আমিন খান জাকির, শফিকুর রহমান, আবুল ফজল দিদার, অভি (সি কে ফুড), মির্জা এম জামান, শাহ্ শহিদুল হক, মোঃ সোহাগ, পাটেল ব্রাদার্স, ডা. তৌহিদ শিবলী, তানভীর শাহীন ও সোহেল গাজী।

সার্বিক সহযোগিতায়: মোঃ মানিক বাবু, কামরুজ্জামান বকুল, হুমায়ূন কবীর ঢালী, আবু নসর, আসাদুল ইসলাম আসাদ, মোঃ হাসনাত হাসান, শামস জনি, শাহীন চৌধুরী, আফতাব জনি, আকরাম হোসেন বিপ্লব, মোঃ সায়েম উল্লাহ, মুক্তা মিয়া, গোপাল সান্যাল, জাহাঙ্গীর এইচ মিয়া, নুরুজ্জামান সরদার, গোলাম কিবরিয়া, কামাল হোসেন রাকিব, এইচ এম ইকবাল, জাফর আহমেদ, ওয়াসীম, গনেশ কীর্তনীয়া, মোঃ রাদবি, শাহরিয়ার হোসেন, শোভন, আনোয়ার উদ্দিন, মহিউদ্দিন রাহুল, রেদওয়ানুর রহমান জুয়েল, জাহারানা আক্তার (লাকী), ফারহানা চৌধুরী, মনির হোসেন, শ্যামল নাথ, মতিউর রহমান ও মতিন।

উপদেষ্টা পরিষদ: শাহ নেওয়াজ (প্রধান উপদেষ্টা), হারুন ভূঁইয়া, মো: মহিউদ্দিন দেওয়ান, আনোয়ার জাহিদ, রাশেদ আহমেদ, ইশতিয়াক রুমী, সিরাজুল হক কামাল, কামরুজ্জামান কামরুল, প্রদীপ সাহা, কাজী শামসুদ্দোহা, মনসুর চৌধুরী, মোঃ পিয়ার, রেদোয়ান কবির, রফিক আহমেদ, ইকতারুজ্জামান রতন, মোঃ কবির রতন, এলিন রহমান, শফিউদ্দিন মিয়া ও শাহাদাৎ হোসেন।

ফটোগ্রাফি: নিহার সিদ্দিকী

আয়োজনে
জ্যাকসন হাইটস এলাকাবাসী

নিউইয়র্কে এমপি ফখরুল ইসলামকে নাগরিক সংবর্ধনা

উত্তর আমেরিকা ডেস্ক

নোয়াখালী-৫ আসনের সংসদ সদস্য আলহাজ্ব ফখরুল ইসলামের যুক্তরাষ্ট্র সফর উপলক্ষে নিউইয়র্কে এক বর্ণাঢ্য নাগরিক সংবর্ধনা অনুষ্ঠিত হয়েছে। নোয়াখালী-৫ আসনের সর্বস্তরের প্রবাসীদের উদ্যোগে গত ৫ আগস্ট (বুধবার) সন্ধ্যা ৭টায় ব্রুকলিনের জলসা রেস্টুরেন্টে এ সংবর্ধনার আয়োজন করা হয়।

আয়োজক কমিটির সভাপতি ও বাংলাদেশ সোসাইটির ট্রাস্টি বোর্ডের সদস্য নাঈম টুটুলের সভাপতিত্বে অনুষ্ঠানে প্রধান অতিথি হিসেবে বক্তব্য রাখেন ফখরুল ইসলাম এমপি। বিশেষ অতিথি হিসেবে উপস্থিত ছিলেন যুক্তরাষ্ট্র বিএনপির নেতা গিয়াস আহমেদ।

এছাড়াও উপস্থিত ছিলেন আয়োজক কমিটির সদস্য সচিব মোশাররফ হোসেন ফয়সাল, যুগ্ম আহ্বায়ক ইমতিয়াজ আহমেদ, মিজানুর রহমান ও মোতাসিম বিল্লাহ সিরাজী, প্রধান সমন্বয়কারী মোশারফ হোসেন সবুজ, যুগ্ম সমন্বয়কারী আকরামুল হাসান ও দেলোয়ার হোসেন সাহেল, যুগ্ম সদস্য সচিব নুরুল ইসলাম বাবু ও মোরসালিন হোসাইনসহ নোয়াখালী-৫ আসনের বিপুলসংখ্যক প্রবাসী।

সংবর্ধনায় ফখরুল ইসলাম এমপি বলেন, দেশের অর্থনীতি ও উন্নয়নে প্রবাসী বাংলাদেশিদের অবদান অত্যন্ত গুরুত্বপূর্ণ। নোয়াখালীর উন্নয়ন কর্মকাণ্ডে প্রবাসীদের পরামর্শ ও সহযোগিতা সবসময় গুরুত্বের সঙ্গে বিবেচনা করা হবে।

তিনি বলেন, নোয়াখালীকে একটি আধুনিক ও বিনিয়োগবান্ধব জেলায় পরিণত করতে দীর্ঘমেয়াদি পরিকল্পনা নিয়ে কাজ চলছে।

তিনি নোয়াখালীতে আন্তর্জাতিক মানের একটি বিমানবন্দর প্রতিষ্ঠার আশাবাদ ব্যক্ত করে বলেন, এ ধরনের একটি প্রকল্প বাস্তবায়িত হলে জেলার যোগাযোগ ব্যবস্থা, ব্যবসা-বাণিজ্য, পর্যটন এবং প্রবাসীদের যাতায়াতে নতুন দিগন্ত উন্মোচিত হবে। এ স্বপ্ন বাস্তবায়নে সরকার, সংশ্লিষ্ট কর্তৃপক্ষ এবং প্রবাসীদের সম্মিলিত সহযোগিতা কামনা করেন তিনি।

বিশেষ অতিথির বক্তব্যে গিয়াস আহমেদ বলেন, দেশের উন্নয়ন ও অগ্রগতিতে প্রবাসীদের ভূমিকা অপরিসীম। নোয়াখালীর উন্নয়নে প্রবাসীদের ঐক্যবদ্ধ অংশগ্রহণ ভবিষ্যতে আরও গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা রাখবে বলে তিনি আশা প্রকাশ করেন।

অনুষ্ঠানের শেষপর্বে ফখরুল ইসলাম এমপিকে ফুলেল শুভেচ্ছা ও সম্মাননা স্মারক প্রদান করা হয়। আয়োজকদের পক্ষ থেকে নোয়াখালী-৫ আসনের প্রবাসীসহ অনুষ্ঠানে উপস্থিত সকলের প্রতি আন্তরিক কৃতজ্ঞতা প্রকাশ করা হয় এবং সংবর্ধনা অনুষ্ঠান সফল করতে সহযোগিতাকারীদের ধন্যবাদ জানানো হয়।

আদানির বিরুদ্ধে আনা অভিযোগ খারিজ মার্কিন বিচারকের

উত্তর আমেরিকা ডেস্ক

ভারতীয় ধনকুবের গৌতম আদানির বিরুদ্ধে আনা ফৌজদারি অভিযোগ খারিজ করে দিয়েছেন। স্থানীয় সময় সোমবার এক মার্কিন বিচারক এই সিদ্ধান্ত দেন। এর আগে মার্কিন বিচার বিভাগ জানিয়েছিল, তারা আদানির বিরুদ্ধে প্রতারণা ও ঘুষের মামলাটি আর এগিয়ে না নেওয়ার সিদ্ধান্ত নিয়েছে।

ব্রিটিশ সংবাদমাধ্যম দ্য গার্ডিয়ানের প্রতিবেদনে বলা হয়েছে, ব্রুকলিনভিত্তিক জেলা বিচারক নিকোলাস গারাউফিস ফেডারেল প্রসিকিউটরদের করা এই বিরল আবেদন মঞ্জুর করে মামলাটি খারিজ করেন। ২০২৪ সালের নভেম্বরে তাঁর বিরুদ্ধে অভিযোগগুলো প্রকাশ্যে আনার পর আদানি যুক্তরাষ্ট্রে ১০ বিলিয়ন ডলার বিনিয়োগের প্রতিশ্রুতি দেন। ২০২৪ সালে আদানির বিরুদ্ধে অভিযোগ আনা হয় যে, তাঁর নেতৃত্বাধীন আদানি গ্রুপের একটি সহযোগী প্রতিষ্ঠান যাতে একটি সৌরবিদ্যুৎ প্রকল্প উন্নয়নের অনুমোদন পায়, সে জন্য তিনি ভারতীয় সরকারি কর্মকর্তাদের ঘুষ দেওয়ার ব্যাপারে সম্মত হয়েছিলেন। একই সঙ্গে তার কোম্পানির দুর্নীতিবিরোধী কার্যক্রম নিয়ে বিনিয়োগকারীদের আশ্বস্ত করার মতো তথ্য দিয়ে তিনি মার্কিন বিনিয়োগকারীদের বিভ্রান্ত করেছিলেন বলেও অভিযোগ আনা হয়।

‘এশিয়ান ফেস্টিভ্যাল ২০২৬’-এর গ্র্যান্ড অ্যানাউন্সমেন্ট ও এক্সিকিউটিভ গালা

ফ্লোরিডা

উত্তর আমেরিকা অফিস

বিপুল উৎসাহ উদ্দীপনা এবং স্থানীয় ব্যবসায়ী, সমাজসেবক ও কমিউনিটি নেতাদের স্বতঃস্ফূর্ত অংশগ্রহণের মধ্য দিয়ে বাংলাদেশ অ্যাসোসিয়েশন অব ফ্লোরিডার উদ্যোগে অনুষ্ঠিত হয়েছে ‘এশিয়ান ফেস্টিভ্যাল ২০২৬’-এর এক্সিকিউটিভ গালা ও অ্যানাউন্সমেন্ট ডিনার। ফ্লোরিডার করাল স্প্রিংস শহরের লা কুইন্টা হোটেলের বলরুমে তিন শতাধিক আমন্ত্রিত অতিথির অংশগ্রহণে জমকালো এই অনুষ্ঠানে আগামী ২৬ ও ২৭ ডিসেম্বর অনুষ্ঠিতব্য ৩১তম বহুজাতিক সাংস্কৃতিক মেলা ও ট্রেড ফেয়ারের আনুষ্ঠানিক তারিখ, থিম ও সার্বিক পরিকল্পনা ঘোষণা করা হয়।

অনুষ্ঠানের শুরুতে বিগত বছরের ফেস্টিভ্যালের সাফল্য উদযাপন এবং সংশ্লিষ্টদের ধন্যবাদ জানানো হয়। গত বছরের ফেস্টিভ্যাল কমিটির পক্ষ থেকে বক্তব্য দেন কনভেনার নাঈম খান দাদন, চেয়ারম্যান সাইফুল ইসলাম বুলবুল এবং মেম্বার সেক্রেটারি মো. আকরাম হোসেন। স্বাগত বক্তব্যের মাধ্যমে অনুষ্ঠানের শুভ সূচনা করেন বাংলাদেশ অ্যাসোসিয়েশন অব ফ্লোরিডার সাধারণ সম্পাদক রফিকুল ইসলাম।

অনুষ্ঠানে ২০২৬ সালের ফেস্টিভ্যাল কমিটির নবনিযুক্ত কনভেনার আওয়াল দয়ান, চেয়ারম্যান আবু নাঈম দাউদ এবং সেক্রেটারি জেনারেল এম কে আলম এক যৌথ বিবৃতিতে জানান, আগামী ২৬ ও ২৭ ডিসেম্বর ২০২৬ (শনিবার ও রবিবার) ফ্লোরিডার পেমব্রোক পাইনসে অবস্থিত চার্লস এফ ডজ সিটি সেন্টারে দুদিনব্যাপী আন্তর্জাতিক এই মেলা অনুষ্ঠিত হবে।

তিন দশকের ঐতিহ্যবাহী এই আয়োজন এবার আরও বৃহৎ পরিসরে অনুষ্ঠিত হতে যাচ্ছে। এবারের উৎসবের মূল প্রতিপাদ্য নির্ধারণ করা হয়েছে, ‘ঐতিহ্যে আমাদের শিকড়, ভবিষ্যতে আমাদের নজর’।

বাংলাদেশ অ্যাসোসিয়েশন অব ফ্লোরিডার সভাপতি এবিএম গোলাম মোস্তফা বলেন, ‘এশিয়ান ফেস্টিভ্যাল কেবল একটি সাংস্কৃতিক উৎসব নয়; এটি আমাদের ঐতিহ্য রক্ষা, তরুণ প্রজন্মকে নিজেদের শিকড়ের সঙ্গে পরিচয় করিয়ে দেওয়া এবং ফ্লোরিডায় এশিয়ান কমিউনিটির অর্থনৈতিক ও সামাজিকভাবে ঐক্যবদ্ধ হওয়ার এক বিশাল প্ল্যাটফর্ম। ২০২৬ সালের উৎসবটি এ যাবতকালের সবচেয়ে বর্ণাঢ্য আয়োজন হতে যাচ্ছে।’

এবিএম গোলাম মোস্তফার সঞ্চালনা ও ধারাবর্ণনায় অনুষ্ঠানে তিন মিনিটের একটি বিশেষ ডিজিটাল ভিডিওচিত্রের মাধ্যমে এবারের উৎসবের সার্বিক পরিকল্পনা তুলে ধরা হয়। উৎসবে দেশি ও বিদেশি ব্যবসায়ী ও উদ্যোক্তাদের পণ্য ও সেবা প্রদর্শনের জন্য ট্রেড ফেয়ার ও বিজনেস এক্সপো, বাংলাদেশসহ এশিয়ার বিভিন্ন দেশের ঐতিহ্যবাহী নৃত্য, সংগীত ও আন্তর্জাতিক শিল্পীদের অংশগ্রহণে সাংস্কৃতিক পরিবেশনা, এশীয় রন্ধনশিল্পের বৈচিত্র্যময় খাবার নিয়ে ফুড ফেস্টিভ্যাল এবং শিক্ষা, ব্যবসা ও সমাজসেবায় বিশেষ অবদানের জন্য গুণীজনদের সম্মাননা দেওয়ার উদ্যোগ রাখা হয়েছে।

অনুষ্ঠানে ‘নারী ফ্লোরিডা’, ‘মায়ামি বৈশাখী মেলা’, ‘একতারা ফ্লোরিডা’, ‘বাংলা ক্লাব অব ফ্লোরিডা’ ও ‘ঢাকা ক্লাব অব ফ্লোরিডা’সহ বিভিন্ন সামাজিক ও বাণিজ্যিক প্রতিষ্ঠানের শীর্ষ প্রতিনিধিরা উপস্থিত থেকে আয়োজনটি সফল করতে পূর্ণ সমর্থনের আশ্বাস দেন।

বাংলাদেশ অ্যাসোসিয়েশন অব ফ্লোরিডার পরিচালনা পর্ষদের সদস্য সৈয়দ হারুন, মো. হাবিবুল্লাহ, মোহাম্মদ শাহেদ, রেজা ইসলাম, মোহাম্মদ খোরশেদ, অসীম রয়, তানভীর আহমেদ, আজম হাকিম, মোরশেদ কালাম, রাশেদ কালাম, মোহাম্মদ জাকারিয়া জিতু, মোলশারী খানম, শামসুন্নাহার, তৌহিদুল আলম টিটু, রাশিদ চৌধুরী টিটু ও আবু নাসের শুভেচ্ছা বক্তব্য দেন।

সম্মানিত অতিথিদের মধ্যে কমিউনিটি ব্যক্তিত্ব আব্দুল ওয়াহেদ মাহফুজ, আতিকুর রহমান আতিক, ড. সালাউদ্দিন আহমেদ, ইমতিয়াজ আহমেদ, ব্রাওয়ার্ড কাউন্টির সাবেক মেয়র ডেল হোলনেস, মঞ্জুর শাহিন ও কোবির চৌধুরীসহ আরও অনেকে সংক্ষিপ্ত বক্তব্য দেন।

অনুষ্ঠানে আনুষ্ঠানিকভাবে ৮০ সদস্যের পূর্ণাঙ্গ ‘এশিয়ান ফেস্টিভ্যাল ২০২৬ কমিটি’ ঘোষণা করা হয়। নবনিযুক্ত ফেস্টিভ্যাল কমিটির প্রধান সমন্বয়ক টিটন মালিক ও সমন্বয়ক ইমন করিম আগামী ২৬ ও ২৭ ডিসেম্বরের এই আয়োজনে সকল প্রবাসী ও শুভানুধ্যায়ীকে সপরিবারে উপস্থিত থাকার আহ্বান জানান।

এক দশক ধরে চলা ‘ভুয়া বিয়ে’ চক্র

শেষ পৃষ্ঠার পর

অভিযোগ অনুযায়ী, প্রতিটি ভুয়া বিয়ের জন্য কোনো কোনো বিদেশি নাগরিক দিয়েছেন এক লাখ ডলার পর্যন্ত।

অ্যাটর্নি জেনারেল টড ব্লাঞ্চ এক বিবৃতিতে বলেন, বর্তমান প্রশাসন অভিবাসন ব্যবস্থাসহ সব ক্ষেত্রেই জালিয়াতি খুঁজে বের করার কাজ চালিয়ে যাচ্ছে। এ ধরনের চক্র আইনের প্রতি সরাসরি চ্যালেঞ্জ বলে তিনি মন্তব্য করেন। সাউথ নিউইয়র্কের ফেডারেল অ্যাটর্নি জেমি ম্যাকডোনাল্ড দাবি করেন, এই মামলা যুক্তরাষ্ট্রের ইতিহাসে সবচেয়ে বড় বিয়ে-জালিয়াতি চক্রগুলোর একটির কেন্দ্রীয় অংশ ভেঙে দিয়েছে। হোমল্যান্ড সিকিউরিটি ইনভেস্টিগেশনসের (এইচএসআই) ভারপ্রাপ্ত নির্বাহী পরিচালক জন কনডন বলেন, অভিযোগ অনুযায়ী এই চক্র এক দশক ধরে ভুয়া বিয়েকে একটি আন্তর্জাতিক ব্যবসায়িক মডেলে পরিণত করেছিল। যার মাধ্যমে শত শত ভুয়া গ্রিন কার্ড আবেদন যুক্তরাষ্ট্রীয় নাগরিকত্ব ও অভিবাসন সেবা সংস্থায় (ইউএসসিআইএস) জমা দেওয়া হয়েছে।

অভিযুক্তদের মধ্যে আছেন ব্রুকলিনের অ্যামি চেং (৭২), কুইন্সের শিয়াও মেই চ্যান (৬৪), কুইন্সের ক্রিস্টিন লু (৫২), স্টেটেন আইল্যান্ডের জিং ইয়ান ইয়ে (৪৩), ব্রুকলিনের শিয়াও ইয়ান চেন (৪৮), কুইন্সের গ্যাং ঝেং (৬১), স্টেটেন আইল্যান্ডের অ্যান্থনি চেং (৪৭), স্টেটেন আইল্যান্ডের মিশেল দুয়েনাস (৩৫) ও অ্যাঞ্জেলা দুয়েনাস (২৬), পিকস্কিলের সিগ্রিড সেতিনো (৩২) এবং অসিনিংয়ের এরিকা জনসন (৪৩)। সবাইকে বুধবার সকালে গ্রেপ্তার করে একই দিন আদালতে হাজির করার কথা জানানো হয়েছে।

অভিযোগপত্র অনুযায়ী, ২০১৬ সাল থেকে ২০২৬ সালের জুলাই পর্যন্ত এই চক্রটি মূলত নিউইয়র্ক সিটিকেন্দ্রিক হলেও কানেকটিকাট, ম্যাসাচুসেটস, পেনসিলভানিয়া, কেনটাকি, টেনেসি, জর্জিয়া, ফ্লোরিডা, এমনকি ভানুয়াতু ও চীন পর্যন্ত বিস্তৃত ছিল বলে অভিযোগ। অভিযুক্তদের মধ্যে কেউ চক্রের সমন্বয়ক হিসেবে বিদেশি খদ্দের খুঁজে বের করতেন, কেউ ইচ্ছুক মার্কিন নাগরিক জোগাড় করতেন, আর কেউ অভিবাসন সংক্রান্ত কাগজপত্র প্রস্তুত করে ভুয়া গ্রিন কার্ড আবেদন জমা দেওয়ার কাজ সমন্বয় করতেন বলে অভিযোগপত্রে বলা হয়েছে। এতে বিবাহ-অনুষ্ঠান পরিচালনাকারী, আইনজীবী, কর প্রস্তুতকারী ও বিমা প্রতিষ্ঠানের প্রতিনিধিরাও জড়িত ছিলেন বলে দাবি করা হয়েছে।

অভিযোগ অনুযায়ী, বিদেশি নাগরিকেরা সমন্বয়কদের প্রায় এক লাখ ডলার পর্যন্ত দিতেন। বিনিময়ে সমন্বয়করা অংশগ্রহণকারী মার্কিন নাগরিকদের দিতেন প্রায় ৩০ হাজার ডলার পর্যন্ত। সাধারণত গ্রিন কার্ড আবেদন প্রক্রিয়ার বিভিন্ন ধাপ অনুযায়ী কিস্তিতে, আর প্রতিটি নতুন নাগরিক জোগাড়ের জন্য নিয়োগকারীরা কমিশন পেতেন প্রায় ৫ হাজার ডলার পর্যন্ত। অভিযোগপত্রে উল্লেখিত তথ্য অনুযায়ী, বিদেশি নাগরিক ও মার্কিন নাগরিকদের প্রায়ই বিয়ের লাইসেন্স নেওয়ার ঠিক আগে প্রথমবার সাক্ষাৎ করানো হতো। তারপর সাজানো বিয়ের অনুষ্ঠান ও ছবি তোলা হতো যাতে সম্পর্কটিকে বৈধ বলে মনে হয়। এরপর যৌথ ব্যাংক হিসাব খোলা, একসঙ্গে কর প্রদান বা বিমা করানোর মতো অতিরিক্ত প্রমাণও তৈরি করা হতো বলে অভিযোগ। ইউএসসিআইএসের সাক্ষাৎকারের আগে অংশগ্রহণকারীদের শিখিয়ে দেওয়া হতো কীভাবে সম্পর্কের প্রকৃত রূপ গোপন রেখে ভুয়া তথ্য দিতে হয়।

অভিযোগপত্র অনুযায়ী এই চক্র অন্তত কয়েক শ ভুয়া গ্রিন কার্ড আবেদন জমা দিতে সক্ষম হয়েছিল। এর ব্যাপ্তি ও দীর্ঘ সময়কাল বিবেচনায় নিয়ে তদন্তকারীদের ধারণা, চক্রটি বিদেশি নাগরিকদের কাছ থেকে মোট কয়েক কোটি ডলার সংগ্রহ করেছে। গ্রেপ্তারের সময় ব্রুকলিনের সানসেট পার্ক ও কুইন্সের ফ্লাশিংসহ নিউইয়র্কের একাধিক স্থানে তল্লাশি পরোয়ানা কার্যকর করে আইনশৃঙ্খলা বাহিনী।

প্রত্যেক অভিযুক্তের বিরুদ্ধে বিয়ে-জালিয়াতি ও অভিবাসন-জালিয়াতির ষড়যন্ত্রের অভিযোগ আনা হয়েছে। দোষী সাব্যস্ত হলে সর্বোচ্চ পাঁচ বছরের কারাদণ্ড হতে পারে, আর অবৈধভাবে বিদেশিদের যুক্তরাষ্ট্রে বসবাসে উৎসাহ দেওয়ার ষড়যন্ত্রের আরেকটি অভিযোগ আনা হয়েছে, যাতে সর্বোচ্চ সাজা হতে পারে ১০ বছরের কারাদণ্ড। মামলাটি তদন্ত করছে এইচএসআই, এফবিআই, ইউএসসিআইএস, মার্কিন সেনাবাহিনীর অপরাধ তদন্ত বিভাগ ও ওয়েস্টচেস্টার কাউন্টি জেলা অ্যাটর্নির কার্যালয়। বিচার বিভাগ নিজেই স্পষ্ট করে জানিয়েছে, অভিযোগপত্র কেবল অভিযোগমাত্র — আদালতে সন্দেহাতীতভাবে দোষ প্রমাণিত না হওয়া পর্যন্ত প্রত্যেক অভিযুক্তকেই নির্দোষ বলে গণ্য করা হয়।

এনসিপির আন্তর্জাতিক সম্পর্ক ও ডায়াসপোরা উপকমিটির প্রধান আসিফ মাহমুদ

ঢাকা অফিস

আসিফ মাহমুদ

আন্তর্জাতিক সম্পর্ক, কূটনৈতিক সম্পৃক্ততা ও প্রবাসী বাংলাদেশিদের সঙ্গে সমন্বয় কার্যক্রম আরও সুসংহত করতে ‘আন্তর্জাতিক সম্পর্ক ও ডায়াসপোরা-বিষয়ক উপকমিটি’ গঠন করেছে জাতীয় নাগরিক পার্টি (এনসিপি)। উপকমিটির প্রধান হিসেবে দায়িত্ব পেয়েছেন দলটির মুখপাত্র আসিফ মাহমুদ সজীব ভূঁইয়া।

মঙ্গলবার এনসিপির আহ্বায়ক নাহিদ ইসলাম ও সদস্যসচিব আখতার হোসেন এই উপকমিটির অনুমোদন দেন। দলটির দপ্তর সেলের এক বার্তায় এসব তথ্য জানানো হয়েছে। এনসিপি জানিয়েছে, আন্তর্জাতিক সম্পর্ক ও ডায়াসপোরা-বিষয়ক উপকমিটির মাধ্যমে দলের আন্তর্জাতিক যোগাযোগ, কূটনৈতিক সম্পৃক্ততা এবং প্রবাসী বাংলাদেশিদের সঙ্গে সমন্বয় আরও কার্যকর ও যুগোপযোগী করার উদ্যোগ নেওয়া হবে।

বাংলাদেশিদের নেতৃত্বে

শেষ পৃষ্ঠার পর

১১টা থেকে জ্যাকসন হাইটসের ৫৯ স্ট্রিট থেকে শুরু হয়ে দুপুর ১টায় ৮৬ স্ট্রিটে গিয়ে শেষ হয় এই প্যারেড। এ সময় পুরো পথজুড়ে রাস্তার দুই পাশে দাঁড়িয়ে দক্ষিণ এশীয় কমিউনিটির মানুষসহ বিপুলসংখ্যক স্থানীয় বাসিন্দা ও আমেরিকান করতালি দিয়ে অংশগ্রহণকারীদের স্বাগত জানান।

এতে বাংলাদেশ, ভারত, পাকিস্তান, নেপাল, ভুটান, শ্রীলঙ্কা, মালদ্বীপ ও আফগানিস্তানের অভিবাসীরা নিজ নিজ দেশের পতাকা নিয়ে অংশগ্রহণ করেন। ঘোড়ার পিঠে পুলিশের উপস্থিতি এবং নিউইয়র্ক পুলিশ বিভাগের ব্যান্ডের তালে বিভিন্ন দেশের পতাকা ও বর্ণিল ফেস্টুনে সাজানো গাড়ির বহর এগিয়ে যায়।

প্যারেডের গ্র্যান্ড মার্শাল ছিলেন বাংলাদেশ সোসাইটির ট্রাস্টি বোর্ডের চেয়ারম্যান শাহনেওয়াজ গ্রুপের প্রেসিডেন্ট ও সিইও শাহ নেওয়াজ। অনুষ্ঠানে সাংস্কৃতিক পরিবেশনায় অংশ নেন কণ্ঠশিল্পী রানো আমেনা নেওয়াজ। উদ্বোধনী অনুষ্ঠানে গ্র্যান্ড মার্শাল শাহ নেওয়াজ বলেন, বাংলাদেশ সোসাইটির নেতৃত্বে সাউথ এশিয়ান ইউনিটি প্যারেড আয়োজন কমিউনিটির জন্য একটি ঐতিহাসিক ও গর্বের মুহূর্ত। দলমত ও ভেদাভেদ ভুলে সবাই কাঁধে কাঁধ মিলিয়ে এই আয়োজনে অংশ নিয়েছেন। এই আয়োজনের মাধ্যমে দক্ষিণ এশীয় কমিউনিটির ঐক্য, সম্প্রীতি ও শক্তিকে বৃহত্তর পরিসরে তুলে ধরা সম্ভব হয়েছে।

আয়োজকেরা জানান, নিউইয়র্কে বসবাসরত বিভিন্ন দক্ষিণ এশীয় জনগোষ্ঠীর মধ্যে পারস্পরিক সম্প্রীতি, ঐক্য ও সাংস্কৃতিক বন্ধন আরও জোরদার করাই এই আয়োজনের অন্যতম উদ্দেশ্য। বাংলাদেশিদের নেতৃত্বে প্রথমবারের মতো আয়োজিত এই প্যারেডে বিভিন্ন দেশের মানুষের অংশগ্রহণ নিউইয়র্কের বহুসাংস্কৃতিক সমাজে দক্ষিণ এশীয় কমিউনিটির বৈচিত্র্য ও ঐক্যের চিত্র তুলে ধরে।

প্যারেড এক্সিকিউটিভ কমিটির চিফ কোঅর্ডিনেটর হিসেবে দায়িত্ব পালন করেন শাহ শহীদুল হক এবং কনভেনার হিসেবে দায়িত্বে ছিলেন মহিউদ্দিন দেওয়ান। এতে বাংলাদেশ সোসাইটির সভাপতি আতাউর রহমান, কুইন্স ডেমোক্রেটিক ডিস্ট্রিক্ট লিডার অ্যাট লার্জ ও গেস্ট অব অনার অ্যাটর্নি মঈন চৌধুরী, বাংলাদেশ সোসাইটির সাধারণ সম্পাদক মোহাম্মদ আলী, সহসভাপতি কামরুজ্জামান কামরুল, ট্রাস্টি বোর্ডের সদস্য আহসান হাবিব, আজহারুল হক মিলন ও নাঈম টুটুলসহ বিভিন্ন কমিউনিটির নেতৃবৃন্দ উপস্থিত ছিলেন।

বাংলাদেশ সোসাইটির নির্বাচন ১৮ অক্টোবর

প্রথম পৃষ্ঠার পর

প্রার্থী তালিকা প্রকাশ করা হবে। মনোনয়ন নিয়ে আপিলের সুযোগ থাকবে ২ সেপ্টেম্বর। প্রার্থিতা প্রত্যাহারের শেষ সময় ৩ সেপ্টেম্বর এবং ৪ সেপ্টেম্বর প্রকাশ করা হবে চূড়ান্ত প্রার্থী তালিকা।

নির্বাচন কমিশন জানিয়েছে, বিভিন্ন পদের প্রার্থীদের মনোনয়নপত্র জমা দেওয়ার সময় নির্ধারিত জামানত দিতে হবে। সভাপতি পদে ৬ হাজার ডলার, সিনিয়র সহসভাপতি ও সাধারণ সম্পাদক পদে ৫ হাজার ডলার, সহসভাপতি পদে ৪ হাজার ৫০০ ডলার, সহসাধারণ সম্পাদক পদে ৩ হাজার ২০০ ডলার, কোষাধ্যক্ষ পদে ৩ হাজার ডলার, সাংগঠনিক সম্পাদক পদে ২ হাজার ৫০০ ডলার এবং অন্যান্য পদে ২ হাজার ডলার করে জামানত নির্ধারণ করা হয়েছে। সদস্য পদে জামানত ১ হাজার ৫০০ ডলার। এসব অর্থ ফেরতযোগ্য নয়।

প্রধান নির্বাচন কমিশনার আবু নাসের বলেন, ভোটার সংখ্যার দিক থেকে এবারের নির্বাচন বাংলাদেশ সোসাইটির ইতিহাসে সবচেয়ে বড় হতে যাচ্ছে। বর্তমানে ভোটার সংখ্যা প্রায় ৩৫ হাজার ৩২১ জন। তবে ভোটার তালিকা এখনো চূড়ান্ত হয়নি। সংশোধনের জন্য ১৮ আগস্ট পর্যন্ত সময় নেওয়া হয়েছে। তিনি জানান, এবার পাঁচটি কেন্দ্রে ভোটগ্রহণের পরিকল্পনা রয়েছে। কেন্দ্রগুলো প্রায় চূড়ান্ত পর্যায়ে রয়েছে। ভোটারদের নিজ নিজ নির্ধারিত কেন্দ্রেই ভোট দিতে হবে। ভোট দেওয়ার ক্ষেত্রে পরিচয়পত্র বাধ্যতামূলক—‘নো আইডি, নো ভোট’ নীতিতে নির্বাচন অনুষ্ঠিত হবে।

নির্বাচন পরিচালনার জন্য প্রাথমিকভাবে ২ লাখ ৬০ হাজার ডলারের বাজেট নির্ধারণ করা হয়েছে বলেও জানান প্রধান নির্বাচন কমিশনার। এর মধ্যে শুধু ভোটগ্রহণের মেশিন বাবদ প্রায় ৯০ হাজার ডলার ব্যয় হবে। নির্বাচন সুষ্ঠু ও সুন্দরভাবে সম্পন্ন করতে তিনি সবার সহযোগিতা কামনা করেন। এবারের নির্বাচনে দুটি প্যানেল প্রতিদ্বন্দ্বিতা করছে। এর বাইরে সভাপতি পদে স্বতন্ত্র প্রার্থী হিসেবে রয়েছেন ওসমান চৌধুরী এবং সাধারণ সম্পাদক পদে সৈয়দ রাব্বী।

একটি প্যানেলে সভাপতি পদে আতাউর রহমান সেলিম, সাধারণ সম্পাদক পদে মোহাম্মদ আলী এবং সহসভাপতি পদে কামরুজ্জামান কামরুল নেতৃত্ব দিচ্ছেন। অন্য প্যানেলে সভাপতি পদে আজমল হোসেন কুনু, সাধারণ সম্পাদক পদে ফিরোজ আহমেদ, সিনিয়র সহসভাপতি পদে দুলাল বেহেদু এবং সহসভাপতি পদে কালাম ভূঁইয়া রয়েছেন।

দুটি প্যানেলই ইতোমধ্যে তাদের নির্বাচনী প্রচারণা শুরু করেছে। ফলে ১৮ অক্টোবরের নির্বাচনকে ঘিরে নিউইয়র্কের বাংলাদেশি কমিউনিটিতে ইতোমধ্যে ব্যাপক আগ্রহ ও আলোচনা তৈরি হয়েছে।

‘এডাল্ট ডে কেয়ার’ নিয়ে প্রতারণা

শেষ পৃষ্ঠার পর

আর্থিক অবস্থান ও শিক্ষাগত যোগ্যতা খুব একটা ভালো নয়। নিম্ন আয়ের হওয়ায় তাদের প্রলোভন দেখানো সহজ হয়। বয়স্ক গ্রহীতারা অনেক সময় জানেনই না তাদের কোন হোম কেয়ার সেবা প্রদান করা হচ্ছে; বরং তারা সন্তান বা পরিবারের কাছে জিম্মি থাকেন। কম সময় সেবা দিয়ে বেশি সময়ের স্বাক্ষর নিয়ে সরকারের কাছ থেকে বাড়তি অর্থ হাতিয়ে নেওয়া হচ্ছে।

কুইন্স, ব্রুকলিন বা ব্রঙ্কসের বাংলাদেশি সোশ্যাল ডে কেয়ার সেন্টারগুলোর ক্ষেত্রেও এমন ঝুঁকিপূর্ণ প্রবণতা বা অপব্যবহারের সুযোগ রয়েছে উল্লেখ করে তিনি বলেন, “চীনা ভাষাভাষীদের মধ্যে ইংরেজি না জানার সংখ্যা বেশি হওয়ায় তাদের মিথ্যা তথ্য ও প্রলোভন দিয়ে সহজেই প্ররোচিত করা সম্ভব। বাংলাদেশিরা কিছুটা ইংরেজি বোঝার কারণে তাদের ক্ষেত্রে এটি অত সহজ নয়, তবে বাংলাদেশিদেরও সাবধান হওয়া উচিত।”

ক্ষোভ প্রকাশ করে মাহফুজুর রহমান আরও জানান, অ্যাডাল্ট ডে কেয়ার সেন্টারের এই দুর্নীতি সামাজিক পরিবেশ কলুষিত করছে। হোম কেয়ারের অর্থকে কেন্দ্র করে পরিবারে সন্তানদের মধ্যে কাড়াকাড়ি ও মারামারি শুরু হয়েছে। প্রবীণদের অর্থ আয়ের উৎস বানিয়ে অনেকে হুট করে উচ্চবিত্ত বনে যাচ্ছেন, যার ফলে পরিশ্রমী মানুষের সঙ্গে এক বিরাট সামাজিক ব্যবধান তৈরি হচ্ছে। এই প্রতারণা দমনে নিউইয়র্কের গভর্নর ক্যাথি হোকুল ব্যবস্থাটিকে আরও নিয়ন্ত্রিত ও সরকারি পর্যবেক্ষণের আওতায় আনার চেষ্টা করছেন। অচিরেই এর অনিয়ম দূর হবে বলে আশা করা যায়।

মেডিকেইড কেলেঙ্কারি উদঘাটনের পর সরকার নিয়মকানুন বা অডিট ব্যবস্থা কঠোর করলেও প্রকৃত সেবাভোগীদের ওপর কোনো প্রভাব পড়বে না বলে আশ্বস্ত করেন মাহফুজুর রহমান। তিনি মনে করেন, আইন কঠোর হলে প্রকৃত গ্রাহকেরা আরও উন্নত সেবা পাবেন।

প্রবীণ সদস্য ও তাদের স্বজনদের সতর্ক হওয়ার আহ্বান জানিয়ে তিনি বলেন, “আমাদের কমিউনিটিকে সচেতন হতে হবে। যে প্রবীণকে এ দেশে আনা হচ্ছে, তার সদিচ্ছা বা সম্মতি আছে কি না, তা অনেকেই যাচাই করেন না। অনেককে একপ্রকার বন্দি রেখে অন্যায়ভাবে অতিরিক্ত আয়ের মাধ্যম বানানো হচ্ছে, যা অত্যন্ত নিন্দনীয় ও অনৈতিক।”

সোহানা নাজনীনের সঞ্চালনা ও এইচ বি রিতার পরিচালনায় গুরুত্বপূর্ণ এই আলোচনার মাধ্যমে পর্বটি শেষ হয়।

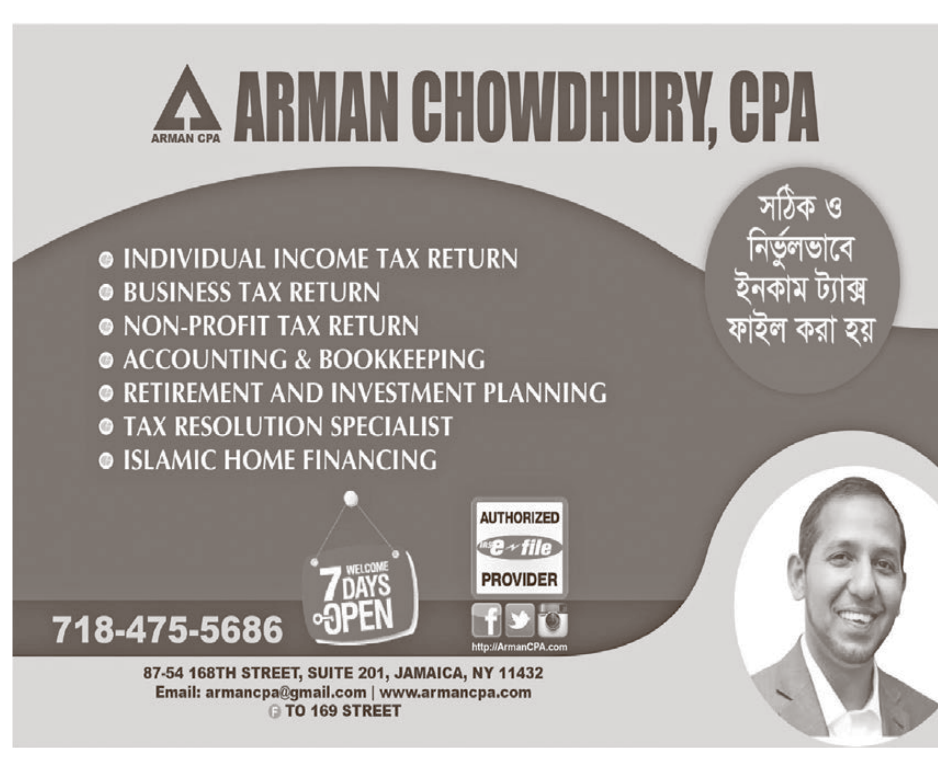

নিউইয়র্কে এসএসসি ১৯৮৪ ব্যাচের চতুর্থ পুনর্মিলনী

ডেস্ক রিপোর্ট

দীর্ঘদিন পর বন্ধুদের সান্নিধ্যে ফিরে যেন কৈশোরের সেই সোনালি দিনগুলোতে ফিরে গেলেন এসএসসি ১৯৮৪ ব্যাচের (চুরাশিয়ান) সদস্যরা। গত ২৫ জুলাই শনিবার নিউইয়র্কের নান্দনিক ওয়ার্ল্ডস ফেয়ার মেরিনায় অনুষ্ঠিত হলো এসএসসি ১৯৮৪ ব্যাচ নর্থ আমেরিকার চতুর্থ পুনর্মিলনী।

উত্তর আমেরিকার বিভিন্ন অঙ্গরাজ্য, কানাডা, শ্রীলঙ্কা ও বাংলাদেশ থেকে দূর-দূরান্ত পাড়ি দিয়ে অনুষ্ঠানে যোগ দেন ব্যাচের সদস্যরা। দীর্ঘদিন পর প্রিয় বন্ধুদের একসঙ্গে পেয়ে স্মৃতিচারণ, গল্প, আড্ডা ও খুনসুটিতে মেতে ওঠেন তারা। পরিবার-পরিজনের অংশগ্রহণে পুরো আয়োজন পরিণত হয় আনন্দ, আবেগ ও ভালোবাসার এক বর্ণিল মিলনমেলায়।

নদীর তীরঘেঁষা সবুজে ঘেরা ওয়ার্ল্ডস ফেয়ার মেরিনার উন্মুক্ত প্রাঙ্গণে বিকেল ৬টায় শুরু হয় অনুষ্ঠানের প্রথম পর্ব। উদ্বোধন, স্মৃতিচারণ ও ককটেল পর্বের শুরুতে পরিবেশন করা হয় বাংলাদেশের জাতীয় সংগীত ও যুক্তরাষ্ট্রের জাতীয় সংগীত। পরে মহামিলনের কনভেনর শামস চৌধুরী রুশো আনুষ্ঠানিকভাবে উদ্বোধনের ঘোষণা দেন।

স্মৃতিচারণ পর্বে নিউইয়র্কের চুরাশিয়ানদের পাশাপাশি কানাডা, বাংলাদেশ, শ্রীলঙ্কা এবং যুক্তরাষ্ট্রের বিভিন্ন অঙ্গরাজ্য থেকে আসা প্রতিনিধিরা বক্তব্য দেন। কানাডা থেকে মিজান রহমান, ইমাম উদ্দিন, সোহেল মাহমুদ, মঈন তালুকদার ও মজিবুর মোল্লা; বাংলাদেশ থেকে সানোয়ার হোসেন নওরোজ, কাজী জাহাঙ্গীর কবির, ইমন শেখ ও আলীম উল্লাহ এবং শ্রীলঙ্কা থেকে হীরা ডি সেরাম বক্তব্য দেন।

এছাড়া টেক্সাসের সামু হোসাইন, ইফতেখার আলম লিটন, শাহীন শাহনাজ ও মোহাম্মদ আলী; ফ্লোরিডার টিটন মালিক, আশরাফ উদ্দিন, হাসিবুল হাসান, ইকবাল করিম ও শারমীন জামান লিপি; বোস্টনের ডা. শেখ শাহাবুদ্দিন, লাল গোলাম ফারুক ও মশিউর রহমান; পেনসিলভানিয়ার মাহফুজ শিপু ও কামরুন নাহার; নিউ জার্সির তোহেল ইসলাম, শরিফুল পারভেজ তপু, মোস্তাফুল হক টুটুল ও মোর্শেদ আহমেদ; মেরিল্যান্ডের কলিমুল্লাহ ও নির্মল গোমেজ; কানেকটিকাটের সুব্রত বণিক ও কামরুল চৌধুরী এবং জর্জিয়ার নজরুল চৌধুরী স্মৃতিচারণে অংশ নেন।

আয়োজনে ছিল বাহারি খাবারের সমৃদ্ধ আয়োজন। পাশাপাশি গান, কবিতা আবৃত্তি ও বিভিন্ন বিনোদনমূলক পরিবেশনা অনুষ্ঠানে যোগ করে ভিন্ন মাত্রা।

পরে সুসজ্জিত বলরুমে অনুষ্ঠিত হয় দ্বিতীয় পর্বের সাংস্কৃতিক অনুষ্ঠান ও মিউজিক নাইট। চুরাশিয়ানদের গর্ব দেশবরেণ্য সংগীতশিল্পী রিজিয়া পারভীনসহ নিউইয়র্কের জনপ্রিয় শিল্পী হাসান মাহমুদ, ঝুলন সেন, দীপক দাস, খালেদ সরকার, মহুয়া আহমেদ ও আলভান চৌধুরীর পরিবেশনায় সংগীত উপভোগ করেন উপস্থিতরা। কবিতা আবৃত্তি করেন আবদুল্লাহ আল মাহের, মাহফুজ শিপু ও শোয়েব মজুমদার।

পুনর্মিলনী উপলক্ষে প্রকাশ করা হয় স্মারক ম্যাগাজিন ‘বন্ধু চল্ আড্ডা দিই’। এতে চুরাশিয়ানদের পরিচিতি, স্মৃতি ও বিভিন্ন তথ্য তুলে ধরা হয়। অংশগ্রহণকারী প্রত্যেক চুরাশিয়ানের হাতে তুলে দেওয়া হয় স্মারক উপহার ও কোট পিন।

সাউথ জার্সিতে কৃষ্ণলীলার আয়োজন ১৫ আগস্ট

সুব্রত চৌধুরী, নিউইয়র্ক

ধর্মীয় আবহ, গীতি-নৃত্য ও সাংস্কৃতিক পরিবেশনার মধ্য দিয়ে যুক্তরাষ্ট্রের সাউথ জার্সিতে আগামী ১৫ আগস্ট (শনিবার) বর্ণাঢ্য কৃষ্ণলীলা অনুষ্ঠিত হতে যাচ্ছে। এগ হারবার টাউনশিপের ৫৭১ সাউথ পোমোনা রোডে অবস্থিত হিন্দু জৈন বৈকুণ্ঠ মন্দিরের মিলনায়তনে রাত ৮টায় এ আয়োজন শুরু হবে।

কৃষ্ণলীলাকে ঘিরে ইতোমধ্যে সাউথ জার্সির প্রবাসী হিন্দু ধর্মাবলম্বীদের মধ্যে দারুণ উৎসাহ-উদ্দীপনা দেখা দিয়েছে। অনুষ্ঠানে ভগবান শ্রীকৃষ্ণের জন্ম, শৈশবের বিভিন্ন লীলা এবং তার ধর্মীয় ও নৈতিক শিক্ষার নানা দিক গীতি, নৃত্য ও নাট্যরূপে তুলে ধরা হবে।

নিউইয়র্কে ফজিলাতুন্নেছা মুজিবের জন্মবার্ষিকীতে দোয়া মাহফিল

শেখ শফিকুর রহমান, নিউইয়র্ক

নিউইয়র্কে বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিবুর রহমানের সহধর্মিণী বেগম ফজিলাতুন্নেছা মুজিবের জন্মবার্ষিকী উপলক্ষে দোয়া ও মিলাদ মাহফিল অনুষ্ঠিত হয়েছে। নিউইয়র্ক মহানগর আওয়ামী লীগের উদ্যোগে গত ৮ আগস্ট (শনিবার) সন্ধ্যায় ওজনপার্কের লাবণ্য রেস্টুরেন্টে এ দোয়া মাহফিল অনুষ্ঠিত হয়।

অনুষ্ঠানে প্রধান অতিথি হিসেবে বক্তব্য দেন নারায়ণগঞ্জের সাবেক সংসদ সদস্য একেএম শামীম ওসমান। তিনি বলেন, তারেক রহমান বলছেন, ‘আই হ্যাভ এ প্লেন’। নেতাদের প্লেন থাকবে কেন, নেতাদের থাকবে ড্রিম। নেতারা স্বপ্ন দেখান এবং সেই স্বপ্ন বাস্তবায়ন করেন।

নিউইয়র্ক মহানগর আওয়ামী লীগের সভাপতি রফিকুর রহমানের সভাপতিত্বে এবং সাধারণ সম্পাদক ইমদাদ চৌধুরীর সঞ্চালনায় অনুষ্ঠানে বিশেষ অতিথি ছিলেন যুক্তরাষ্ট্র আওয়ামী লীগের সহসভাপতি ডা. মাসুদুল হাসান, হবিগঞ্জ জেলা আওয়ামী লীগের সাধারণ সম্পাদক অ্যাডভোকেট আলমগীর চৌধুরী, সাংবাদিক শাবান মাহমুদ, উপদেষ্টা বীর মুক্তিযোদ্ধা মুজাহিদুল ইসলাম, উপদেষ্টা নুরুল আফসার সেন্টু, যুক্তরাষ্ট্র আওয়ামী লীগের যুগ্ম সাধারণ সম্পাদক এমদাদ ভূঁইয়া রাজু, নিউইয়র্ক স্টেট আওয়ামী লীগের সাধারণ সম্পাদক শাহীন আজমল ও শামসুল আরেফিন।

অনুষ্ঠানের শুরুতে মিলাদ মাহফিল অনুষ্ঠিত হয়। পরে দোয়া ও মোনাজাত পরিচালনা করেন মাওলানা মঈনুদ্দীন আহমদ। এ সময় বেগম ফজিলাতুন্নেছা মুজিবসহ বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিবুর রহমান ও তাঁর পরিবারের সদস্যদের জন্য বিশেষ দোয়া করা হয়।

জে.এম. আলম মাল্টি সার্ভিসেস ইনক্
ট্যাক্স
★ পারসনাল ট্যাক্স
★ বিজনেস ট্যাক্স
★ সেল্স ট্যাক্স
★ বিজনেস সেটআপ
AUTHORIZED IRS e-file PROVIDER
ইমিগ্রেশন
★ ফ্যামিলি পিটিশন
★ সিটিজেনশীপ আবেদন
★ গ্রীণকার্ড নবায়ন
★ সব ধরনের এফিডেভিট
আলম টুর এন্ড ট্রাভেলস
AIR TICKET
-Emirates - Qatar Airways - Etihad Airways - Turkish Airlines - Saudia & More
(646) 685-3785, (212) 810-0449
E: Alamttravels@gmail.com, WWW.Alamtourandtravels.com
Immigrant Elder Home care LLC
Authorized Homecare Provider Department of Health, State of New York
ঘরে বসেই প্রিয়জনদের সেবার মাধ্যমে
প্রতি ঘন্টা ২১.০০ ডলার পর্যন্ত উপার্জন করুন
কোন প্রশিক্ষনের প্রয়োজন নেই এবং
আমরা কোন ফি চার্জ করি না।

Jahangir M Alam
President & CEO
72-26 Roosevelt Ave, 2nd Fl, Suite # 201, Jackson Heights, NY 11372
Office: (718) 433-9283, Cell: (212) 810-0449
E: jmalamms@gmail.com (347) 891-7070

ভিজিট, ষ্টুডেন্ট বা ট্রানজিট ভিসা অথবা
অন্য যে-কোন উপায়ে আমেরিকায় আগতদের বৈধতার বিষয়ে ফ্রি পরামর্শ

আমেরিকায় স্থায়ীভাবে বসবাস ও ব্যবসায়ের বিষয়ে
স্টেট ইমিগ্রেশন ও বিজনেস কনসালটিং অফিস

Political Asylum
নির্ভুল ফাইলিং এর পূর্ণ সহায়তা এবং পরবর্তীতে গ্রীনকার্ড পাবার নানা উপায়-সহ যাবতীয় বিষয়ে ফ্রি পরামর্শ।
পলেটিক্যাল এসাইলাম এর মাধ্যমে মোটামুটি ৭ মাসের মধ্যে ওয়ার্ক পার্মিট ও সোসাল-সহ বৈধভাবে বসবাসে সহযোগীতা।

SIJS (Special Immigrant Juvenile Status)
আমেরিকায় বসবাসরত ২১ বছরের নীচের ছেলে-মেয়েদের সীজ প্রোগ্রামের আওতায় গ্রীনকার্ড প্রসেস করা হয়।
অভিভাবকগণ যোগাযোগ করুন।

VAWA (Violence Against Women Act)
আমেরিকান সিটিজেন অথবা গ্রীনকার্ড হোল্ডারকে বিয়ে করার পরও নানা কারণে গ্রীনকার্ড পাচ্ছেন না;
অথবা গ্রীনকার্ডটি রিভোক হতে যাচ্ছে! আমাদের সংগে আজই যোগাযোগ করুন।

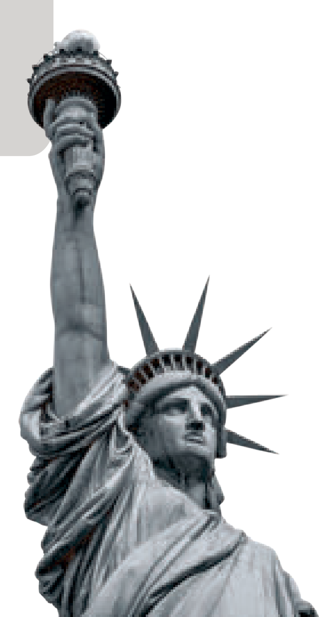

E2 / L1 | EB-3
SIJS | VAWA
POLITICAL ASYLUM

ফোনে এপয়েন্টমেন্ট করে আসুন
Old Club Man Corporation
(718) 839-5812 | (212) 814-4068
16222 87th Road, Jamaica, NY 11432

ELECTION COMMISSION 2026

BANGLADESH SOCIETY INC.

বাংলাদেশ সোসাইটি ইনক

86-24 Whitney Avenue, Elmhurst, New York 11373 • Tel: 646-247-2657
commissioner@bangladeshsocietyinc.com • https://commission.bangladeshsocietyinc.com

A Not-For-Profit, Tax Exempt 501(c)(3) Socio-Cultural Organization. Established: 1975 * Tax ID: 80-0508683

নির্বাচনী ইশতেহার

এতদ্বারা বাংলাদেশ সোসাইটির সকল সম্মানিত সদস্য/সদস্যাবৃন্দের অবগতির জন্য জানানো যাচ্ছে যে, বাংলাদেশ সোসাইটির নির্বাহী কমিটির ২০২৭-২৯ মেয়াদের জন্য নির্বাচন অনুষ্ঠিত হতে যাচ্ছে। নিম্নে বর্ণিত সময়সূচী অনুযায়ী নির্বাচনী কার্যক্রম পরিচালনা করা হবে। এতে আপনাদের আন্তরিক সহযোগিতা একান্তভাবে কাম্য।

THE ELECTION SCHEDULE IS AS FOLLOWS:

ACTIVITIES	DATE	TIME	Location
Distribution of Nomination Form/Package	Aug 25, 2026, Tuesday	5:00 pm to 10:00 pm	Bangladesh Society's Office
Submission of Nomination Papers	Aug 30, 2026, Sunday	5:00 pm to 10:00 pm	Queens Palace, Woodside
Scrutiny/Verification	Aug 31, 2026, Monday	7:00 pm	Bangladesh Society's Office
Publication of Preliminary Cadidates List	Sep 01, 2026, Tuesday	7:00 pm	Bangladesh Society's Office
Appeal	Sep 02, 2026, Wednesday	7:00 pm to 9:00 pm	Bangladesh Society's Office
Withdrawal of Nomination	Sep 03, 2026, Thursday	7:00 pm to 9:00 pm	Bangladesh Society's Office
Final Canditates List Announcement	Sep 04, 2026, Friday	7:00 pm	Bangladesh Society's Office
Election Day	Oct 18, 2026, Sunday	9:00 am to 10:00 pm	To be Announced Later

1. The Election for the Executive Committee of Bangladesh Society, Inc. will be held according to the rules and regulations set forth in the election by-laws and in the constitution of the society.
2. The Election Commission may terminate candidacy of the candidate(s) any time for violation of any rule/regulation set forth in the election by-laws and in the constitution.
3. The Election Commission will not be responsible legally or by any other means for any irregularities in the voter list, or any discrepancies in the constitution or its by-laws.
4. Members with any questions regarding the voter list should contact the Executive Committee of the Bangladesh Society, Inc.
5. Any discrepancies found in the voter list will have to be corrected by the Executive Committee of Bangladesh Society, Inc. on the basis of appropriate documentation. The executive committee must notify the Election Commission in writing about any correction by August 23, 2026. No correction will be accepted by the Election Commission after that date.
6. There are 21 posts for the Executive Committee of Bangladesh Society, Inc.

POSTS	NUMBER OF POSTS
President	1
Senior Vice-President	1
Vice- President	1
General Secretary	1
Assistant General Secretary	1
Treasurer	1

POSTS	NUMBER OF POSTS
Organizing Secretary	1
Cultural Secretary	1
Public Relations and Publicity Secretary	1
Social Welfare Secretary	1
Literary Secretary	1
Sports and Ent. Secretary	1

POSTS	NUMBER OF POSTS
School and Education Secretary	1
Woman and Children Affairs Secretary	1
Youth and IT Secretary	1
Executive Member	6

7. **Nomination form must bear the original signature of the Election Commission** (Photo copies not acceptable). **Each nomination form must be submitted with the designated fee (non-refundable) and the candidates photo ID.** The following forms of identification will be accepted. Photocopy of drivers license, State ID, Green Card, Work Authorization Card or Passport. If the nomination form is submitted by an agent, the agent must submit an affidavit of proof of authenticity of the documents along a notarized copy of the document.
8. Each candidate must notary the affidavit section of the nomination form. Without notary, nomination form will stand as void.
9. **Any incomplete form will stand as void and there will be no refund of fee for any void form.**
10. Non-refundable nomination fee payable to the Election Commission of Bangladesh Society and must be paid by postal money order (preferable) or cash (in case of any emergency) only.
11. Mailing, notifications, declarations, dissemination & advertisement in different media will be executed by the Election Commission.
12. **ELIGIBILITY by-laws of the Constitution.**
    a) To be eligible for election as an office bearer of the Executive Committee (EC), the candidate shall be a member in good standing for two consecutive calendar years and shall be of at least 18 years of age and older.
    b) To be eligible for election as President and General Secretary of the EC, the candidate shall be a member in good standing for a minimum of last three consecutive calendar years up to the election year. Notarized proof for membership in good standing for a minimum of last three consecutive calendar years up to the election year from any two current Officials, president, General Secretary or Treasurer of the Society must be submitted with the nomination papers.
    c) **President and General Secretary** shall be limited to **two consecutive terms** only.
    d) **President, General Secretary** and **Treasurer** shall not hold **same position** in any other organization for the period they shall serve in the Executive Committee of the Society. Notarized affidavit must be submitted with the nomination form.
    e) To be eligible to contest in the election for the post of **President, General Secretary** and **Treasurer**, the member shall be at least **legal resident** (Green Card Holder) of the United States of America. **Original document of residency status** and a **copy** must be produced to the Election Commission if nomination is submitted in person but if submitted by an agent, the agent must submit **affidavit** on proof of authenticity of the document and a notarized copy of this document with the nomination papers.
    f) To be eligible for election as an office bearer of the EC, the candidate must not have any criminal judgment, under the Criminal Court within last 7 years.
13. The Election commission shall decide any matter that is undefined, unclear and contradict in either part of the election by-laws or the constitution. Commission reserves all rights to make any necessary modifications to these clauses and add additional clauses if necessary.

Interested candidates are advised to obtain the Nomination Package containing election materials by paying $500.00 (non refundable) fee in cash from the office of the Election Commission on the scheduled date and time.

নির্বাচনের তারিখ: ১৮ই অক্টোবর, ২০২৬ রবিবার (সকাল ৯টা থেকে রাত ১০টা)। স্থান: পরে জানানো হবে

নির্বাচন সংক্রান্ত যাবতীয় তথ্যের জন্য নির্বাচন কমিশনের সাথে যোগাযোগ করতে অনুরোধ করা যাচ্ছে।

Election Commission 2026 / নির্বাচন কমিশন ২০২৬

Abu Nasher	**Badrul H. Khan**	**Mohammed Shamsuddin Azad**	**Mohammed Ruhul Amin Sarker**	**Ahbab Chowdhury**	**Mithu Hamid**	**Mohammad Dulal Mia**
Chief Election Commissioner	*Election Commissioner*	*Election Commissioner*	*Election Commissioner*	*Election Commissioner*	*Election Commissioner*	*Election Commissioner*
646-247-2657	*(646) 824-4814*	*(917) 335-4184*	*(718) 705-2228*	*(917) 969-1991*	*(347) 891-9905*	*(718) 974-2933*

For more information visit : https://commission.bangladeshsocietyinc.com

SECI
Sonali Exchange Co. Inc.
Secure, Fast, Reliable.

বাংলাদেশে টাকা পাঠাবেন? সোনালী এক্সচেঞ্জে আসুন
জ্যামাইকা, জ্যাকসন হাইট্স ও ব্রঙ্কস শাখা সপ্তাহে ০৭ দিনই খোলা থাকে

- আমরা দিচ্ছি সর্বোচ্চ রেট
- আমরা টাকা পাঠাতে কোন ফি নেই না
- আমরা সকল ব্যাংকে একই রেট দিয়ে থাকি
- আমাদের ক্যাশ পিকআপ ও বিকাশ রেটও সমান
- আমরা দিচ্ছি ২.৫০% সরকারী প্রণোদনার নিশ্চয়তা

ঘরে বসে টাকা পাঠাতে আপনার মোবাইল থেকে
Sonali Exchange Mobile App
ডাউনলোড করে রেজিস্ট্রেশন করুন
যোগাযোগ- ২১২-৮০৮-০৭৯০

সোনালী এক্সচেঞ্জ কোম্পানী ইন্‌ক
SONALI EXCHANGE CO. INC.
সোনালী ব্যাংক পিএলসি এর একটি অঙ্গ প্রতিষ্ঠান
LICENSED AS INTERNATIONAL MONEY TRANSMITTER BY THE DFS NY, DF&I NJ, DIFS MI, DB&F GA, OCFR MD AND FLOFR FL
NMLS NO. 1098789

সোনালী এক্সচেঞ্জ এর মাধ্যমে রেমিটেন্স করুন, দেশের অর্থনৈতিক উন্নয়নে গর্বিত অংশীদার হউন।
রেমিটেন্স সংক্রান্ত তথ্যের জন্য নিম্নের যে কোন শাখায় যোগাযোগ করুন

CORPORATE 212-808-0790
ATLANTA 770-936-9906
BROOKLYN 718-853-9558
JACKSON HTS 718-507-6002
BRONX 718-822-1081
JAMAICA 347-644-5150
MICHIGAN 313-368-3845
OZONE PARK 347-829-3875
PATERSON 973-595-7590

আমাদের সার্ভিস নিন - আপনাকে সেবা করার সুযোগ দিন

TUITION FREE TAX SCHOOL*

লিবার্টি ট্যাক্স স্কুল

BECOME A TAX PROFESSIONAL

Complete our Income Tax Course
and Join America's Fastest Growing Tax Preparation Company for the Upcoming Tax Season.
* Tuition is Free but there is little fee for books

- Day and Evening Classes are available for your convenience.

PLEASE CONTACT : (718) 297-3500
147-20 Hillside Ave, 2nd Floor, Jamaica NY 11435
Email: libertytaxschool101@gmail.com
(আল আকসা রেস্টুরেন্টের উল্টো দিকে)
(One Block East From Sutphin Blvd on the corner of Hillside Ave Train Station, Close by F & E Train)

প্রথম আলো
Prothom Alo North America
বৃহস্পতিবার (Thursday)
১৩ আগস্ট ২০২৬

প্ল্যান্টার ফ্যাসাইটিস যত্নে চিকিৎসাসম্মত পরামর্শ

প্ল্যান্টার ফ্যাসাইটিস হলো পায়ের পাতায় থাকা প্ল্যান্টার ফ্যাসা নামক টিস্যুর প্রদাহ বা ইনফ্লেমেশন। এটি গোড়ালি ব্যথার সবচেয়ে সাধারণ কারণ। প্ল্যাল্যান্টার ফ্যাসা হলো একটি শক্ত ও তন্তুময় টিস্যু (যা লিগামেন্টের মতো), যা গোড়ালি থেকে শুরু হয়ে পায়ের আঙুল ও বল পর্যন্ত বিস্তৃত। প্ল্যান্টার ফ্যাসা পায়ের হাড়গুলোকে একসাথে সংযুক্ত রাখে এবং পায়ের তলার বাঁকা অংশ গঠন করে। যখন প্ল্যান্টার ফ্যাসার ওপর অতিরিক্ত চাপ পড়ে বা এটি বেশি প্রসারিত হয়, তখন প্ল্যান্টার ফ্যাসাইটিস হয়।

তবে চিকিৎসক ও অর্থোপেডিক বিশেষজ্ঞদের মতে, সঠিক জীবনযাপন ও ব্যায়ামের মাধ্যমে এটি নিয়ন্ত্রণে রাখা সম্ভব।

লক্ষণ ও কারণসমূহ

ক্লিভল্যান্ড ক্লিনিকের তথ্যমতে, প্ল্যান্টার ফ্যাসাইটিসের সবচেয়ে সাধারণ লক্ষণগুলোর মধ্যে

রয়েছে: গোড়ালি ব্যথা, পায়ের পাতার বাঁকা অংশে ব্যথা, পা শক্ত বা আড়ষ্ট হয়ে থাকা, গোড়ালির চারপাশে ফোলাভাব ও পায়ের পেছনের পেশি বা একিলিস টেন্ডন শক্ত হয়ে যাওয়া। এই প্রদাহের কারণে হাঁটাচলা করা বা পায়ের ব্যবহার করা কষ্টদায়ক হয়ে ওঠে।

যেকোনো বিষয় যা আপনার প্ল্যান্টার ফ্যাসা টিস্যুতে ইরিটেশন বা আঘাত তৈরি করে, তা থেকেই প্ল্যান্টার ফ্যাসাইটিস হতে পারে। যেমন: কাজের প্রয়োজনে সারা দিন দাঁড়িয়ে থাকা, খেলাধুলা করা, শক্ত সমতলে ব্যায়াম করা বা কাজ করা, স্ট্রেচিং বা ওয়ার্ম-আপ ছাড়া ব্যায়াম করা, পায়ে পর্যাপ্ত সাপোর্ট দেয় না এমন জুতো পরা (যেমন ফ্লিপ-ফ্লপ বা সস্তা, পাতলা ও ফ্লেক্সিবল স্নিকার্স) এবং বাড়িতে খালি পায়ে হাঁটাচলা বা দাঁড়িয়ে থাকা।

কিছু শারীরিক স্বাস্থ্যগত অবস্থার কারণেও প্ল্যান্টার ফ্যাসাইটিস হতে পারে, যার মধ্যে রয়েছে: পায়ের পাতা অতিরিক্ত উঁচু হওয়া, ফ্ল্যাট ফুট বা সমতল পা থাকা,

স্থূলতা বা অল্প কয়েক মাসের মধ্যে ১৫ পাউন্ডের (প্রায় ৭ কেজি) বেশি ওজন বৃদ্ধি পাওয়া।

প্লাল্যান্টার ফ্যাসাইটিসের যত্ন ও চিকিৎসা

এই সমস্যার চিকিৎসা সাধারণত প্রাইমারি কেয়ার ফিজিশিয়ান, অর্থোপেডিক বিশেষজ্ঞ, ফিজিওথেরাপিস্ট এবং পোডিয়াট্রিস্ট করে থাকেন। অতি বিরল বা জটিল ক্ষেত্র ছাড়া সাধারণত সার্জারির প্রয়োজন পড়ে না।

প্রাথমিক অবস্থায় চিকিৎসকরা কিছু ব্যথানাশক ওষুধ, থেরাপি এবং জীবনযাত্রায় পরিবর্তনের পরামর্শ দেন।

যেমন

•পায়ের বিশ্রাম: প্ল্যান্টার ফ্যাসাইটিস যে শারীরিক কর্মকাণ্ড বা খেলাধুলার কারণে হয়েছে, অন্তত এক সপ্তাহের জন্য (যদি সম্ভব হয়) তা থেকে বিরতি নিন।

•বরফের শেক: দিনে দুইবার ১০ থেকে ১৫ মিনিটের জন্য পায়ে বরফ দিন। ত্বকের সুরক্ষায় একটি ঠান্ডা বা বরফ জমা পানির বোতল পাতলা তোয়ালে দিয়ে পেঁচিয়ে নিন; তারপর তা পায়ের পাতার নিচে রেখে এপাশ-ওপাশ গড়িয়ে হালকা মেসেজ করুন।

•সাপোর্টযুক্ত জুতো ও ইনসোল: শক্ত সোলে হাঁটা বা খালি পায়ে হাঁটাচলা সম্পূর্ণ বন্ধ রাখুন। সবসময় মজবুত এবং নরম কুশনযুক্ত জুতো ব্যবহার করুন। জুতোতে বিল্ট-ইন আর্চ সাপোর্ট না থাকলে চটি, ফ্লিপ-ফ্লপ বা অন্য কোনো সমতল জুতো পরবেন না। চিকিৎসকরা এই ব্যথার চিকিৎসায় হুকা এবং ব্রুকস ব্র্যান্ডের বিশেষ রানিং/ওয়াকিং জুতো ব্যবহারের পরামর্শ দিয়ে থাকেন। ডাক্তারের পরামর্শ অনুযায়ী ফার্মেসিতে পাওয়া যায় এমন প্রস্তুতকৃত ইনসোল অথবা পায়ের পাতার সঠিক মাপে তৈরি 'কাস্টম-মেড অর্থোটিকস' জুতোর ভেতরে ব্যবহার করতে পারেন।

এছাড়াও স্ট্রেচিং ও ফিজিওথেরাপি ব্যায়ামের পরামর্শ দেন। প্রতিদিন নির্দিষ্ট কিছু স্ট্রেচিং ব্যায়াম করলে প্ল্যান্টার ফ্যাসার ওপর চাপ কমে এবং পেশি শিথিল হয়:

•কাফ স্ট্রেচ: দেয়ালের দিকে মুখ করে দাঁড়িয়ে এক পা পেছনে দিয়ে গোড়ালি মাটিতে ঠেকিয়ে রাখুন এবং সামনের হাঁটু সামান্য ভাঙুন। এতে পায়ের পেছনের কাফ শিথিল হয়।

•টাওয়েল স্ট্রেচ: সকালে বিছানা থেকে ওঠার আগে একটি তোয়ালে বা গামছা পায়ের পাতায় পেঁচিয়ে নিজের দিকে টেনে ধরুন এবং ৩০ সেকেন্ড ধরে রাখুন।

•মার্বেল বা কাপড় কুড়ানো: পায়ের আঙুল দিয়ে মেঝে থেকে মার্বেল বা ছোট কাপড় তোলার চেষ্টা করুন। এতে পায়ের নিচের পেশি শক্তিশালী হয়।

পেশি মেসেজ

ফিজিওথেরাপিস্টের নির্দেশিত টেকনিক অনুযায়ী নিয়মিত পায়ের পাতা ও কাফ পেশিতে মেসেজ করুন।

যদি প্রাথমিক যত্ন ও ব্যায়ামে ব্যথা পুরোপুরি না কমে, তবে চিকিৎসকরা নিচের চিকিৎসাপদ্ধতিগুলো প্রয়োগ করেন:

•পা নিশ্চল রাখা: কয়েক সপ্তাহের জন্য বিশেষ 'ওয়াকিং বুট' (যাকে ওয়াকিং কাস্ট বা নিউমেটিক ক্যাম ওয়াকারও বলা হয়) ব্যবহার করা হয়। এটি পা-কে এক জায়গায় স্থির রাখে এবং টিস্যুর ওপর অতিরিক্ত চাপ পড়া রোধ করে।

•কর্টিকোস্টেরয়েড ইনজেকশন: প্রদাহ ও তীব্র ব্যথা কমানোর জন্য চিকিৎসক প্ল্যান্টার ফ্যাসা টিস্যুতে সরাসরি কর্টিকোস্টেরয়েড (যেমন প্রেডনিসোন) ইনজেকশন প্রদান করেন।

•প্লেটলেট রিচ প্লাজমা: ক্ষতিগ্রস্ত টিস্যু দ্রুত নিরাময় ও স্বতঃস্ফূর্ত মেরামতের জন্য পিআরপি (PRP) ইনজেকশন প্রয়োগ করা হয়।

•এক্সট্রাকোরপোরিয়াল পালস অ্যাক্টিভেশন টেকনোলজি (EPAT): এটি এক ধরনের শকওয়েব থেরাপি। এই প্রক্রিয়ায় উচ্চ ঘনীভূত শব্দ তরঙ্গ প্রয়োগ করে টিস্যুতে রক্ত সঞ্চালন বাড়ানো হয়, যা নিরাময় প্রক্রিয়া ত্বরান্বিত করে।

•পারকিউটেনিয়াস নিডল টেনোটমি: এই প্রক্রিয়ায় চিকিৎসক ত্বকের ওপর দিয়ে একটি সুই ঢুকিয়ে প্ল্যান্টার ফ্যাসা টিস্যুতে সূক্ষ্ম ছিদ্র করেন। এর ফলে শরীর ওই স্থানে স্বাভাবিকের চেয়ে বেশি রক্ত পাঠায়, যা টিস্যুটির নিজস্ব নিরাময় ক্ষমতাকে উদ্দীপিত করে।

যেকোনো বিষয় যা আপনার প্ল্যান্টার ফ্যাসা টিস্যুতে ইরিটেশন বা আঘাত তৈরি করে, তা থেকেই প্ল্যান্টার ফ্যাসাইটিস হতে পারে। যেমন: কাজের প্রয়োজনে সারা দিন দাঁড়িয়ে থাকা, খেলাধুলা করা, শক্ত সমতলে ব্যায়াম করা বা কাজ করা, স্ট্রেচিং বা ওয়ার্ম-আপ ছাড়া ব্যায়াম করা, পায়ে পর্যাপ্ত সাপোর্ট দেয় না এমন জুতো পরা।

৯০ সেকেন্ডে স্বাস্থ্যকর মাইক্রোওয়েভ ডেসার্ট

মিষ্টি খেতে ইচ্ছা করা বা 'সুইট ক্রেভিং' আধুনিক ব্যস্ত জীবনে খুব স্বাভাবিক বিষয়। বিশেষ করে স্বাস্থ্যসচেতন মানুষেরা যখন মেদ কমানো বা ফিটনেস বজায় রাখার চেষ্টা করেন, তখন মিষ্টি খাবার এড়িয়ে চলাটা বেশ চ্যালেঞ্জিং হয়ে দাঁড়ায়। কিন্তু স্বাস্থ্যকর উপাদানে তৈরি ডেজার্ট যদি মাত্র ৯০ সেকেন্ডে বানিয়ে নেওয়া যায়, তবে স্বাদের সাথে স্বাস্থ্যের কোনো আপস করতে হয় না। ওটস, দুধ, ডিম, মধু এবং পিনাট বাটার দিয়ে তৈরি এই 'মগ কেক' বা মাইক্রোওয়েভ ডেজার্টটি ঠিক তেমনই একটি স্বাস্থ্যকর খাবার।

প্রয়োজনীয় উপাদান ও পুষ্টিগুণ: এই রেসিপিটিতে ব্যবহৃত প্রতিটি উপাদান পুষ্টিগুণে ভরপুর:

ওটস (৩ টেবিল চামচ): জটিল শর্করা বা কমপ্লেক্স কার্বোহাইড্রেট এবং দ্রবণীয় ফাইবারের দুর্দান্ত উৎস।

দুধ (২ টেবিল চামচ): ক্যালসিয়াম ও প্রোটিনের জোগান দেয়।

ডিম (১টি): সম্পূর্ণ প্রোটিন এবং অত্যাবশ্যকীয় অ্যামিনো অ্যাসিডের প্রধান উৎস।

মধু (১ চা চামচ): রিফাইন করা চিনির স্বাস্থ্যকর বিকল্প ও প্রাকৃতিক অ্যান্টিঅক্সিডেন্ট।

পিনাট বাটার (১ টেবিল চামচ): সুস্থ ফ্যাট (মনো-আনস্যাচুরেটেড ফ্যাট) এবং অতিরিক্ত প্রোটিনের উৎস।

স্বাস্থ্যকর দিক ও শারীরিক উপকারিতা: সাধারণ দোকানে কেনা পেস্ট্রি বা কেক রিফাইন্ড ময়দা ও চিনি দিয়ে তৈরি হয়, যা খাওয়ার সাথে সাথে রক্তে শর্করার মাত্রা বাড়িয়ে দেয়। কিন্তু এই ডেজার্টে ব্যবহৃত ওটসের ফাইবার এবং পিনাট বাটারের ফ্যাট ও প্রোটিন হজম প্রক্রিয়াকে ধীর করে দেয়; ফলে সাধারণ মিষ্টির তুলনায় এটি রক্তে শর্করা বা ইনসুলিনের মাত্রা অতটা হুট করে বাড়ায় না। তবে এতে ব্যবহৃত মধুও এক ধরনের চিনি এবং এর গ্লাইসেমিক ইনডেক্স মাঝারি মানের—তাই একে সম্পূর্ণ "ডায়াবেটিস-নিরাপদ" বলা ঠিক নয়। ডায়াবেটিস রোগীরা চাইলে মধুর পরিমাণ কমিয়ে বা বাদ দিয়ে, চিকিৎসকের পরামর্শ অনুযায়ী পরিমিত পরিমাণে এই ডেজার্টটি খেতে পারেন।

ডিম ও পিনাট বাটার থেকে প্রাপ্ত প্রোটিন এবং ওটসের ডায়েটারি ফাইবার আপনাকে দীর্ঘ সময় তৃপ্ত রাখে। ফলে ঘন ঘন ক্ষুধা লাগা বা উল্টোপাল্টা স্ন্যাক্স খাওয়ার প্রবণতা কমে যায়, যা ওজন নিয়ন্ত্রণে রাখতে অত্যন্ত কার্যকরী।

এছাড়া, পিনাট বাটারে থাকা স্বাস্থ্যকর ফ্যাট রক্তের ভালো কোলেস্টেরল (HDL) বাড়াতে এবং খারাপ কোলেস্টেরল (LDL) কমাতে সাহায্য করে। ওটসের ফাইবার (বিশেষত বিটা-গ্লুকান) ধমনীতে চর্বি জমতে বাধা দেয়, যা হৃদরোগের ঝুঁকি কমাতে সহায়কের ভূমিকা পালন করে।

আমরা জানি, একটি ডিমে প্রায় ৬ গ্রাম প্রোটিন থাকে, আর পিনাট বাটারেও উল্লেখযোগ্য পরিমাণ প্রোটিন বিদ্যমান। এটি শরীরচর্চা বা ওয়ার্কআউটের পর পেশি মেরামতের জন্য একটি চমৎকার পোস্ট-ওয়ার্কআউট স্ন্যাকস হিসেবে কাজ করতে পারে।

তাছাড়া, ওটসের ধীরগতির কার্বোহাইড্রেট শরীরকে তুলনামূলক দীর্ঘস্থায়ী শক্তি জোগায়, আর সামান্য মধু দ্রুত এনার্জি বুস্ট দিতে সাহায্য করে। বিকেলের ক্লান্তি দূর করতে বা কাজের ফাঁকে তাৎক্ষণিক রিফ্রেশমেন্টের জন্য এটি একটি ভালো বিকল্প হতে পারে।

প্রস্তুত প্রণালী: ৩ টেবিল চামচ ওটস গুঁড়ো করে বা আধাভাঙ্গা অবস্থায় একটি ছড়ানো সেইফ মগে নিন। এতে ২ টেবিল চামচ দুধ, ১টি ডিম, ১ চা চামচ মধু এবং ১ টেবিল চামচ পিনাট বাটার দিয়ে ভালো করে মিশিয়ে নিন। মিশ্রণটি সমসত্ত্ব হলে মাইক্রোওয়েভে উচ্চ তাপে মাত্র ৯০ সেকেন্ড বেক করুন। তৈরি হয়ে যাবে ধোঁয়া ওঠা সুস্বাদু ও স্বাস্থ্যকর ডেজার্ট।

জিভের স্বাদ মেটাতে গিয়ে স্বাস্থ্যের ক্ষতি না করে এই ৯০ সেকেন্ডের ডেজার্টটি পরখ করে দেখতে পারেন। তাছাড়া হুটহাট মেহমান এসে পড়লেও রেসিপিটি ঝটপট বানিয়ে চমকে দেওয়া সম্ভব।

মুড সুইং: কারণ ও তা মোকাবিলার উপায়

মুড সুইং হলো কোনো নির্দিষ্ট সময়ে হঠাৎ করে আপনার অনুভূতির পরিবর্তন বা মেজাজের ওঠানামা। কখনো কখনো আপনি হয়তো জানেন যে ঠিক কী কারণে আপনার মন ভালো বা খারাপ লাগছে। আবার কখনো আপনি হয়তো অনুধাবনই করতে পারেন না যে কেন আপনি এমন বোধ করছেন।

মুড সুইং কারণ কী?

ক্লিভল্যান্ড ক্লিনিকের গবেষণা অনুযায়ী, মস্তিষ্কের নিউরোট্রান্সমিটারের মাত্রার পরিবর্তনের কারণে মুড সুইং বা মেজাজের হঠাৎ পরিবর্তন হয়। আমাদের জীবনের প্রায় প্রতিটি ঘটনারই এই রাসায়নিক উপাদানগুলোর ওপর কিছু না কিছু প্রভাব রয়েছে। তবে জীবনের কিছু নির্দিষ্ট পর্যায় এবং কিছু শারীরিক ও মানসিক সমস্যায় আক্রান্ত ব্যক্তিদের ক্ষেত্রে মুড সুইং হওয়ার প্রবণতা বেশি দেখা যায়। এছাড়া অ্যালকোহল ও বিভিন্ন ওষুধের ভূমিকাও এতে থাকতে পারে।

মুড সুইংয়ের সম্ভাব্য কারণগুলো সম্পর্কে জানলে আপনি আগে থেকেই বুঝতে পারবেন কখন আপনার মেজাজ পরিবর্তিত হতে পারে—অথবা অন্তত এটি কেন ঘটছে তা অনুধাবন করতে পারবেন।

১. জীবনের বিভিন্ন পর্যায়

জীবনের কিছু পর্যায় অন্যান্য সময়ের চেয়ে বেশি শারীরিক ও হরমোনজনিত পরিবর্তনের মধ্য দিয়ে যায়। বিশেষ করে কৈশোরকাল, গর্ভাবস্থা এবং রজোনিবৃত্তির সময়ে মুড সুইং হওয়ার সম্ভাবনা সবচেয়ে বেশি থাকে।

বয়ঃসন্ধিকালের এই সময়ে শারীরিক ও মানসিক বিকাশে প্রচুর পরিবর্তন ঘটে। এই হরমোনজনিত ও মানসিক পরিবর্তনের কারণে কৈশোরে মেজাজের ওঠানামা খুবই স্বাভাবিক ঘটনা। আবার গর্ভাবস্থায় এবং সন্তান জন্মদানের পর হরমোনের তারতম্য, ঘুমহীন রাত, নতুন অভিভাবক হওয়ার সাথে যুক্ত জীবনযাত্রার পরিবর্তন এবং নবজাতকের চাহিদার ভাষা বোঝার মানসিক চাপের কারণেও মুড সুইং হতে পারে। একইভাবে, নারীদের মেনোপজের সময়ে শরীরে এস্ট্রোজেন হরমোনের মাত্রার মারাত্মক ওঠানামা মেজাজ পরিবর্তনের অন্যতম প্রধান কারণ।

২. শারীরিক নানা ব্যাধি

মস্তিষ্ক থেকে শুরু করে থাইরয়েড—দেহের নানা শারীরিক সমস্যা মেজাজের ওপর গভীর প্রভাব ফেলে। ডিমেনশিয়া, আলঝেইমারস, ব্রেন টিউমার কিংবা মস্তিষ্কে অতিরিক্ত তরল জমে যাওয়া সমস্যাগুলো সরাসরি ব্যক্তিত্ব ও মেজাজের পরিবর্তন ঘটায়। ডায়াবেটিসে রক্তে শর্করার তারতম্যের কারণে সহজেই মেজাজ বিগড়ে যেতে পারে।

শরীরের নানা হরমোন ও স্নায়বিক পরিবর্তনের কারণেও এমনটা ঘটে। যেমন, মাইগ্রেন শুরু হওয়ার অন্তত ২৪ ঘণ্টা আগে থেকেই এর প্রথম ধাপ বা প্রোড্রোম হিসেবে রোগীদের মধ্যে মুড সুইং দেখা দিতে পারে। অন্যদিকে, গ্রেইভস ডিজিজ, অতিরিক্ত সক্রিয় থাইরয়েড (হাইপারথাইরয়েডিজম) এবং নারীদের ক্ষেত্রে প্রাক-ঋতুস্রাবকালীন লক্ষণ যেমন পিএমএস বা পিএমডিডি-র একটি অত্যন্ত প্রধান উপসর্গ হলো মুড সুইং। এছাড়া পর্যাপ্ত ঘুমের অভাব খিটখিটে ভাব তৈরি করে এবং মাথায় আকস্মিক গুরুতর আঘাতের ফলেও মানুষের আচরণ ও মেজাজে চরম পরিবর্তন আসতে পারে।

৩. মানসিক স্বাস্থ্যের সমস্যা

কখনো কখনো মুড সুইং মানসিক স্বাস্থ্যের নানা জটিলতার স্পষ্ট লক্ষণ হতে পারে। বিষণ্নতা কিংবা বাইপোলার ডিসঅর্ডারের মতো মুড ডিসঅর্ডারগুলোতে আবেগের চরম ওঠানামা খুব স্বাভাবিক। এছাড়া অতিরিক্ত দুশ্চিন্তা বা এনজাইটি, এডিএইচডি, বর্ডারলাইন পার্সোনালিটি ডিসঅর্ডার এবং সাইক্লোথাইমিয়া এই ধরনের মুড সুইংয়ের জন্য দায়ী। আবার পোস্ট-ট্রমাটিক স্ট্রেস ডিসঅর্ডার কিংবা ইটিং ডিসঅর্ডারে ভোগা ব্যক্তিদের মধ্যেও অনুভূতির আকস্মিক পরিবর্তন বেশি লক্ষ্য করা যায়।

৪. বিভিন্ন পদার্থ ও ওষুধের প্রভাব

আমাদের গৃহীত বিভিন্ন ওষুধ এবং রাসায়নিক উপাদান—যেমন গর্ভনিরোধক বড়ি, হরমোন থেরাপি, অ্যানাবলিক স্টেরয়েড, কর্টিকোস্টেরয়েড এবং অ্যান্টিডিপ্রেসেন্ট-এর অন্যতম প্রধান পার্শ্বপ্রতিক্রিয়া হিসেবে মুড সুইং দেখা দেয়। পাশাপাশি অ্যালকোহল, গাঁজা বা তামাকজাতীয় নেশাজাত দ্রব্য ব্যবহারে শরীরের হরমোন ও স্বাভাবিক ঘুমের চক্র বিঘ্নিত হয়, যা দুশ্চিন্তা ও মেজাজের ওপর সরাসরি প্রভাব ফেলে। এমনকি এসব অভ্যস্ত উপাদান বা নেশাজাত দ্রব্য হঠাৎ ত্যাগ করলেও কিছুদিন তীব্র মুড সুইং বা মেজাজের ওঠানামা তৈরি হতে পারে।

মুড সুইং বা মেজাজ পরিবর্তন রোধে করণীয়

জীবনের নানাবিধ উত্থান-পতনের সাথে মেজাজের কিছুটা ওঠানামা হওয়া একেবারেই স্বাভাবিক। তাই মুড সুইং পুরোপুরি বন্ধ করে দেওয়ার নির্দিষ্ট কোনো উপায় নেই। তবে কিছু নিয়ম মেনে চললে এর ঘনঘটা এবং তীব্রতা অনেকটাই কমিয়ে আনা সম্ভব।

প্রকৃতির সান্নিধ্যে সময় কাটালে মানসিক চাপ কমে এবং মনের মেজাজ দ্রুত উন্নত হয়। এছাড়া কর্মব্যস্ত জীবনে প্রতিদিনের রুটিনে নিয়মিত শারীরিক ব্যায়াম বা হাঁটাচলা যুক্ত করা অত্যন্ত জরুরি, কারণ ব্যায়াম মস্তিষ্কে মেজাজ ভালো রাখার উপাদান নিঃসৃত করে এবং ভালো ঘুমে সাহায্য করে।

খাদ্যাভ্যাসে পরিবর্তন এনে চর্বিহীন প্রোটিন ও রঙিন শাকসবজি বেশি খাওয়া এবং প্রক্রিয়াজাত খাবার ও অতিরিক্ত চিনিযুক্ত খাবার এড়িয়ে চলা উচিত। পাশাপাশি গভীর শ্বাস-প্রশ্বাসের অনুশীলন মানসিক চাপ কমিয়ে যেকোনো পরিস্থিতিতে প্রতিক্রিয়া দেখানোর আগে চিন্তাভাবনার সুযোগ তৈরি করে দেয়। শরৎ ও শীতকালে মন ভালো রাখতে এবং মস্তিষ্কে সেরোটোনিনের মাত্রা বাড়াতে লাইট থেরাপি বা লাইট বক্সের ব্যবহারও বেশ কার্যকর।

মাঝে মাঝে মেজাজ পরিবর্তন হওয়া স্বাভাবিক হলেও, যদি মুড সুইং আগের চেয়ে খুব ঘনঘন হতে থাকে, প্রচণ্ড তীব্র আবেগের সৃষ্টি করে, নিজের ওপর নিয়ন্ত্রণ হারানোর অনুভূতি দেয় কিংবা আপনার পড়াশোনা, কর্মক্ষেত্র ও পারিবারিক সম্পর্কে নেতিবাচক প্রভাব ফেলে—তবে দেরি না করে চিকিৎসকের কাছে যাওয়া উচিত।

মুড সুইং জীবনের অংশ মনে হলেও এটি যেন আপনার জীবনকে ব্যাহত না করে বা আপনাকে অসহায় বোধ না করায়। জীবনযাত্রার সামান্য পরিবর্তন থেকে শুরু করে প্রয়োজনীয় চিকিৎসাসেবা—সবকিছুর মাধ্যমেই একে নিয়ন্ত্রণে রাখা সম্ভব। তাই প্রয়োজনে একজন স্বাস্থ্য বিশেষজ্ঞের পরামর্শ নেওয়াটাই সবচেয়ে বুদ্ধিমানের কাজ।

সফট টেক্সট

হাশিম কিয়াম

দেশ, বক্ররেখা, মানুষের আয়ু...
ভাতের মাড় ইলিশ ভাজায় খিদের কারণ খুঁজছে,
মাছির বাসরঘরে হেমন্তের রোদ মানচিত্র পেঁচিয়ে বর্ষার
মেঘের স্বরলিপি মুখস্থ করছে
ডোরাকাটা দাগ মুছে বাঘ ঘাপটি মেরে আছে সৈকতে,
ঢেউগুলো আতঙ্কিত হরিণী, ছুটে আসছে জলের
গভীরের বন থেকে...
মানুষের গন্ধ নেই, খুলির নোনা জল উপচে
পড়ছে বাঘের গায়ে
ফাঁসির দড়ির ছায়া অপ্রামাণিক জীবনের সফট টেক্সট
জল্লাদের চোখে পেস্ট করছে
তর্জনীর কমপাসে বালুর উপর বৃত্ত এঁকে কেন্দ্রে দাঁড়িয়ে
আছে খুদে গণিতবিদ, চোখ থেকে তার টপটপ পড়ছে
সবুজ বিন্দু...

ধর্ষিতার শরীরে মানচিত্র

তুহীন বিশ্বাস

তবুও বেঁচে আছি নরপিশাচের কঙ্কালরাজ্যে—
যেখানে তাজা রক্তে লাল হয়ে থাকে ঠোঁটগুলো,
বিদঘুটে বীভৎস দুর্গন্ধ ছড়িয়ে আছে সর্বস্তরে,
রাক্ষুসে চোখের স্ফুলিঙ্গে পুড়ে ছারখার স্তম্ভ।

নখের আঁচড়ে মানচিত্র আঁকে ধর্ষিতার শরীরে,
চেয়ে দেখ ওই রক্তে ভেজা মানচিত্রের ভূখণ্ডের দিকে;
কতটা খাবলে খেয়েছিস—যার হিসাব নেই রাজস্বে!
পূর্বসূরির দোহাই দিয়ে খনন করছিস মৃত্যুকূপ।

আমারও বাঁচতে ইচ্ছে করে, হাসতে ইচ্ছে করে,
কিন্তু তোদের মুখের দুর্গন্ধে বাতাস ভারী হয়;
সর্বত্র ছড়িয়ে পড়ে—
মরণঘাতী ক্যানসার জীবাণু, ধ্বংস করে মনুষ্যত্ব
আর মধ্যবিত্তের কান্না, হতদরিদ্রের আর্তনাদ!

এসো তবে সবাই মিলে প্রতিবাদ করি অন্যায়ের,
সুস্থ জীবনের তাগিদে প্রতিষ্ঠা করব ন্যায়ের।

কালো টিপ

সুনীল শৈশব

কালো টিপ যে পথে হারিয়েছে চোখের আড়ালে,
সেই পথ আজও তোমার নামেই নীরব হয়ে জ্বলে।

কৃষ্ণচূড়া ফুটুক কিংবা ধুলো উড়ুক নির্জন মাঠজুড়ে—
ভালোবাসা পথ ভোলে না, থাকে হৃদয়ের অক্ষিকোঠোরে।

তুমি খবর না রাখলেও,
মায়া ঝরে প্রতিটি বিকেলের আলোয়;
কালো টিপ হয়ে আজও
তুমি লেগে আছ আকাশের কপালে।

স্মৃতিচূড়া

মাসুদ চয়ন

মৃতিচূড়া একা হলো—নেপথ্যে গতিরোধক।
স্মৃতিচূড়া গুলিবিদ্ধ—
অবচেতনে টেনে নাও গতিরোধক;
হয়তো জানোই, বেদনা-রচিত দিনগুলো নদীর মতোই
সেই থেকে নদী—দৃঢ় পরিচারণ।

আয়েশের স্রোতধ্বনিটুকুই,
শুনে যাও!
কূলে কূলে অনূদিত ভাঙন—খাপছাড়া সাহারা!
বধির,
গোধূলিমাখা!

বিধাতার ঘরনি তুমি—আমি মহাজাগতিক।

নদীময় হয়েছি অথৈ—রেশ-ক্লেশে ঘোর আসে,
ঘিয়ে ভাজা রূপবতী ওম, আলোর নৈশভোজে,
বিত্তসূচির বিধাতার!
রয়টার্স নিউজে এল—তাই বিলাপের বিলুপ্ত রোদ।

এখনও তেমনি, অভিমানী ভেজা মেঘ—
অরণ্যে নদীটাকে দেখে যেও,
আঁধারে গেঁথে যাওয়া দেখে যেও।

বর্ষারাণীর প্রেমে

কাব্য কবির

আষাঢ় মাস। মেঘলা আকাশ
সারাদিন অবিরাম বৃষ্টি।
টিনের চালে বৃষ্টির মন মাতানো ছন্দ,
বাতাসে সোঁদা মাটির গন্ধ।
কলাবতী, কদম, ভূঁইচাঁপা ফুল
হাসে বৃষ্টির জলে ভিজে।

একজোড়া কাক বৃষ্টির জলে
ভিজে ভিজে খুনসুটিতে মাতে।
ময়ূর বৃষ্টির জলে ভিজে মন খুশিতে নাচে।
কেয়া বনে শুনি ডাহুকের ডাক।
পদ্ম ফুল যেন বৃষ্টির জলে ভিজে ভিজে
হয়ে উঠছে আরও রঙিন।
খাল, বিল, নদী পানিতে ফুলছে,
বাতাসে গাছের পাতা দুলছে।
মাছেরা নতুন পানি পেয়ে আনন্দে মেতে উঠছে।

এমন দিনে বর্ষারাণী তোমায় পড়ে মনে,
তুমি কী পাহাড়, সবুজ বনে লুকিয়ে আছো?
বাতাসের কানে কানে বলি—তুমি এসো, তুমি এসো।

স্মৃতির অ্যালকোহল

ইসতিয়াক আহমেদ হৃদয়

আমাকে ধরে রাখে পানশালার ভ্রম, ইংলিশ
মিউজিকের কড়া বেজ।
স্কচ মদে উন্মাদ জীবন; সুর বড়ই নির্মম সান্ত্বনা, জানো?
যা কিছু ভাবতে চাই না আর—সেইসবই মাইন্ড গেম
খেলে অনবরত।
নষ্ট রাতের গান, নষ্ট জীবন, নষ্ট প্রেম, নষ্ট টাকার রাত;
আর কত ছারখার করবে আমাকে?
থেঁতলে যাওয়া বুকের ভেতর বন্দি আগুনের নদী।
পাথরকুচির পাতার মতো স্বচ্ছ ভালোবাসাও ম্লান
হয় একদিন।
তবুও নিজের সাথে জমে ওঠে হাজারো কনভারসেশন;
রাত যত বাড়তে থাকে, অ্যাশট্রে ভরে ওঠে মৃত
সিগারেটের শোক।

মৃত্তিকার অ্যালগরিদম

তানভীর আহমেদ হৃদয়

ঘুমের ভেতর একটি বীজ বারবার নিজের জন্মের
হিসাব কষে।
মাটি কোনো উত্তর দেয় না—শুধু অন্ধকারের পরিমাণ
বাড়িয়ে দেয়।
পুরোনো চিঠির ভাঁজে আটকে থাকা গন্ধটি কোনো
ঠিকানায় পৌঁছায়নি।
সমুদ্র তার নোনাজল দিয়ে প্রতিটি স্মৃতির পাসওয়ার্ড
মুছে ফেলে।
যা হারিয়ে গেছে, তারই অদৃশ্য নকশায় পৃথিবী প্রতিদিন
পুনর্গঠিত হয়।
অস্তিত্ব তাই হয়তো এক অসমাপ্ত গণনা—যার কোনো
শেষ সংখ্যা নেই।

তারকারাজির মেলাতে

রকিবুল ইসলাম

মেঘমালা ছিল না তখন আমার গগনতলে।
“তারাভরা আকাশ” আমার পূর্ণ ছিল অগণিত
নক্ষত্রের দীপ্তিতে।
ভেসেছি আলোর ভেলায় মনের হরষে,
গভীর আহ্লাদে, চরম পুলকে।

অতঃপর, একদা তুমি বিদায় নিলে
আমার হৃদয়াঙ্গন ছেড়ে।
অসহায় আমার পুরো পৃথিবী গেল ঢেকে,
অমাবস্যার নিম রজনীর ঘোর আঁধারে।

প্রতীক্ষা করো, আসছি আমি মিলতে
তোমার সাথে!
বসবে আবার তারকার মেলা—
তোমার-আমার মিলনে,
সুনীল ওই আকাশের “তারকারাজির মেলাতে।”

শেষ যাত্রার সঙ্গী

ইদ্রিস মণ্ডল

শহরের এক প্রান্তে ছোট্ট একটি ভাড়া বাড়ি। টিনের চালের ওপর বৃষ্টি পড়লে যেমন শব্দে ঘর ভরে ওঠে, তেমনই সেই ঘরটিও ভরে থাকত ছোট ছোট স্বপ্নে। মন্টু মিয়া একটি বেসরকারি প্রতিষ্ঠানে চাকরি করতেন। মাস শেষে বেতন হাতে পেলে সংসারের হিসাব মেলাতেই প্রায় সব শেষ হয়ে যেত। তবু তাঁর একমাত্র ছেলে সিফাদকে ঘিরেই ছিল ভবিষ্যতের সব আলো। স্ত্রী হাসনা বানুরও একটাই বিশ্বাস—ছেলেটা একদিন মানুষ হবে, তাদের সব কষ্ট মুছে দেবে।

কলেজে ওঠার পর থেকেই সিফাদের ভেতরে অদৃশ্য এক পরিবর্তন দেখা দিল। বন্ধুদের চকচকে মোটরসাইকেল দেখে তার মনে জন্ম নিল একরাশ অস্থিরতা। কৈশোরের সেই জেদ আর নিজেকে অন্যদের চেয়ে কম না ভাবার গোপন অহংকার তাকে প্রতিদিন একই আবদারের দিকে ঠেলে দিল।

“বাবা, আমাকে একটা মোটরসাইকেল কিনে দাও।”

মন্টু মিয়া মৃদু হেসে বলতেন,

“বাবা, এখন পারব না। সংসারের অবস্থা তো দেখছ।”

কিন্তু জেদ কখনো বাস্তবতার হিসাব বোঝে না। হাসনা বানুও ছেলের মুখের বিষণ্ণতা সহ্য করতে পারলেন না।

“ধার করে হলেও কিনে দাও। একটাই তো ছেলে।”

অনেক রাত পর্যন্ত হিসাবের খাতা খুলে বসেছিলেন মন্টু মিয়া। কোথায় কত টাকা ধার করা যায়, কাকে কীভাবে শোধ দেবেন—এসব ভাবতে ভাবতেই রাত ফুরিয়ে গিয়েছিল।

শেষ পর্যন্ত নিজের স্বস্তির দিনগুলো বন্ধক রেখে, পরিচিত মানুষের কাছে হাত পেতে, ধারদেনা করে একটি নতুন মোটরসাইকেল কিনে আনলেন।

মোটরসাইকেলটি উঠোনে দাঁড়াতেই আনন্দে ছুটে এল সিফাদ। নতুন গাড়ির গায়ে হাত বুলিয়ে সে যেন নিজের স্বপ্নকে ছুঁয়ে দেখছিল। মুহূর্তেই বাবাকে শক্ত করে জড়িয়ে ধরে বলল,

“বাবা, সত্যিই তুমি আমার সবচেয়ে প্রিয় বাবা।”

ছেলের সেই উজ্জ্বল হাসি দেখে মন্টু মিয়ার মনে হলো, পৃথিবীর সব ঋণ যেন এই একটি মুহূর্তেই শোধ হয়ে গেছে। হাসনা বানুও দরজায় দাঁড়িয়ে মুচকি হেসেছিলেন। সেদিন তাদের ছোট্ট উঠোনে অভাব ছিল, কিন্তু আনন্দের কোনো অভাব ছিল না।

পরদিন সকালটা ছিল শান্ত, নির্মল। দরজার সামনে দাঁড়িয়ে মোটরসাইকেলের চাবি ঘুরাতে ঘুরাতে সিফাদ বলল,

“মা, আজ ফিরতে একটু দেরি হতে পারে।”

হাসনা বানু ছেলের শার্টের কলারটা ঠিক করে দিয়ে বললেন,

“খুব সাবধানে যাবি, বাবা।”

মন্টু মিয়া দরজার পাশে দাঁড়িয়ে শুধু বললেন,

“আস্তে চালাবি। রাস্তায় তাড়াহুড়ো করিস না।”

সিফাদ হেসে উত্তর দিল,

“চিন্তা কোরো না, বাবা। বিকেলেই ফিরে আসব।”

ইঞ্জিনের শব্দ ধীরে ধীরে মিলিয়ে গেল। মন্টু মিয়া অনেকক্ষণ দরজায় দাঁড়িয়ে ছেলের চলে যাওয়া পথের দিকে তাকিয়ে রইলেন। কে জানত, ওই বিদায়ই হবে তাদের শেষ বিদায়!

কয়েক মিনিট পরই কলেজে যাওয়ার পথে ভয়াবহ সড়ক দুর্ঘটনা ঘটল। মুহূর্তেই থেমে গেল একটি পরিবারের সমস্ত স্বপ্ন।

মোটরসাইকেলের পেছনে বসে থাকা সিফাদের বন্ধু সাফিদ গুরুতর আহত হয়ে মৃত্যুর সঙ্গে লড়তে লাগল। আর সিফাদ... সে আর কোনো দিন ফিরল না।

সংবাদ পেয়ে ছুটে এলেন মন্টু মিয়া। মানুষের ভিড় ঠেলে সামনে যেতেই বুকের ভেতরটা হঠাৎ শূন্য হয়ে গেল। রক্তাক্ত রাস্তায় নিথর পড়ে আছে তার একমাত্র ছেলে সিফাদ। ভাঙাচোরা মোটরসাইকেলের পাশে মৃত্যুর সঙ্গে লড়ছে সাফিদ।

মন্টু মিয়া আর এক পা-ও এগোতে পারলেন না। তাঁর দুই চোখ স্থির হয়ে রইল ছেলের মুখে। ঠোঁট কাঁপছিল, কিন্তু কোনো শব্দ বের হচ্ছিল না।

হাসনা বানু ছেলের নিথর শরীর জড়িয়ে ধরে বিলাপ করতে লাগলেন। সেই কান্নায় যেন চারপাশের বাতাসও ভারী হয়ে উঠল। অবাক, শূন্য চোখে স্বামী-স্ত্রী শুধু তাকিয়ে রইলেন তাদের সব স্বপ্নের দিকে। নীরবে গড়িয়ে পড়তে লাগল অশ্রু—যে অশ্রুর কোনো ভাষা নেই, কোনো সান্ত্বনা নেই।

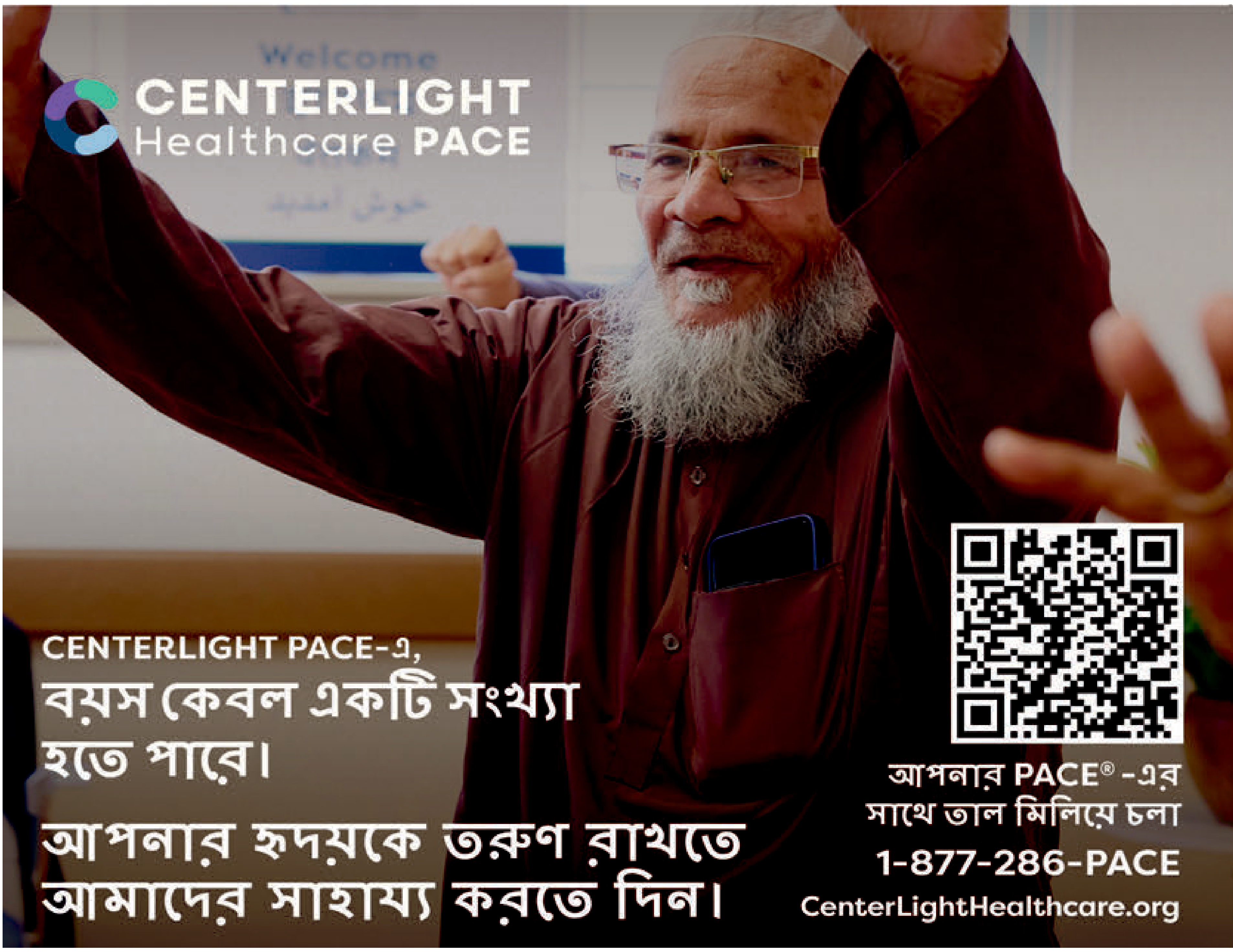
CENTERLIGHT
Healthcare PACE
CENTERLIGHT PACE-এ,
বয়স কেবল একটি সংখ্যা
হতে পারে।
আপনার হৃদয়কে তরুণ রাখতে
আমাদের সাহায্য করতে দিন।
আপনার PACE® -এর
সাথে তাল মিলিয়ে চলা
1-877-286-PACE
CenterLightHealthcare.org

পার্কচেস্টার
ফ্যামিলী শিপস
আপনার প্রতিবেশীর
শিপিং ও সার্ভিস সেন্টার
আমাদের কর্মী ও গ্রাহকদের নিরাপত্তার জন্য, ডাকের মাধ্যমে নিচের জিনিসগুলো পাঠানো নিষিদ্ধ।
USPS
শিপিং
নিষেধাজ্ঞা
যা ডাকের মাধ্যমে পাঠানো যায় না
আমাদের কমিউনিটি নিরাপদ রাখতে সহযোগিতা করার জন্য আপনাকে ধন্যবাদ!
নিষিদ্ধ জিনিসের মধ্যে রয়েছে:
বিস্ফোরক ও আতশবাজি
এমন জিনিস যা বিস্ফোরণ ঘটাতে পারে, যেমন অ্যামুনিশন, আতশবাজি এবং আগুন লাগানোর সরঞ্জাম।
দাহ্য ও জ্বলনশীল পদার্থ
যেমন পেট্রোল, লাইটার ফ্লুইড, ম্যাড, এবং এরোসলজাত স্প্রে বা ক্যান।
বিষাক্ত ও ক্ষতিকর পদার্থ
যেমন বিষাক্ত রাসায়নিক, ক্ষয়কারী পদার্থ, এবং বিপজ্জনক উপাদান।
চাপযুক্ত গ্যাস সিলিন্ডার
যেমন প্রাপেন, বিউটেন, এবং অন্যান্য গ্যাস সিলিন্ডার।
মাদক বা অ্যালকোহলযুক্ত পানীয়
যেকোনো ধরনের অ্যালকোহলিক পানীয় ডাকের মাধ্যমে পাঠানো নিষিদ্ধ।
অবৈধ মাদক ও নিয়ন্ত্রিত পদার্থ
যেমন মারিজুয়ানা (গাঁজা) ও অন্যান্য বেআইনি মাদকদ্রব্য।
অস্ত্র ও গোলাবারুদ
যেমন বন্দুক, এর যন্ত্রাংশ, এবং গোলাবারুদ (আসল বা নকল)।
বিপজ্জনক অস্ত্র
যেমন সুইটব্রেড, ছুরি, এবং ইলেকট্রিক শক দেওয়ার যন্ত্র (স্টান গান)।
সংক্রমক পদার্থ
যেমন এমন পদার্থ যা রোগ সুষ্টিকারী জীবাণু, ব্যাকটেরিয়া, অথবা ভাইরাস ধারণ করে।
তেজস্ক্রিয় পদার্থ
যেমন এমন পদার্থ যা তেজস্ক্রিয় বিকিরণ নির্গত করে।
লিথিয়াম ব্যাটারি (ঘোষণা ছাড়া)
লিথিয়াম ব্যাটারি ঘোষণা করা অবশ্যক এবং USPS-এর নিয়ম মেনে চলতে হবে।
জীবন্ত প্রাণী
জীবন্ত প্রাণী এবং কিছু পোকামাকড় ডাকের মাধ্যমে পাঠানো নিষিদ্ধ (কিছু ব্যতিক্রম প্রযোজ্য)।
গুরুত্বপূর্ণ এটি নিষিদ্ধ জিনিসের সম্পূর্ণ তালিকা নয়।
নিষিদ্ধ জিনিস পাঠালে দেওয়ানি বা ফৌজদারি জরিমানা, জরিমানা এবং ডাক সেবা বন্ধ হতে পারে।
সন্দহ হলে, ডাক দেবেন না।
কোনো জিনিস ডাকের মাধ্যমে পাঠানো যাবে কি না নিশ্চিত না হলে, আমাদের দলের একজন সদসসের সাথে যোগায়েণা করুন।
আমরা সাহায্য করতে খুশি!
সম্পূর্ণ তালিকা দেখতে স্ক্যান করুন
USPS-এর নিষিদ্ধ ও সীমাবদ্ধ জিনিসের তালিকা দেখুন।
USPS.COM/RESTRICTEDITEMS
নিরাপদ কমিউনিটি
সবাইকে নিরাপদ রাখতে সহযোগিতা করার জন্য ধন্যবাদ!
বিশেষজ্ঞ সেবা
শিপিং সহজ করার জন্য আমরা আছি আপনার পাশে।
আপনার প্রতিবেশীর শিপিং পার্টনার
বিশ্বস্ত ও বন্ধুত্বপূর্ণ। সবসময় আপনার জন্য।
পার্কচেস্টার ফ্যামিলী শিপস
মাত্র একটি প্যাকেজের চেয়েও বেশি—একটি সম্পর্ক, একটি বিশ্বাস।

GOLDEN AGE
HOME CARE
GOLDEN AGE HOME CARE

আমরা শীর্ষস্থানীয় PCA HOME CARE
সেবা প্রদানকারী প্রতিষ্ঠান

PCA HOME CARE সেবা নিতে চান?
আমাদের সাথে যোগাযোগ করুন

আমরা HHA/PCA সার্টিফিকেট প্রদান করে,
আপনাকে HOME CARE সার্ভিস -এ এনরোল
করে নেব এবং সব সধরনের সেবা প্রদান করবো

Design by: ihopeprint.com, 929-538-7903

Please Contact

Shah Nawaz MBA
President & CEO
GOLDEN AGE HOME CARE INC.

Tel: 718-775-7852
Cell: 646-591-8396 Text: 646-591-8396
Email: shah@goldenagehomecare.com

JACKSON HTS OFFICE
71-24 35th Avenue
Jackson Heights, NY 11372
Ph: 718-775-7852, Fax: 917-396-4115

BRONX OFFICE
3789 East Tremont Avenue
Bronx, NY 10465
Ph: 347-449-5983, Fax: 347-275-9834

HILLSIDE AVE. OFFICE
170-18A Hillside Ave Jamaica, NY 11432
Ph: 718-530-1820, Fax: 917-396-4115

BROOKLYN OFFICE
516 McDonald Ave Brooklyn, NY 11218
Ph: 718-540-8870, Fax: 917-396-4115

Email: info@goldenagehomecare.com | www.goldenagehomecare.com

Parkchester + Medical
PARKCHESTER MEDICAL
TEL: 718-828-6610
1211 WHITE PLAINS ROAD,
BRONX, NY 10472

INTERNAL MEDICINE
ASTHMA DIABETES CENTER
CARDIOLOGY
PHYSICAL THERAPY
UROLOGY
GYNECOLOGY
PODIATRY
GASTRO-ENTEROLOGY
ORTHO-PEDICS
HEALTH CARE FOR THE ENTIRE FAMILY

WE ARE OPEN:
MONDAY & THURSDAY 8:30AM-8:00PM | TUESDAY, WEDNESDAY & FRIDAY 8:30AM-6:00PM | SATURDAY 9:00AM-3:00PM

WE ACCEPT ALL MEDICAID / MEDICARE MOST INSURANCES ACCEPTED INCLUDING WORKERS COMP. NO-FAULT, SLIP AND FALL.

শারীরিক অভ্যন্তরীন সমস্যা
শ্বাসকষ্ট, ডায়বেটিস চিকিৎসা
হৃদরোগ
শারীরিক ব্যায়াম বা থেরাপি
মূত্র সংক্রান্ত চিকিৎসা
নারী স্বাস্থ্য চিকিৎসা কেন্দ্র
পায়ের চিকিৎসা
পরিপাকতন্ত্রীয় চিকিৎসা
হাড়ের চিকিৎসা
সম্পূর্ণ পরিবারের স্বাস্থ্যসেবা কেন্দ্র

আমরা বাংলায় কথা বলি

মেডিক্যাল সময়সূচি:
তাৎক্ষনিক চিকিৎসা সেবায় স্বাগতম!
সোমবার এবং বৃহস্পতিবার সকাল ৮:৩০ মিঃ থেকে সন্ধ্যা ৮:০০টা
মঙ্গলবার, বুধবার এবং শুক্রবার সকাল ৮:৩০ মিঃ থেকে সন্ধ্যা ৬:০০টা
শনিবার সকাল ৯:০০ মিঃ থেকে দুপুর ৩:০০টা

আমরা সকল প্রকার মেডিকেইড ও মেডিকেয়ার সহ অধিকাংশ ইন্সুরেন্স গ্রহণ করি।
সাথে আরো আছে: • কর্মস্থলের ক্ষতিপুরন
• নির্দোষ প্রমাণের ব্যবস্থা • পিছলে পড়ে যাওয়া

COMMUNITY DEVELOPMENT FOR ASIAN AMERICAN ★★ CDAA ★★

Community Development for Asian American (CDAA)

একটি স্বাস্থ্য সামাজিক ব্যপস্থাপনা সংস্থা
যাঁরা আপনার ভাষায় কথা বলে এবং আপনার অধিকারের জন্য কথা বলে

আমাদের সেবা সমূহ–
- আর্থিক অনুদান গ্রহণে সহায়তা
- বাসস্থান ও বাড়ি ভাড়া প্রাপ্তিতে সহায়তা
- কর্মসংস্থান ও দক্ষতা প্রশিক্ষণ
- ফুডস্ট্যাম্প ও পুষ্টিকর খাদ্য সামগ্রী গ্রহণে সহায়তা
- যাতায়াত ব্যবস্থা গ্রহণে সহায়তা

এছাড়া যে কোন শারিরীক ও মানসিক স্বাস্থ্য বিষয়ক পরামর্শ।
Tel: +1(866) 367-3232 Email: info@cdaany.org

RESTORATION HOMECARE AGENCY

আমাদের PCA বৃদ্ধ মা-বাবাসহ সব ধরনের
হোমকেয়ার রোগীদের সেবা দিতে বদ্ধপরিকর

সেবা সমূহঃ LHSCA PCA

RESTORATION HOMECARE AGENCY

রিস্টোরেশন হোম কেয়ার এজেন্সি

আজই আমাদের সাথে যোগাযোগ করুন

HEAD OFFICE

170-10 HILLSIDE AVE, JAMAICA NY 11432
917-300-6463, 516-744-7111
essentialcareny@gmail.com

প্রথম আলো

Prothom Alo North America
Thursday, 13 August 2026, 10th Year, Issue 491
বৃহস্পতিবার, ১৩ আগস্ট ২০২৬, ২৯ শ্রাবণ ১৪৩৩, ১০ম বর্ষ, সংখ্যা ৪৯১

দক্ষিণ এশীয় অভিবাসীদের অংশগ্রহণে সাউথ এশিয়ান ইউনিটি প্যারেড। ৯ আগস্ট জ্যাকসন হাইটসে।

বাংলাদেশিদের নেতৃত্বে নিউইয়র্কে প্রথম সাউথ এশিয়ান ইউনিটি প্যারেড

উত্তর আমেরিকা ডেস্ক

ব্যাপক উৎসাহ-উদ্দীপনার মধ্য দিয়ে নিউইয়র্কে বাংলাদেশিদের নেতৃত্বে প্রথমবারের মতো অনুষ্ঠিত হয়েছে সাউথ এশিয়ান ইউনিটি প্যারেড। দক্ষিণ এশিয়ার বিভিন্ন দেশের প্রবাসীদের ঐক্য, সংস্কৃতি ও সম্প্রীতির বার্তা তুলে ধরতে গত ৯ আগস্ট এ আয়োজন করা হয়। এদিন সকাল

এরপর পৃষ্ঠা ৩০ কলাম ৫

এক দশক ধরে চলা ‘ভুয়া বিয়ে’ চক্র, নিউইয়র্কে অভিযুক্ত ১১ জন

এধরনের বিয়েকে শত শত ভুয়া গ্রিন কার্ড আবেদনে নাগরিকত্ব ও অভিবাসন সংস্থায় জমা দেওয়া হয়েছে।

অভিজিৎ দে

যুক্তরাষ্ট্রের বিচার বিভাগ ১২ আগস্ট বুধবার জানিয়েছে, নিউইয়র্কভিত্তিক ১১ ব্যক্তির বিরুদ্ধে অভিযোগ আনা হয়েছে এক দশকেরও বেশি সময় ধরে চলা বিয়ে-জালিয়াতি চক্র পরিচালনার দায়ে। যার মাধ্যমে মূলত চীনা নাগরিকদের অবৈধভাবে অভিবাসন মর্যাদা পাইয়ে দিতে অন্তত ১ হাজারটি ভুয়া বিয়ের আয়োজন করা হয়েছিল বলে অভিযোগপত্রে দাবি করা হয়েছে।

এরপর পৃষ্ঠা ৩০ কলাম ১

বাংলাদেশ সোসাইটির নির্বাচন ১৮ অক্টোবর

নিজস্ব প্রতিবেদক

নিউইয়র্কে প্রবাসী বাংলাদেশিদের অন্যতম বৃহৎ সংগঠন বাংলাদেশ সোসাইটির বহুল আলোচিত নির্বাচন আগামী ১৮ অক্টোবর অনুষ্ঠিত হবে। সকাল ৮টা থেকে রাত ৯টা পর্যন্ত ভোটগ্রহণ চলবে।

মঙ্গলবার (১১ আগস্ট) সন্ধ্যায় বাংলাদেশ সোসাইটির কার্যালয়ে আয়োজিত সংবাদ সম্মেলনে নির্বাচনের তফসিল ঘোষণা করেন প্রধান নির্বাচন কমিশনার আবু নাসের। এ সময় নির্বাচন কমিশনের সদস্য বদরুল হোসেন খান, শামসুদ্দীন আজাদ, আহবাব চৌধুরী খোকন, রুহুল আমিন সরকার, মিয়া মোহাম্মদ দুলাল ও মিঠু হামিদ উপস্থিত ছিলেন।

ঘোষিত তফসিল অনুযায়ী, আগামী ২৫ আগস্ট বিকেল ৫টা থেকে রাত ৯টা পর্যন্ত বাংলাদেশ সোসাইটির কার্যালয় থেকে ৫০০ ডলারের বিনিময়ে মনোনয়নপত্র সংগ্রহ করা যাবে। মনোনয়নপত্র জমা দেওয়ার শেষ দিন ৩০ আগস্ট। ওই দিন বিকেল ৬টা থেকে রাত ১০টা পর্যন্ত উডসাইডের কুইন্স প্যালেসে মনোনয়নপত্র জমা নেওয়া হবে।

৩১ আগস্ট মনোনয়নপত্র যাচাই-বাছাই শেষে ১ সেপ্টেম্বর প্রাথমিক

এরপর পৃষ্ঠা ৩০ কলাম ৪

টক অব দ্য উইকে মাহফুজুর রহমান

‘এডাল্ট ডে কেয়ার’ নিয়ে প্রতারণা করা অমানবিক

সোহানা নাজনীন

মাহফুজুর রহমান

এই ব্যবসা অনেকটা গুড ফেইথ বা বিশ্বাসের ওপর ভিত্তি করে শুরু হয়েছিল। করোনাকালে ব্যবসায়ীরা সরকারি তহবিল থেকে বিপুল অর্থ লুটপাট করেছিল। সেই ঋণের দুর্নীতি তদন্তের মাধ্যমেই এসব বড় অনিয়ম বেরিয়ে আসে। যারা এই ব্যবসাটি সৎভাবে করছেন, তাদের প্রতি কোনো অভিযোগ নেই। কিন্তু যারা এই কাঠামোর অপব্যবহার করছে, তাদের বিরুদ্ধে প্রশাসনকে সহযোগিতা করা প্রতিটি আমেরিকান বাংলাদেশি নাগরিকের দায়িত্ব’ সম্প্রতি নিউইয়র্কের ফ্লাশিং এলাকাকে কেন্দ্র করে একটি বড় ধরনের স্বাস্থ্যসেবা প্রতারণার ঘটনা প্রসঙ্গে কথাগুলো বলেন সিনিয়র সাংবাদিক মাহফুজুর রহমান।

গত ৬ আগস্ট ‘প্রথম আলো উত্তর আমেরিকা’ আয়োজিত সাপ্তাহিক সম্প্রচার অনুষ্ঠান ‘টক অব দ্য উইক’ এ অতিথি হিসেবে উপস্থিত ছিলেন তিনি।

ফ্লাশিংয়ে মাত্র এক মাইল ব্যাসার্ধের মধ্যে ৭৭টি ‘সোশ্যাল অ্যাডাল্ট ডে কেয়ার’ পরিচালনা করে শত শত মিলিয়ন ডলারের সরকারি তহবিল তছরুপের অভিযোগ উঠেছে; যেখানে প্রবীণ অভিবাসীদের প্রলোভনের বস্তু বানিয়ে ব্যবহার করা হচ্ছে। বয়স্কদের সেবায় হোম এইড সার্ভিস দেওয়া হলেও তা নিয়ে জালিয়াতি চলছে। কিছু প্রতারক চক্র ভাষা বা তথ্যের অজ্ঞতার সুযোগ নিয়ে নগদ টাকা ও উপহারের লোভ দেখিয়ে ‘ডে কেয়ার’ এর মাধ্যমে প্রতারণা করছে, যার মূল লক্ষ্যবস্তু হয়ে উঠছেন প্রবীণ অভিবাসীরা।

এ প্রসঙ্গে মাহফুজুর রহমান বলেন, "আমেরিকা একদিকে সুযোগের অবারিত দ্বার, অন্যদিকে এ দেশেই বড় বড় মাফিয়াদের আখড়া ছিল। বিশেষ করে নিউইয়র্ক শহরে প্রতারক চক্র বিভিন্ন কমিউনিটিতে প্রভাব বিস্তার করেছে। ফ্লাশিংয়ের দুর্নীতির মতো আমাদের কমিউনিটিতেও এমন ঘটনার আশঙ্কা থেকে যায়। অনাবশ্যক ও অতিরিক্ত ডে কেয়ার সেন্টার গড়ে ওঠায় সেবাদানকারী ও গ্রহণকারীদের মধ্যে কাড়াকাড়ি শুরু হয়েছে। গোপনে পরিবারকে উপহারের প্রলোভন দেখানো হচ্ছে। কমিউনিটির বয়স্করা কতটুকু সেবা পাচ্ছেন তা নিশ্চিত নয়, তবে ব্যবসায়ীদের হঠাৎ ফুলেফেঁপে ওঠার বিষয়টি চোখে পড়ার মতো। মাত্র এক দশকের মধ্যে ডজন ডজন বিলিয়নিয়ার ও মাল্টি-বিলিয়নিয়ার তৈরি হয়েছে, যাদের সম্পদের স্ফীতি স্বাভাবিক নয়।"

বেআইনি উপহার বা ক্যাশ প্রলোভনের ফাঁদে পড়ার পেছনে লোভ এবং অজ্ঞতা দুটোকেই দায়ী করেন তিনি। মাহফুজুর রহমান জানান, যারা এই হোম কেয়ারের সেবা নেন, তাদের সামাজিক

এরপর পৃষ্ঠা ৩০ কলাম ৪

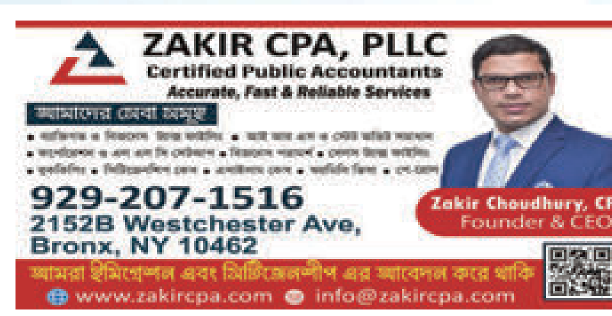

সম্পাদক: **ইব্রাহীম চৌধুরী**, নির্বাহী সম্পাদক: **মনজুরুল হক**। প্রথম আলো উত্তর আমেরিকা কর্তৃক ৩৭-১৮, ৭৩ স্ট্রিট, সুট # ২০২ জ্যাকসন হাইটস, নিউইয়র্ক-১১৩৭২ থেকে প্রকাশিত।
ফোন: 718-308-5020, ই-মেইল: নিউজ: news@prothomalony.com, বিজ্ঞাপন: cm@prothomalony.com